Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অখণ্ড-মহাযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

38

Presented to
Sri Ma Anandamayi
Asram Library,
Bhadaini
Varanasi

Sri Kanj

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অখণ্ড-মহাযোগ

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান

চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ

১৫নং কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত] * [মূল্য চারি টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২এ, সিগরা, বেনারস হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রাবণ ১৩৫৫

প্রচ্ছদপট অঙ্কিত করিয়াছেন
শ্রীসত্যদেব চক্রবর্ত্তী
প্রচ্ছদপট মুদ্রিত করিয়াছেন
ঈগল লিথোগ্রাফিং কোং লিঃ
২৬নং ক্রিষ্টোফার রোড, কলিকাতা

কলিকাতা
৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার,
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
প্রিণ্টার—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯/৩ 1/181

ভূমিকা

যাঁহার করুণা-বলে, যাঁহার প্রেরণা-বশে এবং যাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনার ছলে অখণ্ড মহাযোগের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি, সর্ব্ব-প্রথমে সেই গুরুরূপা মাতার ও মাতৃরূপী গুরুর শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে নম্র হৃদয়ে ভূয়োভূয়ঃ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যে যোগ জগতের কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই, যাহার বিধি-বিধান প্রচলিত প্রাচীন বা নবীন কোন শাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ নাই, তাহা কি বাস্তবিকই সত্য? যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার পরিচয় লইবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভই অখণ্ড মহাযোগের চরম উদ্দেশ্য। প্রকৃত পূর্ণতা লাভ অনেক বড় কথা, আজ পর্য্যন্ত কেহ উহা লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। পূর্ণতার পথে অনেকে অগ্রসর হইয়াছেন—কেহ অল্প দূর, কেহ বা কিছু অধিক দূর চলিয়াছেন। হয়ত কোন অবস্থাকে কেহ নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মতে পূর্ণতা বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, কিন্তু উহা পূর্ণতা নহে। আর যদি পূর্ণতা বলিয়া তর্কচ্ছলে মানিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলে উহা একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উহা সকলের পূর্ণতা নহে। তাই উহা অখণ্ড নহে। এক বা নানার আত্যন্তিক ভেদ বিগলিত না হইলে একের প্রাপ্তির সঙ্গে অন্যান্য সকলের প্রাপ্তির অচ্ছেদ্য যোগ প্রকাশিত হয় না। মোট কথা, যতক্ষণ জগতে দুঃখ আছে, অভাব আছে, পাপ তাপ আছে, ততক্ষণ ত' অপূর্ণতা আছেই। যতক্ষণ আনন্দের আস্বাদন আছে, তৃপ্তির বিলাস আছে, লীলার উচ্ছ্বাস আছে, ততক্ষণও এক হিসাবে অপূর্ণতা আছে বলিতে হইবে। পূর্ণ পূর্ণই, এক জন পূর্ণ হইলে সকলেরই প্রকৃত পূর্ণতার পথ খুলিয়া যায়। এবং সকলে পূর্ণতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইলে তবেই একজনের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। পূর্ণতার ভাঙ্গচুর নাই। বস্তুতঃ অখণ্ড পূর্ণতাই পরিপূর্ণতা। উহাই মহাযোগ।

উহাকে সমগ্র জীব জগতের উদ্ধার বলা যাইতে পারে, বিশ্বস্থিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার বলা যাইতে পারে, সকলের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বলা যাইতে পারে, ত্রিকালবর্ত্তী ত্রিধাতুস্থ সকল সত্ত্বের সকল তাপের উপশম বলা যাইতে পারে; আবার সকলের অবিচ্ছিন্ন আনন্দলাভ ও নিখিল প্রাণীর সম্যক্ ইষ্টসিদ্ধিও বলা যাইতে পারে। উহাই বিশ্বাতীত-বিশ্বব্যাপী নিত্যলীলা এবং অখণ্ড রাসমণ্ডলে সর্ব্ব জীবের প্রবেশ লাভ। এই অবস্থায় কেহ পর থাকে না, সব আপন হইয়া যায়। ইহা আপনার সঙ্গেই আপনার খেলা, অথচ নিত্য লীলাতীতে স্থিতি। একেই অনন্ত, এবং অনন্তের সর্ব্বত্রই এক সত্তাই ভাসিতে থাকে। তখন কাল নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষুধা-পিপাসা অথবা পাপ-তাপের তাড়না নাই, সঙ্কোচ বা পরিচ্ছিন্নতা নাই, ও আবরণ-বিক্ষেপময়ী অবিদ্যার খেলা নাই। নাই ত' কাহারও নাই। সকলেই সেই মূল অদ্বৈত স্বরূপে বিশ্রান্ত—বিশ্বমায়া চির-অস্তমিত। অথচ কর্ম্ম আছে। সেই মহাকর্ম্মের নির্ণয় করিবার সামর্থ্য জীব অথবা ঈশ্বর কাহারও নাই। সেখানে কিছুই নাই, অথচ সবই আছে।

ইহা আপাততঃ কবির কল্পনা, ভাবুকের ভাব-বিলাস অথবা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। মনে হইতে পারে, ইহা আকাশ-কুসুমের মনোহর মালিকা, অলীক স্বপ্নের বিচিত্র জাল মাত্র।

হইতে পারে, কিন্তু সকলে তাহা মনে করেন না। কি হইতে পারে ও কি হইতে পারে না, তাহার স্থির নির্দ্দেশ এ জগতে কেহ করিতে পারে না। একদিন যাহা অসম্ভব মনে হয় কালান্তরে তাহা অতি-পরিচিত সত্যের আকার ধারণ করে। একজনে যাহা যুক্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরুদ্ধ ও অসত্য মনে করে, অন্যে তাহা শুধু সম্ভবপর মনে করে তাহা নহে, হয় ত' তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সামর্থ্যও রাখে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিদ্রূপের হাসি ও নিন্দুকের নিন্দা সহৃদয়তার সহিত উপেক্ষা-যোগ্য।

যাহা সত্য তাহা উড়াইলেও উড়িয়া যায় না। যাহা প্রকৃত সত্য তাহা আপাততঃ আচ্ছন্ন থাকিলেও ঠিক সময়ে নিশ্চয়ই ফুটিয়া উঠিবে।

এই অখণ্ড মহাযোগ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় সূর্য্য-বিজ্ঞান। ইহার জন্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস-পাদ প্রায় একশত বর্ষ পূর্ব্বে মর জগতে অবতীর্ণ হইয়া নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। এই মহা-বিজ্ঞানের জন্যই তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাই মহাস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ,—নিয়তি-লঙ্ঘন ও কাল-দমন। ইহাই ভূলোকে পূর্ণাহন্তার বিকাশ। ইহাই সমস্ত জগতের কাম্য ধন ও আরাধ্য বস্তু। বোধি-সত্ত্ব নিজ কায়ের দ্বারা সর্ব্বভূতের সর্ব্ববিধ হিত-সুখের জন্য প্রার্থী হইয়া হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন—

চিন্তামণির্ভদ্রঘটঃ সিদ্ধবিদ্যা মহৌষধিঃ।
ভবেয়ং কল্পবৃক্ষশ্চ কামধেনুশ্চ দেহিনাম্॥

এই মহাবিজ্ঞানই যাবতীয় কামনার পরিপূরক—চিন্তামণি অথবা ভদ্রঘট কিংবা কল্পবৃক্ষ বা কামধেনু। যিনি যাহাই চান, ইহাই একমাত্র চাওয়ার জিনিষ। কিন্তু ইহা চাহিলে পাওয়া যায় না—ইহাতে সকল চাওয়ার পর্য্যবসান।

বিশুদ্ধানন্দ যে কায়ে প্রকট হইয়াছিলেন, তাহার দ্বারা এই বিজ্ঞান-অবতরণরূপ কার্য্যের পূর্ব্বাংশ মাত্র সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার পর অনিবার্য্য কারণ বশতঃ তাঁহাকে স্বীয় স্থূল দেহের সঙ্কোচ করিতে হয়। স্বদেহ-সঙ্কোচের পর তিনি অন্য কয়েকটি দেহকে আশ্রয় করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রারব্ধ মহাকর্ম্মের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সব দেহ বস্তুতঃ তাঁহারই দেহ, কারণ এই সকল দেহে গুরুদত্ত কায় বিদ্যমান ছিল, যাহার প্রাপ্তি দীক্ষাকালে তাঁহারই জ্ঞানময় মহাকায় হইতে অংশরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

অখণ্ড মহাযোগের সূত্রপাত করিয়া তিনি নিজের কায় গোপন করিলেন। সন্তানগণের মধ্যে একটি বিরহের অবস্থার বিকাশের জন্যও ইহা কিয়দংশে আবশ্যক হইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের কিঞ্চিৎ অধিক তিন বৎসর পরেই পুনরায় তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন। আরব্ধ মহাকার্য্য সমাধা করিবার জন্য যে কয়েকটি মূর্ত্তি তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল তন্মধ্যে একটি ছিল মাতৃ মূর্ত্তি এবং অপর কয়েকটি পুরুষ মূর্ত্তি। সকলের মধ্যেই গুরুদত্ত কায় বিদ্যমান ছিল। তাঁহার নিজের কর্ম্ম-দেহ তখন ছিল না বলিয়াই গুরুদত্ত কায়-সম্পন্ন মর দেহকে আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। গুরু কর্ম্ম-পিপাসু ছিলেন। তিনি জানিতেন, কর্ম্ম পূর্ণ করিতে না পারিলে বিজ্ঞানের অবতরণ সম্ভবপর হইবে না এবং অখণ্ড মহাযোগও সিদ্ধ হইবে না। তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে হইলে প্রতি সন্তানকে নিজে কর্ম্ম করিতে হইবে এবং অন্যকে কর্ম্ম করাইতে হইবে। তাঁহার সন্তান তাঁহার নির্দ্দেশে স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া অন্য সন্তানকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবে, ইহা তাঁহার আশা ছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার কায়-প্রাপ্ত সন্তানগণ কর্ম্ম পূর্ণ করিয়া সেই পরম বস্তুটিকে জগতে প্রকাশিত করে। তাহা হইলে জগতের দুর্ব্বল জীব অর্থাৎ তাঁহার অন্যান্য সন্তানগণ নাম মাত্র কর্ম্মের সাহায্যে সেই মহাবস্তুটির সহিত যুক্ত হইতে পারিবে। সেই মহাবস্তুর ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য হইতে জগতের কোন সন্তানই যেন বঞ্চিত না হয়, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। দুর্ব্বল সন্তান কর্ম্মদ্বারা ভবিষ্যতে সেই বস্তুটিকে পূর্ণভাবে লাভ করিয়া যথাসম্ভব সবল সন্তানের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকারের তারতম্য প্রথম অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী হইলেও চরমে মহাসাম্যেই পর্য্যবসিত হইবে। এই মহা-উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার মতে সকল সন্তানেরই যথাশক্তি জীবন্ত মাতৃ-শক্তিকে 'মা' বলিয়া ধারণা করা, ডাকা ও মাতৃজ্ঞানে তাঁহার সেবা করা উচিত। অক্ষত ব্রাহ্মণ-কুমারী জীবন্ত মাতৃশক্তির অধিষ্ঠান। এই প্রকারে কর্ম্মশক্তি ও সেবাশক্তির দ্বারা তিনি কর্ম্ম উদ্‌যাপন করাইতে ব্রতী হইয়াছিলেন।

তিন সতর মাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভাব, এই তিন প্রকার শক্তির ত্রিবিধ কর্ম্ম তাঁহার প্রদত্ত সাক্ষাৎ বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যে মহাবস্তু মরজগতে অবতীর্ণ করাইবার জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন সেই অবতরণ-কার্য্য পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-প্রভাবে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন প্রতি ব্যষ্টি মানবের হৃদয়ে সেই বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করা অবশিষ্ট আছে। ইহারই নাম যোগ-স্থাপন। কি ভাবে ইহা করিতে হইবে জনসাধারণকে তাহা বুঝাইবার জন্যই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রচার জানিতে হইবে। উপায় অতি সরল, এই সরল উপায় গ্রহণ পূর্ব্বক সরল হৃদয়ে সকলেই সেই মহাবস্তুকে লাভ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

এই গ্রন্থে যে মহান্ আদর্শের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার মূল উৎস শ্রীগুরু স্বয়ং, যিনি এখন "মা" রূপে অভিন্ন সত্তায় আত্মপ্রকাশ করিয়া জগৎ-সমক্ষে এই মহাতত্ত্ব প্রকাশের জন্য মরদেহাশ্রয়ে বিদ্যমান রহিয়াছেন। মার স্বরূপগত পরিচয় দিবার ইহা স্থান নহে—তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহা অত্যন্ত রহস্যময়। তিনি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন এবং থাকিবেনও সেই ভাবেই। শ্রীগুরুর মহাকর্ম্ম পূর্ণ হউক, ইহাই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তাহা হইলে অনন্ত বিশ্বব্যাপী সকল সন্তানই একদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মা' ডাকিয়া তাঁহার চিরশান্তিময় কোলে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। মা ও শ্রীগুরু অভিন্ন, আপাততঃ ইহাই বক্তব্য। ইহার অধিক এখন বলা চলে না। মরজগৎ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া অমরজগতে পরিণত হইবে এবং কর্ম্মের প্রভাবে মর ও অমর একত্র হইয়া, জীব ও ভগবান্ সম্মিলিতভাবে অখণ্ড মাকে ডাকিয়া, কর্ম্ম উদ্‌যাপন পূর্ব্বক এই পৃথিবীতেই বিজ্ঞানময় জগতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। তাঁহার বিপুল আদর্শ সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করা অত্যন্ত কঠিন এবং তাহা করিতে গেলে সর্ব্বত্রই ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। মার ভাষা ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-প্রণালী সরল হইলেও অত্যন্ত কঠিন এবং কঠিন হইলেও অতি সরল। পূর্ব্ব-সংস্কার বর্জ্জিত না হইলে উহা ধারণ করা যায় না। সুতরাং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কোথাও ভ্রম প্রমাদ নাই তাহা বলা চলে না। উহা আমার নিজের বুঝিবার এবং বুঝাইবার ত্রুটি মনে করিয়া পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। শাস্ত্রের অতীত বিষয়কে শাস্ত্রীয় আকারে নিবদ্ধ করা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ শাস্ত্রীয় পরিভাষা শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারে গঠিত হইয়াছে। ঐ পরিভাষার দ্বারা অতীত বিষয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে অনেক কথাই অধিকতর স্পষ্টরূপে বলিতে পারা যাইত। কিন্তু এখন তাহার অবকাশ নাই। কেহ যেন মনে না করেন যে কোনও সিদ্ধান্ত অথবা সাধন-প্রণালীর উপর এই গ্রন্থে আক্ষেপ করা হইয়াছে। এই প্রকার আক্ষেপের কোনই কারণ নাই, কারণ সকল প্রণালীই আপন আপন দৃষ্টি অনুসারে সত্য। তবে কোনটি পূর্ণ নহে। কারণ পূর্ণ হইলে উহার প্রভাবে অখণ্ড সত্তার অবতরণ জগতে হইয়া যাইত। কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই।

মার প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে সত্যই কিছু বলিবার নাই। পাঠক নিজে উন্মুখ হইয়া সে পরিচয় গ্রহণ করিবেন। বাহির হইতে পরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়ার কোনই সার্থকতা নাই। মাকে চিনাইবার ক্ষমতা আমার কি থাকিতে পারে? তবে ইহা মনে হয়, যে অখণ্ড মহাযোগ সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ঘটে নাই, যাহা মানুষের উদ্দাম কল্পনারও অতীত, যদি তাহা নিকট ভবিষ্যতে সত্যরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে যিনি এই মহাযোগযাত্রার সারথি বা কর্ণধার, তাঁহার স্বরূপ-পরিচয় কাহারও নিকট দিবার প্রয়োজন হইবে না। যিনি বিশ্বকে সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা দিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান, করুণা ও শক্তির পরিচয় কে দিতে পারে? তাঁহার একমাত্র পরিচয় এই যে, তিনি মা। তিনি প্রকৃতি নন, পুরুষও নন, এমন কি ঈশ্বরও নন, তিনি শুধু মা। তিনি দেবী নন, মহাদেবী নন, ভগবতীও নন,—শুধু মা, নিরুপাধিক মা। তিনি শিবেরও মা, জীবেরও মা, সকলেরই মা। আজ শুধু জীবের মা হইয়াই তিনি জগতে আসিয়াছেন। জগতের ঘোরতর সঙ্কটের সময় সন্তানকে রক্ষা করিতে, ও কোলে টানিয়া লইয়া পৃথিবীতে যে অভিনব কালাতীত বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, মৃত্যুহীন সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিবে তাহাতে স্থান দিতে, অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে বিদ্রোহী সন্তান 'মা' না ডাকার ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে প্রলয়ের দংষ্ট্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহাকেও কুড়াইয়া লইয়া পূর্ণতা দান করিতে যিনি উদ্যত, তাঁহাকে মা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? অসহায় জীবের এমন আপন জন আর কে আছে? মা এখন 'মা'-ডাকের কাঙ্গালিনী। তিনি এখন বিধিবদ্ধ কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি চান না; যোগ্যতা চান না; যোগ-তপস্যা চান না; চান শুধু সন্তান যেন শিশুভাবে সরল হৃদয়ে 'মা' ডাকিয়া মায়ের আনন্দময় কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

এই গ্রন্থ-রচনা কোনও অভিনব দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার জন্য নহে, এমন কি মাকে চিনাইবার জন্যও নহে, ইহা সকলেই মনে রাখিবেন। অসময়ে কেহ যেন 'মা' ডাকিতে না ভুলিয়া যায়, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরোধটি জগতের সমক্ষে নিবেদন করিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা রচিত ও প্রকাশিত হইল। অন্যান্য যাহা কিছু, সবই উহার অঙ্গমাত্র।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/141

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
	ভূমিকা	...	⁄০—॥০
১	সৃষ্টির উন্মেষ—প্রাণ, কাল ও মন	...	১-১৯
২	দেহসিদ্ধি—ব্যক্তিগত কাল জয়	...	২০-৩৩
৩	বিশুদ্ধ সত্তার উদয়—কাল নাশের উপক্রম	...	৩৪-৪৫
৪	বিশুদ্ধ সত্তার অবতরণ—মাতৃস্বরূপ আসন প্রতিষ্ঠা	...	৪৬-৬৪
৫	কালনাশক কর্ম্ম—মনের সাধন ও মনুষ্যত্বের বিকাশ	...	৬৫-৮১
৬	মহাযোগের প্রতীক্ষা—বিশ্বব্যাপী 'মা'-ডাকের আবশ্যকতা	...	৮২-৯৮
৭	ভবিষ্যতের চিত্র—যোগ স্থাপন ও অমরত্ব সিদ্ধি—ধরাতলে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-রাজ্যের অভিব্যক্তি—লোক লোকান্তরের অনুপ্রবেশ—বিজ্ঞানময় জগতের আবির্ভাব—কালের বিনাশ ও তাহার উত্তরাবস্থা	...	৯৯-১১৮
৮	উপসংহার—আলোচিত বিষয়ের সার সংগ্রহ	...	১১৯-১৩৯
	পরিশিষ্ট "ক"—কর্ম্ম ও সেবার ইতিহাস	...	১৪১-১৬১
	পরিশিষ্ট "খ"—সর্ব্বমুক্তির মহাস্বপ্ন	...	১৬২-১৭১
	পরিশিষ্ট "গ"—সন্তমতে কাল-রাজ্য হইতে আত্মার উদ্ধার	...	১৭২-১৭৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অখণ্ড মহাযোগ

১

সৃষ্টির উন্মেষ

প্রাণ, কাল ও মন

গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে যে চিত্রটি প্রদত্ত হইয়াছে উহা বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক ঠিক উহার স্বরূপ ধারণা করিতে পারিলে উহা হইতেই অখণ্ড মহাযোগের ভাবগত আদর্শ কিয়দংশে বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন হইলেও পূর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া সরল হৃদয়ে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে একান্তভাবে দুর্ব্বোধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্রে এবং লোক ব্যবহারে যোগ শব্দ বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সকল অর্থের কোনটি অখণ্ড মহাযোগের তাৎপর্য্য বহন করে না।

সৃষ্টির অতীত অবস্থার কথা সৃষ্টির অন্তর্গত কোনও ভূমি হইতে ধারণা করা যায় না। এইজন্য সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল আপাততঃ তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। উহাকে সৎ বা সত্তাময় বলা চলে, আবার অসৎ বা সত্তাহীন বলাও চলে। সৃষ্টির মধ্যে সদসৎ অথবা ভাব ও অভাব বলিতে যাহা বুঝায় ঠিক তাহার অনুরূপ কোন অবস্থাই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল বলা চলে না। বাস্তবিকপক্ষে ঐ অবস্থাটি বুঝাইবার জন্য জাগতিক ভাষার কোন শব্দই পর্যাপ্ত নহে। সৎ, অসৎ, একই সঙ্গে সৎ ও অসৎ এবং সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত—এই চারিটি বিকল্পের মধ্যে কোনটিই সৃষ্টির প্রাগবস্থাকে স্পর্শ করে না। চিত্রমধ্যে যে 'ম' অক্ষরটি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা ঐ মূল অবস্থার দ্যোতক। উহা হইতে স্বভাবতঃ সৃষ্টির ধারা প্রসারিত হয়। সর্ব্বপ্রথম প্রাণ ও কাল আবির্ভূত হয়। প্রাণটি স্পন্দনাত্মক গাঢ় জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং কালটি স্পন্দহীন ঘোর অন্ধকারময়। প্রাণটি চৈতন্য। জড় বা অচিৎ কালের অন্তর্গত। প্রাণ ও কাল অর্থাৎ আলোক ও অন্ধকার কেহই কাহাকেও জানে না। আলোকটি নিরবচ্ছিন্ন আলোক, তাহার সহিত অন্ধকারের কোনই সম্বন্ধ নাই। অন্ধকার যে আছে এই বোধের স্ফুরণ পর্য্যন্ত তাহাতে নাই। সুতরাং সে যে নিজে আলোক এই বোধও তাহাতে থাকিতে পারে না। অথচ তাহা শুদ্ধ আলোক বা অদ্বিতীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন চিন্মাত্র। আলোক যে 'ম' হইতে অর্থাৎ কোনও অবস্থান্তর হইতে আবির্ভূত হইয়াছে সে বোধ আলোকে নাই—আলোক নিজেকে উদ্ভূত বলিয়া জানে না। সুতরাং বর্ণনা করিতে গেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে 'অনাদি' বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে। পক্ষান্তরে, প্রাণের ন্যায় কালও নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা। কালরূপী অন্ধকার আলোককে চেনে না, উহা অদ্বিতীয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, ঠিক প্রাণেরই মতন। প্রাণ যেমন বিশাল ও অনন্ত, কালও তেমন বিশাল ও অনন্ত। উভয়ে কোনও যোগ নাই, কোনও সংঘর্ষ নাই। এইজন্য ঠিক ঠিক উভয় শব্দ প্রয়োগ করা চলে না। কারণ, দ্বিতীয় বোধ ত কাহারও নাই। প্রাণের ন্যায় কালও 'ম' হইতে উদ্ভূত। কিন্তু এই উদ্ভবের বোধও কালে নাই। সুতরাং তাহার যে একটা আদি আছে তাহা বলা চলে না। এইজন্য কালকেও 'অনাদি' বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত। অপরদিকে 'ম' নামক যে অবস্থাটির কথা বলা হইয়াছে তাহাতেও এমন বোধ নাই যে উহা হইতেই প্রাণ ও কাল, বা আলোক ও অন্ধকার, উভয়ের প্রসার হইয়াছে। সুতরাং এক হিসাবে আলো, আঁধার ও 'ম'—এই তিনটি একই অব্যাকৃত অবস্থা।

সৃষ্টির পূর্ব্বের এই অবস্থাটি মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। প্রাণ পূর্ণ, কালও মনে হয় তাহাই। এক হিসাবে বলিতে গেলে অতীত অবস্থাও তাহাই। মোটের উপর উহা দ্বিতীয়-বিরহিত কেবল-অবস্থা; একটি একেলা-ভাব অর্থাৎ শূন্যভাব যেন নিত্য বিদ্যমান। 'ম' হইতে প্রাণ ও কালের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু আবির্ভাব কালে কোন দিকেই উহা প্রমাণিত করিবার কেহ ছিল না। এই আবির্ভাবের মূলে ইচ্ছা প্রভৃতি কিছুই কল্পনীয় নহে। ইচ্ছা, কর্ম্ম প্রভৃতি শক্তিরাজ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপার। আদি সৃষ্টিতে শক্তির কারণতা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? যাহা পরবর্ত্তী কালে উদ্ভূত তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অবস্থিত হইয়া কার্য্যোৎপত্তির নিয়ামক হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যেখানে কালের আবির্ভাবই হয় নাই সেখানে কালগত ক্রমবুদ্ধি দ্বারা পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ চলে না। বিশ্লেষণ মূলক বোধের সাহায্যের জন্য যে ক্রম আবশ্যক হয় তাহা বোধের ক্রম, কালের ক্রম নহে। কিন্তু যখন বোধেরও আবির্ভাব হয় নাই, তখন কালের ক্রম ত দূরের কথা, বোধের ক্রমই বা কোথায়? এই জন্যই বলা হয় সৃষ্ট জীবের দ্বারা স্রষ্টার নিরূপণ চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না।

প্রাণ ও কালের আবির্ভাবের পরেই মনের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রাণ ও কাল যাহা হইতে আবির্ভূত হয় ঠিক তাহা হইতে মন আবির্ভূত হয় বলা চলে না। প্রাণ ও কালের আবির্ভাব একই সময়ে হইয়া থাকে, কিন্তু মনের আবির্ভাব হয় তাহার পরে। বস্তুতঃ আবির্ভাব এক সঙ্গেই হয়, কিন্তু উপলব্ধি পরে হয়। যাহার প্রভাব বশতঃ 'ম' হইতে আলোক ও অন্ধকার ফুটিয়া উঠে তাহাকে 'ক্ষণ' বলে। ইহাই 'ম' র সাম্য-ভাবকে ভঙ্গ করিয়া উহাকে আলোক ও অন্ধকাররূপে পরিণত করে। বস্তুতঃ ক্ষণ আলোক ও অন্ধকারের সন্ধি। মনও ক্ষণ হইতে আবির্ভূত হয়, কিন্তু ইহার উপাদান কি তাহা উদ্ভব-কালে জানিতে পারা যায় না। মন যে কোথায় কোন অতলে নিহিত ছিল, এবং কোথা হইতে ইহার অকস্মাৎ স্ফূরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল, ইহা তখন বুঝিতে পারা যায় না। তবে স্ফুরণের মূল যে ক্ষণ তাহা সত্য। কিন্তু মনের ন্যায় ক্ষণের উৎপত্তি স্থান কি তাহা ঠিক ঠিক বলা যায় না। কর্ম্মী নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাহার সাক্ষ্য লইতে পারে, কর্ম্মহীনকে ভাষা দ্বারা তাহা বুঝান যায় না। বাস্তবিক পক্ষে মন ও ক্ষণ উভয়ের মূলই অদৃশ্য।

এক হিসাবে বলা যাইতে পারে, 'ম'র স্পন্দনটি আলোক বা প্রাণ, এবং আলোকের স্পন্দনটি মন। পক্ষান্তরে যদিও অন্ধকার বা কাল 'ম' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি উহা স্পন্দনাত্মক নহে। অন্ধকারে যে মনটি নিহিত রহিয়াছে তাহারও কোন স্পন্দন নাই।

আলো ও আঁধারের মধ্যে ঐ এক সত্তাই রহিয়াছে। সত্তাটি এক হইলেও স্থানের ভেদবশতঃ উহা পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হয়। একই মন আলোকের মধ্যে চঞ্চল রূপে এবং অন্ধকারের মধ্যে স্থির রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সত্তা উভয়ে একই, তথাপি দুইটি মন ঠিক এক প্রকার নহে। যাহা ইহার মূল কারণ তাহার নাম ক্ষণ। ইহাই মনের প্রকৃত অস্তিত্ব। ক্ষণ হইতেই, ক্ষণের প্রভাবেই, মন কার্য্য করে এবং ক্ষণের প্রভাবেই মন লুপ্ত হইয়া থাকে। স্পন্দন এবং নিঃস্পন্দ ভাব, এই উভয়েরই মূল ক্ষণ। যেখান হইতে আলো ও আঁধার এই দুইটি এক সঙ্গে নির্গত হইয়াছে তাহার প্রতীক স্বরূপ 'ম' অক্ষরটির স্বরূপ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহার ভিতরের জ্যোতিটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ। ইহা হইতেই আলো ও আঁধার এই দুইটি পৃথক্ ভাবের উদয় হইয়াছে। এই ভিতরের জ্যোতিটিকে ধারণ করিয়াছে যে রেখা তাহাই ক্ষণের প্রতীক। অর্থাৎ ক্ষণ ভিন্ন কাল ও চৈতন্যের মূলকে কেহ ধারণ করিতে পারে না। 'ম' হইতে আলো ও আঁধারের উদ্ভব হইয়াছে। তাহা যে ঠিকভাবে বুঝিতে পারা যায় না তাহার কারণ আকারের অপূর্ণতা। আকার পূর্ণ না হইলে বুঝিবার কোনও উপায় নাই। 'ম' র ভিতরের সত্তাটিকে বোধগম্য করিতে হইলে ঐ ক্ষণরূপী রেখাটিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। আদি সৃষ্টির প্রারম্ভে 'ম'র অন্তরস্থিত সত্তা রেখা ভেদ করিয়া নিম্ন দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক বহির্ম্মুখে নির্গত হয়। ঐ দ্বার দিয়াই আলো এবং আঁধার উভয়ই বাহির হইয়া আসে। দুই থাকিলেই উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান একটি ব্যাপক সত্তা না থাকিয়া পারে না। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ইহারই নাম মূল মন। ইহা বিরাট্ আলোকেও যেমন আছে, বিরাট্ অন্ধকারেও ঠিক সেই প্রকারই আছে। দুইটিই ব্যষ্টি। যখন 'ম' হইতে সৃষ্টিকালে ধারা নির্গত হইল তখন দেখা গেল, ঐ ধারার ভিতরটি আলোক এবং বাহির দিকটি অন্ধকার,—যেন গাঢ় বিশাল অন্ধকারের ভিতর আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

বাহিরে অন্ধকার আছে বলিয়া ভিতরে স্পন্দন হইল। এই স্পন্দন হইতেই ওঁকারের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্ধকারটি বামাবর্ত্ত অর্থাৎ বাহিরে বামদিকে ঘুরিতেছে এবং আলোকটি দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে ভিতরে ঘুরিতেছে। আলোক হইতে সৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে, কিন্তু অন্ধকার হইতে সৃষ্টি হইতেছে না। অন্ধকারটি 'ম' কে কেন্দ্র করিয়া তাহারই চারিদিকে ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে নিজ মনের বলে, অর্থাৎ অন্ধকারস্থিত যে স্পন্দনহীন মনের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহারই প্রভাবে। কিন্তু ঘুরাইতেছে ক্ষণ। আলোকটি যে ঘুরিতেছে তাহার নাম সৃষ্টি। আলোককেও ক্ষণই ঘুরাইতেছে। কিন্তু বাহির হইতে তাহা ধরা যায় না।

সৃষ্টির প্রথম রূপটি প্রণব। প্রণব হইতে পর পর সৃষ্টির আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রণবের পুচ্ছ হইতে ধরা ও অধরার সৃষ্টি হয়। মন হইতে এই সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রণবের মধ্যস্থিত স্ফীত পুটুলিটি মনের প্রতীক। প্রণবের 'ও' কারের প্রথম বিন্দুটি শান্তভাব। ইহা প্রাণের দ্যোতক। প্রাণ ও মন এই দুইটি মিলিতভাবে 'ও' রূপে পরিণত হইয়াছে। 'ও'র উর্দ্ধাংশ প্রাণ ও নিম্নাংশ মন। প্রাণ ও মনের অতীত অবস্থাটি 'ম'র সৃষ্টিমুখ অথবা নিম্নদ্বার। সৃষ্টির মুখটি ক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ 'ম'র রেখাটির দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষণ জাগতিক জ্ঞানের অতীত বস্তু। ক্ষণের অভাবটি যুগে যুগে চলিয়া আসিয়াছে। আলোকের রাজ্যে যেমন অনুভবের উদয় হয়, অন্ধকারের রাজ্যে তেমন কোনই অনুভব নাই। এই অনুভবের অভাবটি ক্ষণতত্ত্বের মূল।

আলোকটি শেষ হইয়া যাইতেছে। কারণ আলোকের মনের কর্ম্ম হইতেছে। অন্ধকার এতদিন উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধকার ঘুরিবার পরে যদি সৃষ্টি হইত তাহা হইলে ঐ সৃষ্টির সমাপ্তি থাকিত না! তাহা হইলে শুধু সৃষ্টিই হইত, সংহার হইত না। 'ম'র পথ মুক্ত রহিয়াছে! জন্মের পর কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আলোকের কর্ম্ম পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তথাপি মৃত্যুর পর মূলস্থানে যাইতে পারা যায় নাই। কারণ অন্ধকার দ্বার খুলিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ক্ষণ অন্ধকারের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে দিতেছে না। বস্তুতঃ কালের বোধাবোধ কিছুই নাই।

মানুষের মধ্যে আলোক ও অন্ধকার উভয়ের সত্তা রহিয়াছে। কারণ একস্থান হইতেই দুইটি আসিয়াছে। চৈতন্যের অবসান হইতেছে, কিন্তু কালের অবসান হইল না। কালের বোধশক্তিটিই মৃত্যু। মানুষ আলোর রাজ্যে বাস করিতেছে বলিয়া আঁধার অনুভব করিতে চায় না।

আলোকের মন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রিয়াশীল হওয়ার ফলে আলোকটি একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিল। মনের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আকারটির উদ্ভব হইল। আকৃতি উদ্ভুত হইলে মন উহাতে প্রকৃতিরূপে থাকিয়া গেল। আকৃতিটি দেহ—উহাই প্রণবের অন্তর্গত 'ও'কার এবং প্রকৃতিটি ক্রিয়া বা মন। এই মনটি ব্যষ্টি মন। ইহা 'ও'কার হওয়ার পরে আবির্ভূত হইল। আকৃতিটি নরাকার—ইহা সৃষ্টির স্বাভাবিক আকার। অন্য সব আকার ইহা হইতে উদ্ভুত। মনটি ব্যষ্টি হওয়ার কারণ এই যে ইহা অন্ধকারস্থিত মনকে আপন বলিয়া গ্রহণ করে নাই এবং আলোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পন্দনাত্মক মনকেও গ্রহণ করিতে পারে নাই,—ইহা সমগ্র মনের সত্তাটিকে অখণ্ডরূপে নিতে পারে নাই। প্রণবের মনটি ব্যষ্টি হইলেও প্রাণটি কিন্তু সমষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোকটি শুধু আলোকই থাকিল, তাই তাহা ব্যষ্টি হইতে পারিল না।

বিরাট্ আলোক এক ও অদ্বিতীয়। বিরাট্ অন্ধকারও তাই। বস্তুতঃ মনও তাহাই। কিন্তু সৃষ্টির আদিতেই মন খণ্ড হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইল—ইহার অর্দ্ধাংশ থাকিল আলোকের এবং অর্দ্ধাংশ অন্ধকারের। মনের দুই ভাগে বিভক্ত হওয়াই উহার ব্যষ্টি-ভাবের কারণ। আলোক বা অন্ধকারের ঐ প্রকার খণ্ড ভাব আসিল না, উহারা সমষ্টিই থাকিল। মন ক্ষত হইল বলিয়াই, 'ও' হওয়া, অর্থাৎ মহা বিশাল আলোক হইতে প্রণবের উদ্ভব হওয়া, সম্ভবপর হইল। প্রণবস্থ 'ও'কার সম্পূর্ণ আলোকটি গ্রাস করিতে পারিল না বলিয়া প্রাণকে আপন করিতে পারিল না। কিন্তু উহা মনকে আপন করিয়া লইল। মনটি খণ্ড ছিল বলিয়া নিজস্ব হইয়া গেল, কিন্তু প্রাণটি অখণ্ড ছিল বলিয়া যেমন ছিল তেমনই রহিল, নিজস্ব হইতে পারিল না।

প্রাণ ও মন দুইটি নিজস্ব হইলেই 'আমি' 'আমার' প্রভৃতি বোধের উদয় হয়। প্রাণটি নিজস্ব না হওয়ার দরুণ প্রণব-রূপী প্রথম সৃষ্টিতে 'অহং'-ভাব অথবা 'মম'-ভাব উদিত হইবার অবসর পাইল না।

আমিত্ব না থাকিলেও মনটি নিজস্ব হইয়াছিল বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দ উত্থিত হইল। ইহাই প্রণবের ঝঙ্কার। শব্দটি উত্থিত হইয়া যেন বিশাল আলোক বা প্রাণকে ধারণ করিল। শব্দের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। তদ্রূপ মনের সহিত দেহ বা আকৃতির সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তখনও শব্দ, প্রাণ, মন ও দেহ সব মিলিত হইয়া একাকার প্রাপ্ত হয় নাই। শব্দ যে প্রাণটিকে ধারণ করিয়াছিল, তাহা হইতে বিশ্ব রচনার কার্য্য আরম্ভ হইল। ধ্বনিরূপ শব্দ বিস্তারিত হইয়া 'ও'র চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী আলোকে সঞ্চারিত হইল, কিন্তু আলোকের অন্তর্গত মনে সঞ্চারিত হইল না। শব্দটি আলোককে অর্থাৎ চৈতন্যকে আপন করিয়া লইল, কিন্তু মনকে আপন করিয়া লইতে পারিল না। ইহাই অভাবের সৃষ্টি। সৃষ্টির মূল অভাবের সূত্রপাত এইখান হইতে হইল, এইরূপ বলা চলে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, শব্দে চৈতন্যের বা প্রাণের ক্রিয়া হয়, কিন্তু মনের ক্রিয়া হয় না। মনের ক্রিয়ার জন্য দেহ-সম্বন্ধ আবশ্যক হয়। এইজন্য সর্ব্ব শাস্ত্রে অশরীরিণী বাক্ বা শ্রুতির এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শরীর-সম্বন্ধ না থাকাতে ঐ প্রকার শব্দ মনের ক্রিয়া-বিরহিত বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। ইহাই বেদবাদিগণের বেদ, যাহা স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া সুধীগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই বেদাখ্য শব্দ হইতেই অখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই অবস্থায় দ্বন্দ্ব ভাবের প্রথম আবির্ভাব হইল। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ শব্দ উদ্‌গমের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত, দেহ, প্রাণ, মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর কোন সংঘর্ষ ছিল না। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সংঘর্ষ উৎপন্ন হইল। ইহার ফলে গঠন কার্য্য আরব্ধ হইল। এই গঠন বা নির্ম্মাণ কার্য্যের অধিষ্ঠাতা এক মাত্র ক্ষণ। যদিও ক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ নিঃশব্দের পূর্ব্বেও ক্ষণের সত্তা স্বীকৃত হয়, তথাপি উহা এত দিন পর্য্যন্ত রচনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই। শব্দ ভিন্ন রচনা হইতে পারে না। যতক্ষণ শব্দের উত্থান না হইয়াছে ততক্ষণ সৃষ্টি কার্য্যের প্রারম্ভই হয় নাই। অতএব এই সৃষ্টি ব্যাপারের মূলে এক দিকে যেমন শব্দ বা শ্রুতি রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনি ঈশ্বর বা অধিষ্ঠাতা রূপে ক্ষণ রহিয়াছে।

এখনও কিন্তু বোধের উদয় হয় নাই। রচনার প্রথম স্তর অনন্ত প্রকার অমর সত্ত্ব ও অমর লোকসমূহ। এই সৃষ্টিতে চৈতন্যেরই প্রাধান্য। ইহাতে অনন্ত বৈচিত্র্য থাকিলেও, বোধ নাই বলিয়া কোন বৈচিত্র্যের ভান হয় না। এই সৃষ্টিতে মন প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। কারণ দেহের সহিত মনের যোগ হইল, কিন্তু প্রাণের সহিত যোগ হইল না, মন প্রাণকে আপন করিয়া লইতে পারিল না। প্রাণকে আপন করিয়া লইলেই প্রকৃতির সৃষ্টি হইত। মন যতক্ষণ প্রাণকে পৃথক্ করিয়া রাখে ততক্ষণ প্রকৃতির আবির্ভাব সম্ভবপর হয় না। প্রকৃতির আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত মর জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না।

মন যে ব্যষ্টি ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাকে সমষ্টিরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণত করিবার সামর্থ্য অথবা অধিকার একমাত্র মর দেহেরই আছে। অমর সত্ত্বগণের সে সামর্থ্য নাই এবং থাকিতেও পারে না। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইবে মনকে সমষ্টি করাই মর দেহ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। মনকে সমষ্টি করিতে পারিলে প্রণব ভাঙ্গিয়া যাইবে অর্থাৎ প্রাচীন সৃষ্টির ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং মর দেহ অমরত্ব লাভ করিবে। অমরত্ব লাভের জন্যই মর দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। যতদিন মৃত্যুজয় না হইবে ততদিন মরদেহ সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কারণ মর কায়কে অমর করিয়া অর্থাৎ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া অমর রক্তের ক্রিয়ার ধারা মহাপ্রাণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিজ্ঞানের অবতারণই মর দেহ লাভের চরম সফলতা। মৃত্যু রাজ্যের মধ্য দিয়াই অমরত্বের পথ বিস্তৃত রহিয়াছে। মনুষ্যত্বের অবতারণের জন্যই মনুষ্যের আকার প্রাপ্তি হইয়াছে, মনুষ্যত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত সেই আকারের সার্থকতা নাই। মনুষ্যত্ব লাভ হইলে সেই আকারটি স্থায়ী হইয়া যাইবে এবং যাবতীয় বিকার হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মল ও উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিবে। মনুষ্যত্ব লাভের ফলে কায়ের যে অমরত্ব হয় তাহা কায়-সিদ্ধগণের অমরত্বের অনুরূপ নহে। এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে।

ক্ষণের অধ্যক্ষতায় শব্দ হইতে যে সৃষ্টি আরম্ভ হইল, তাহা **চৈতন্যময় সৃষ্টি**। নানা প্রকার দেব, দেবী এবং তাহাদের উপযোগী ধাম সকল এই সৃষ্টির অন্তর্গত। যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তৃত আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া ছিল, তাহা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে হইতে, লোক লোকান্তর সকল উদ্ভূত হইতে লাগিল। এই সকল বিভিন্ন লোক ক্রমবিন্যস্ত স্তর-সমূহরূপে আবির্ভূত হইল। বিরাট্ আলোক চারিদিকে লোক লোকান্তরের অনন্ত ব্যাপক আশ্রয়রূপে, স্বয়ংপ্রকাশ সত্তারূপে, প্রসারিত থাকিল। লোকগুলি মহাচৈতন্যের ক্রমিক সঙ্কোচের নিদর্শনরূপে সঙ্কোচহীন মহাচৈতন্যের বক্ষে ভাসিতে লাগিল। যেমন মহা-সমুদ্রের বক্ষে বরফের পর্ব্বতপুঞ্জ ভাসিতে থাকে ইহাও কতকটা সেই প্রকার। এই বিশাল সৃষ্টি দিব্য সৃষ্টি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সৃষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেকটি সত্তাই এক একটি দেবতা। খণ্ড ভাবে দেখিতে গেলে, এক একটি দেবতা যেন আলোক বিকিরণের এক একটি কেন্দ্র। প্রতি কেন্দ্র হইতে, আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে চারিদিকে আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। এই প্রকার প্রতি দেবতার এক একটি প্রভা-মণ্ডল বা লোক বিদ্যমান আছে। এই সকল লোক ভাস্বর হইলেও নানা বর্ণ বিশিষ্ট। যে বিরাট্ আলোকের দ্বারা এই সকল লোক উদ্ভাসিত তাহা বর্ণহীন ও সর্ব্ব-ব্যাপক। বিশুদ্ধ ভাস্বরতা তাহাতেই আছে, লোক লোকা-ন্তরের ভাস্বরতা আপেক্ষিক মাত্র। এখন পর্য্যন্ত সৃষ্টিতে মৃত্যুর আবির্ভাব হয় নাই। পূর্ব্বে যে ক্রম-সঙ্কোচের কথা বলা হইয়াছে, তাহার যে-টি পূর্ণাবস্থা তাহার নাম বিন্দু। নিত্য সৃষ্টির প্রত্যেকটি দেবতাতে দুইটি অবয়ব যুক্ত-ভাবে বিদ্যমান—তন্মধ্যে একটি দেহ বা আকার ও অপরটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন। প্রাণের সহিত কাহারও যোগ নাই। প্রাণটি সমষ্টি-ভাবেই রহিয়াছে, কাহারও নিজস্ব হয় নাই। প্রাণ নিজস্ব না হইলে মৃত্যু নামে কোন পদার্থই থাকিতে পারে না।

ছড়ান আলোক গুটাইয়া আসিয়া চরম অবস্থায় বিন্দুর আবির্ভাব হইল,—ইহার নাম মরজগৎ বা মরদেহ। জাগতিক ভাষায় ইহার নাম পৃথিবী। বিন্দুটি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যস্থিত। বিন্দুতেই সর্ব্ব প্রথম বোধের উদয় হইল। দিব্য সৃষ্টিতে মন ও আকারের যোগ হইয়াছে, কিন্তু প্রাণের যোগ হয় নাই। বিন্দুতে আসিয়া মন, প্রাণ ও বোধ একত্র হইল। এখন প্রতি দেহে মনের ন্যায় প্রাণ নিজস্ব হইল, প্রত্যেক দেহীর প্রাণ পৃথক্ পৃথক্ হইল, প্রাণের ব্যষ্টিভাব আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিত্বের উদয় হইল—'আমি'-'আমার', 'আমি'-'তুমি' ইত্যাদি ব্যষ্টি চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইল।

বোধের উদয় হইল বটে, কিন্তু বোধ একটানা বা স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারিল না, কারণ তাহাতে উন্মেষ-নিমেষ অথবা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় দুইটি ক্রিয়া লক্ষিত হইল, অর্থাৎ বিন্দুতে বোধের উদয় হইল, কিন্তু উহা নিত্য হইল না। দেহের সহিত মনের যোগ দেবতাগণেরও আছে, কিন্তু মরভূমিতে বিন্দুভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেরও যোগ হইল বলিয়া বোধের আবির্ভাব হইল। এই প্রাণটি ব্যষ্টি প্রাণ। তাই যখন এই প্রাণের যোগটি ছিন্ন হইয়া যাইত তখন বোধটি হারাইয়া যাইত। অতএব বোধের আবির্ভাবটি হইল জন্ম, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিরোভাবটি হইল মৃত্যু। জন্ম-মৃত্যু রূপে বোধের শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের কার্য্য চলিতে লাগিল। এই ভাবে মর্ত্ত্য লোকের সৃষ্টি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের আবির্ভাব হইল। এই অবস্থায় বিন্দুটি কর্ম্মভূমিরূপে পরিণত হইল। এই জন্যই মর দেহ কর্ম্মভূমি, কারণ তাহাতে জন্ম ও মৃত্যু আছে। কর্ম্ম-কৌশলে বোধটিকে স্থায়ী করিয়া রাখিতে পারিলে মর দেহ মৃত্যুর অধীন থাকে না, উহা অমর কায়রূপে পরিণতি লাভ করে।

যে দেহে বোধের উদয় হয় নাই এবং মনের সহিত নিজস্ব-ভাবে প্রাণের যোগ হয় নাই তাহা কর্ম্মের অনুপযোগী। এইজন্য চেতনসত্তাসম্পন্ন দেবগণ জ্ঞানময় হইলেও, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন হইলেও, কর্ম্মে অধিকারী হয় না। নিষ্ক্রিয় চেতনসত্তা রূপে বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে যে সকল ভূমি রহিয়াছে, তাহাতে বোধশক্তি নাই। ঐগুলি ভোগভূমি ব্যতীত অপর কিছু নহে। শ্বাস প্রশ্বাসের উপলব্ধিটিই বোধ, বোধকে বাদ দিয়া কোন কর্ম্ম হইতে পারে না।

বোধের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা গেল যে, নিস্পন্দেও স্পন্দন আছে। যে অন্ধকাররূপী কালকে নিস্পন্দ-রূপে সৃষ্টির পর পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতেও সূক্ষ্ম স্পন্দন রহিয়াছে, ইহা এখন বুঝা গেল। 'আমি জগতে কেন আসিয়াছি,' 'আমার কর্ত্তব্য কি', এইবার তাহার উপলব্ধি হইল। সন্ধিপ্রাপ্তির পর কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসার উদয় হইল। সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য শাস্ত্র রচনার সূত্রপাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। দেবতা শাস্ত্র রচনা করিতে পারিলেন না। বোধ-সম্পন্ন মনুষ্য মৃত্যুর অধীন থাকিল, কিন্তু দেবতার মৃত্যু বা জন্ম কিছুই থাকিল না। বোধযুক্ত মনুষ্যই বুঝিতে পারিল, অন্ধকারেও স্পন্দন আছে। দেবতাসকল নিজেকে দেবতা বলিয়া চিনিতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের বিরহ নাই, আক্ষেপ নাই, স্বরূপ-চিন্তা নাই, এমন কি অনুভব-শক্তিও নাই। দেবতার স্বরূপ-চিন্তা না থাকিলেও, যে সকল আত্মা ঐ সকল দেবতাকে উপাস্যরূপে অবলম্বন করিয়া আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে তাঁহাদের সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বরূপ-চিন্তা রহিয়াছে।

কর্ম্ম সাধনের যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য দুইটি ধর্ম্ম আবশ্যক—একটি মন ও অপরটি রক্তযুক্ত দেহ। মন থাকিলে এবং রক্তযুক্ত দেহ না থাকিলে তীব্রভাবে কর্ম্ম হইতে পারে না। রক্তময় দেহ কর্ম্মের উপযোগী ক্ষেত্র। রক্তযুক্ত দেহ থাকিলে ক্ষিপ্রভাবে কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য জন্মে। এইজন্য মনুষ্যদেহই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মভূমি।

যেমন বোধের উদয় হইল, তেমনি উহার বিনাশও হইল। যে স্থানে বোধের উদয় হইল, সেই স্থানটি শব্দের অন্তর্গত, কিন্তু যে স্থানটিতে বোধ নাই, সেটি শব্দের অতীত। সুতরাং বোধটি উদিত হইয়া লীন হইলে শব্দাতীত ভূমিকেই আশ্রয় করে। বোধের লয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার আবির্ভাব হইল। পৃথিবীতে বোধ রহিয়া গেল; উহার সার অংশটি লয়ের পর চলিয়া গেল। এইটির নাম চিন্ময়ী শক্তি। যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা বোধাতীত ভূমিতে দেবতাদের সঙ্গে ছড়াইয়া গেল তখন দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ইহার নাম হইল **মহামায়া**। দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে চিন্ময়ী শক্তির কোন আকার ছিল না। যে দেহ হইতে চিন্ময়ী উদিত হইয়াছিলেন তাহার অবসান হইয়াছে বলিয়া চিন্ময়ী নিরাকার বা অমূর্ত্ত শক্তি। কিন্তু দেবতাদের মূর্ত্তির সঙ্গে যোগে ইনি মহামায়ার আকার ধারণ করিলেন। দেবতার বোধ না থাকিলেও জড়ত্ব নাই, কিন্তু মায়া আছে বলিয়া জড়ত্ব রহিয়া গেল। মহাবস্তুর সঙ্গে মিলিত হইয়া মহামায়া দেবতাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাই দেবতাদিগের জড়ত্ব ভাব।

ইহার ফল কি হইল ? দেবতাগণ সৃষ্টির প্রথম ক্ষণ হইতেই ক্রিয়োন্মুখ ছিলেন ও তপস্যায় রত ছিলেন। কিন্তু সেই স্থলে একটি ব্যাঘাতের উদয় হইল, কারণ তখন দেবতা হইতে সৃষ্টি না হইয়া শক্তি হইতে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। দেবতার যে জড়ত্ব বোধ তাহার নাম **পরাশক্তি**। এইটি মুখ। পরাশক্তিতে আসিয়া চিন্ময়ী মহামায়ার কার্য্যটি হইতে লাগিল। চিন্ময়ীর কার্য্যটি প্রাণের, কিন্তু পরাশক্তির কার্য্যটি মন ও প্রাণকে যোগ করিয়া যে দেহ হয়, তাহার। ঐই দেহটি হইল **আদ্যাশক্তি**। ইহার মধ্যে মন, প্রাণ, বোধ, অবোধ, বোধাতীত সব কিছু বিদ্যমান আছে। এতক্ষণে সম্পূর্ণ আধার তৈয়ার হইল। আধারটিকে 'সম্পূর্ণ' এইজন্য বলা হইতেছে যে ইহাতে ষোল আনা শক্তির বিকাশ থাকে।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নর দেহে পনর আনা শক্তির বিকাশ থাকে, ঈশ্বরে থাকে ছয় আনার এবং দেবতাতে দশ আনার। দেবতা যখন সৃষ্ট হইয়া নিষ্ক্রিয় উদাসীনভাবে বিদ্যমান ছিলেন, তখন ভাবান্তরের উদয় হয় নাই। ঐটি সমভাব বা সাম্যভাব। বস্তুতঃ উহা ভাবাতীত, উহারই নাম ব্রহ্মভাব। উহা একভাব মাত্র। ইতঃ পূর্ব্বে আদ্যাশক্তির ক্রিয়া ব্যতীত ষোল আনা শক্তির বিকাশ কাহারও হইতে পারিত না। প্রাচীন সৃষ্টির মূল এই আদ্যাশক্তি। এই সৃষ্টি হইতে লয়মুখে যাঁহাকে পাওয়া যায় তাঁহার নাম **যোগনিদ্রা**। তিনি বোধরূপা। সৃষ্টিমুখে যাঁহাকে পাওয়া যায় তিনি **কালরাত্রি**। তিনি বোধের আশ্রয় এবং বোধসম্পন্ন। সৃষ্ট হইয়া যে কার্য্য হয় তাহার মূলে থাকেন **মোহমায়া**। এই প্রকার ত্রিশক্তির কার্য্য বুঝিতে হইবে।

মরভূমিতে আসার প্রথম দ্বার যোগনিদ্রা। এখান হইতেই মরজগতের সূচনা হয়। সৃষ্টির আরম্ভ ব্রহ্ম হইতে ও লয় যোগনিদ্রাতে। যোগনিদ্রা হইতে উৎপন্ন শক্তিটির নাম কালরাত্রি। যোগনিদ্রা আকাশরূপা এবং কালরাত্রি ধরিত্রীরূপা। উভয়ের যেটি ব্যবধান, যাহাকে শূন্য বলিয়া মনে করা হয়, তাহা বোধরূপ। তাহাও প্রকৃতি, তবে বিশ্বপ্রকৃতি নহে। শূন্যে যে সৃষ্টি হইতেছে, নরদেহরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা মোহমায়া। নরদেহের পূর্ব্বে মোহমায়া ছিলেন না। ছিলেন যোগনিদ্রা ও কালরাত্রি। গর্ভের কার্য্যটি শক্তির নহে, জননীর। নরদেহধারীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য করিতে হইলে এই ত্রিবিধ শক্তির কার্য্যই জানিতে হয়। তাহার পর ক্রমশঃ কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ভাবশক্তিকে পাওয়া যায়। কর্ম্মশক্তির স্থান বস্তুতঃ যোগনিদ্রারূপ আকাশের ঊর্দ্ধে। ভাবশক্তির ক্রিয়ার অন্তে গুরুশক্তির লাভ হয়। জ্ঞানশক্তির পূর্ণ বিকাশই মহা-মহামায়া। তাহার পর ভাবশক্তির কর্ম্ম হয়। তাহার অবসানে গুরুশক্তির প্রাপ্তি হয় ও অষ্টকুণ্ডলিনী লাভ হয়। এই খানেই প্রাচীন ধারার অবসান। অখণ্ড মহাযোগে যে অভিনব সৃষ্টির উদয় হইবে তাহা ইহারও অতীত এবং অতি বিচিত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

দেহসিদ্ধি

ব্যক্তিগত কাল জয়

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, দেহসিদ্ধি অথবা মৃত্যুজয় কিছু নূতন কথা নহে। প্রাচীন কালে অনেক মহাজন বিশিষ্ট সাধন-কৌশলে মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা শুনিতে পাওয়া যায়। হঠযোগিগণ 'কালবঞ্চন' করিয়া সিদ্ধদেহ লাভ করিতেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের যোগিগণও কেহ কেহ ঐ রূপ দেহ প্রাপ্ত হইতেন। জ্ঞানিগণ বলেন, এই জগতের সকল পদার্থ অগ্নি ও সোমের সংঘর্ষ হইত উৎপন্ন। সোম জীবন বা অমৃত, এবং অগ্নি মৃত্যু। অগ্নি কালরূপী। এইজন্য ইহাকে কালাগ্নি, সংহারাগ্নি বা সংবর্ত্তানল বলে। সোমকলা শোষণ করাই ইহার কার্য্য। অগ্নির প্রভাবে দেহ সোমশূন্য হইলেই মৃত্যু হইয়া থকে। সোমের বল হইতে অগ্নির বল অধিক হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অগ্নির বল হইতে সোমের বল অধিক হইলে মৃত্যুভেদ হইয়া অমরত্ব লাভ হয়। তখন দেহ সিদ্ধ হয়। দেহ পক্ক ও অপক্ক ভেদে দুই প্রকার। পক্কদেহে জরা, মরণ প্রভৃতি কোনও বিকার স্পর্শ করে না। ঐ দেহে মনের স্থিরতা সিদ্ধ হয় এবং মহাজ্ঞান ধারণের যোগ্যতা জন্মে। রসেশ্বর সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মতে পারদকে অষ্টাদশ সংস্কারের দ্বারা বিশুদ্ধ করিতে পারিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহার দ্বারা দেহকে জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়। শিব-বীজ পারদ ও গৌরী-বীজ অভ্র, এই উভয়ের সংযোগকে শিব-শক্তির মিলনরূপে তাঁহারা বর্ণনা করেন। ইহা হইতে দিব্যদেহ বা "রসময়ীতনু" উদ্ভূত হয়। এই দেহ মৃত্যুজয়ী। রস লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করিতে পারে এবং দেহবেধী হইলে দেহকে চিরস্থায়ী করিতে পারে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব গোবিন্দ ভগবৎপাদ এইরূপ দেহ-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। এই প্রকার সিদ্ধদেহ লাভই প্রকৃত জীবন্মুক্তি। *

হঠযোগীদের মধ্যে পারদের ন্যায় বায়ুর ক্রিয়ার দ্বারাও দেহসিদ্ধির কথা প্রচলিত আছে। পারদের যে গুণ, বায়ুরও সেই গুণ। উভয়কেই বদ্ধ করিয়া খেচরত্ব লাভ করা যায় এবং মারিয়া নিত্য জীবনের পথ পরিষ্কার করা যায়। বিন্দু-সাধনার প্রভাবেও দেহসিদ্ধির সম্ভাবনা প্রাচীনকালে জ্ঞাত ছিল।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ মহাযানী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে, স্কন্ধসিদ্ধি নামে দেহসিদ্ধির বিষয় কেহ কেহ অবগত ছিলেন। সিদ্ধাচার্য্যগণের গ্রন্থে, বিশেষতঃ সেকোদ্দেশ

---

* রসায়নবিদ্‌গণ বলেন যে, প্রত্যেক বস্তুতে দুইটি অংশ আছে—স্থূল ও সূক্ষ্ম, জড় ও চেতন, পার্থিব ও জ্যোতির্ময়। সূক্ষ্মটি শ্রেষ্ঠ। স্থূল ও সূক্ষ্মকে শুদ্ধ করিয়া স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মের সঞ্চার দ্বারা স্থূলকেও সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত করান যায়। দ্রষ্টব্য—Bon Carra Vaux on Muhammedan Alchemy, in Hasting's Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol I, p. 291.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোঁহাকোষ প্রভৃতিতে, স্কন্ধসিদ্ধি সম্বন্ধে বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, জলন্ধর প্রভৃতি নাথযোগিগণ বলিতেন, কায় সিদ্ধ না হইলে মহাজ্ঞান ধারণ করিতে পারা যায় না। হাড়িপা অর্থাৎ জলন্ধরনাথ ময়নামতীকে এই সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়াছিলেন। সহজিয়া বৈষ্ণবগণের ভাবদেহ সিদ্ধদেহেরই পূর্ব্বাবস্থা বলা যাইতে পারে। ভাব ও প্রেমের সাধন ভাবদেহ ব্যতীত হইতে পারে না। নামাশ্রয় ও মন্ত্রাশ্রয় প্রভাবে প্রবর্ত্তক অবস্থা ভেদ করিতে পারিলে সাধক অবস্থায় ভাবদেহে স্বভাবের সাধনা চলিতে পারে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ রাগমার্গের সাধন। ভাব হইতে প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ ইহার উদ্দেশ্য। ভাবের পর রসের অভিব্যক্তি সিদ্ধাবস্থা।

বহুলোকে সিদ্ধতনু পাইয়া মৃত্যুজয় করিয়াছেন, এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। যুগে যুগেই এইরূপ লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল।

মন্ত্রদ্বারা যে কায়সিদ্ধি হয়, তাহা ত আগম শাস্ত্রের অতি পরিচিত কথা। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। *

* শ্রীরমণ মহর্ষি জ্ঞানমার্গের পথিক। কায়সিদ্ধির কিঞ্চিৎ আভাস তাঁহার উপদেশে পাওয়া যায়। তিনি কেবল ও সহজ ভেদে দুই প্রকার নির্ব্বিকল্পক অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল অবস্থাতে মনের স্থায়ী নিরোধ হয় না। কখনও কখনও সংস্কার-রূপে মনের স্ফুরণ হইয়া থাকে। সহজ অবস্থাতে স্ফুরণ থাকে না। এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থির হইলে দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়—ক্রমশঃ দেহ অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য হইতে থাকে। দ্রষ্টব্য—রমণ গীতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু দেহ সিদ্ধ হইলেই সব হয় না। তাহার পরও তপস্যা করিতে হয়। সিদ্ধলোকে বহু সিদ্ধ পুরুষ বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের মৃত্যু নাই, অনেকের জরাও নাই। কিন্তু তাঁহারা কেহই পূর্ণতা লাভ করেন নাই। এখনও তাঁহারা মহাজ্ঞানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। দীর্ঘ তপস্যার ফলে সিদ্ধকায়ে দিব্যকায়ে বা প্রণব তনুতে পরিণত হয়। কায় ত্যাগ হয় না বলিয়া ঐ স্থলেও মৃত্যু নাই। প্রণবতনু ব্যতিরেকে মহাজ্ঞানকে ধারণ করা যায় না। উহা সাধারণ সিদ্ধগণেরও অগোচর।

প্রসিদ্ধি আছে একবার গোরক্ষনাথের সঙ্গে বসবাচার্য্যের সমকালীন অল্লম প্রভুর দেহসিদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। গোরক্ষনাথ বলিয়াছিলেন, তিনি যাহাকে সিদ্ধকায় মনে করেন তাহা অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন হয় না, জলের দ্বারা ক্লিন্ন হয় না, বায়ুদ্বারা চালিত হয় না এবং অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয় না। তিনি উহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। অল্লম প্রভু বলিলেন যে, সিদ্ধদেহে অস্ত্রের আঘাতে কোনও ক্রিয়া হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু উহাতে আঘাতজনিত শব্দও হয় না। যথার্থ কায়সিদ্ধি হইলে ভৌতিক পদার্থ ঐ দেহকে স্পর্শই করিতে পারে না। পঞ্চভূত ও ভৌতিক গুণ সকলকে জয় করিয়া বাহ্যস্পর্শে অনাসক্ত থাকিতে পারিলে, সর্ব্বত্র বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে অবিরুদ্ধ দৃষ্টি রাখিতে পারিলে, দৈহিক গুণ বাহ্যতঃ দৃষ্ট হইলেও হৃদয়ে তাহার প্রভাব না থাকিলে, প্রকৃত কায়সিদ্ধি হইয়াছে, বলা চলে। ইহার পর অল্লম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু নিজেও প্রত্যক্ষ কায়সিদ্ধির নিদর্শন গোরক্ষনাথকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।*

নাথসিদ্ধগণ বলেন, পরা ও অপরা ভেদে কুণ্ডলিনী শক্তি দুই প্রকার। গুরুর আশ্রয়ে স্ব-স্বরূপ দশাতে তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে হয়। না করিতে পারিলে পিণ্ড বা দেহ সিদ্ধ হইতে পারে না। পরমপদ সকল তত্ত্বের ঊর্দ্ধবর্ত্তী। ঊর্দ্ধশক্তির নিপাত ভিন্ন উহাকে উপলব্ধি করা যায় না। উহাই নিরুত্থান স্থান। শক্তি যখন ঐ অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন তখন স্ব-স্বরূপ বলিয়া অখণ্ড শক্তিরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। বাস্তবিক পক্ষে, শিব ও শক্তি অভিন্ন। পরমপদের সহিত আপন পিণ্ডের সামরস্যই পিণ্ডসিদ্ধি। নিরুত্থান দশাতে স্বীয় পিণ্ড পরমপদের সহিত সমরস হয়। নিজ আবেশ বশতঃ নিরুত্থান দশার সঞ্চার হইলে অনির্ব্বচনীয় মহানন্দের স্ফুরণ হয় ও সর্ব্বভেদ তিরোহিত হইয়া পরমপদের উদয় হয়। তাহার পর নিজ পিণ্ডের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়। তখন উক্ত জ্ঞান ও পরমপদের অভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরমপদের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সিদ্ধগণ বলেন—

সহজং স্বাত্মসংবিত্তিঃ সংযমঃ সর্ব্বনিগ্রহঃ।
সোপায়ং স্বস্ববিশ্রান্তিরদ্বৈতং পরমং পদম্॥

---

*দ্রষ্টব্য ঃ—ভবিষ্যৎ পুরাণ—প্রভু লিঙ্গ লীলা (Sholapur Edition), Chapter X. 50-79, quoted in Introduction to লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা—by M. R. Sakhare, pp. 341—343.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পরম পদ কাহার নিকট প্রকাশিত হয়? যে দৃঢ়চিত্ত যোগীর মন বিশ্রান্ত হইয়াছে, যিনি আপন মধ্যাবস্থায় নিমগ্ন হইয়াছেন, বিশেষতঃ যিনি উত্থান-রহিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট ইহা মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে পিণ্ডের লয় হয়। তখন যোগী সর্ব্বজ্ঞ, সিদ্ধিসম্পন্ন, ইচ্ছাভেদী, অজর, অমর ও দেবগণের অবধ্য হইয়া থাকেন।

শুদ্ধাম্নায়ের মাহেশ্বরগণও দেহশুদ্ধির উপযোগিতা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, জীবন্মুক্তি ও পরামুক্তি দেহে থাকিতেই হয়। দেহান্তর ত হয়ই না, দেহপাতও হয় না। দেহ ও প্রাণের ঐক্যই মুক্তির কারণ। সিদ্ধগণ পৃথিবীতে জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ করেন। তখন তাঁহাদের দেহকে শুদ্ধদেহ বলে। পরামুক্তি অবস্থাতেও দেহ থাকে, তাহার নাম দিব্যদেহ। ঐ দেহে তাঁহারা আকাশে অন্তর্হিত হন। সিদ্ধদেহ মৃত্যুজয়ী। প্রাকৃত জগতে সে দেহ থাকিলেও তাহা এখানকার নিয়মের অধীন নহে, তাহা অপ্রাকৃত।

বলা বাহুল্য, শুদ্ধদেহ স্থূল, সূক্ষ্ম অথবা কারণদেহ হইতে ভিন্ন। কারণ এই তিনপ্রকার দেহ অশুদ্ধ মায়া হইতে উৎপন্ন হয়। শুদ্ধ দেহের উপাদান বিশুদ্ধ মায়া। মৃত্যু-কালে স্থূল সূক্ষ্মে, ও সূক্ষ্ম কারণে লীন হয়। থাকে একই দেহ। ইহা অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ হইলেও সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ নহে, কারণ ইহার বিকার হয়। এই একীভূত বিকারশীল শোধিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাদানকে শুদ্ধ মায়ার নিত্যশুদ্ধ বিকারহীন উপাদানে পরিণত করিতে হইলে বিশেষ প্রক্রিয়া আবশ্যক। যোগিগণ এই প্রক্রিয়াকে 'বেধ' বলিয়া থাকেন। বেধের ফলে দেহ নির্ব্বিকার হয় এবং জরা-মরণ-বর্জিত হয়। শুদ্ধমার্গের যোগিপুরুষের সাহায্য ব্যতীত বেধ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

শুদ্ধদেহ পাইলেই জীবন্মুক্তি হয়। জীবন্মুক্ত একদিকে মায়িক জগৎ এবং অন্যদিকে চিন্ময় ধামের সহিত সংযুক্ত। অশুদ্ধ মায়িক জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ দীর্ঘকাল থাকে না। দিব্যদেহ লাভ হইলে বা পরামুক্তিতে ঐ সম্বন্ধ মোটেই থাকে না, এমন কি শুদ্ধ মায়ার জগতের সঙ্গেও কোন সম্বন্ধ তখন থাকে না। অথচ পরামুক্তিতেও দেহ থাকে। উহাই সিদ্ধমতে প্রকৃত জ্ঞানদেহ।

সিদ্ধদেহ শুদ্ধ হইলেও জড়, দিব্যদেহ অজড়। সিদ্ধদেহই পরিবর্ত্তিত হইয়া দিব্যদেহে পরিণত হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষ যতদিন ইচ্ছা নিত্য যৌবনে সিদ্ধ দেহে থাকিতে পারেন। দিব্যতনু লইয়া ভৌতিক জগতে প্রকট হওয়া কঠিন। তবে পারা যায় না এমন নহে। সিদ্ধগণ বলেন, চৈতন্য আকার ব্যতীত থাকে না। চৈতন্যের বিশেষ চেষ্টাতে আকার অবিনাশী হয়। স্থায়ী আকার না পাইলে আকার বদলাইতে হয়। ইন্দ্রিয়-জগতেই আকার গ্রহণ হইতে পারে। আকার দ্বারাই আত্মা ব্যক্ত হয়। নিরাকার আত্মা অব্যক্ত বলিয়া আত্ম-পদবাচ্য নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কায়সিদ্ধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা কিছু বলা হইল তাহাই পর্য্যাপ্ত। কায়সিদ্ধির বিশিষ্ট উদাহরণরূপে মহাত্মা খৃষ্টের অন্তরঙ্গ শিষ্য জনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার পরিচিত কায়সাধনপ্রণালী বিশেষজ্ঞগণ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই প্রণালীর যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহার সারাংশ এখানে প্রদত্ত হইল। এই মতে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য আত্মবিকাশ, ও আত্মবিকাশের জন্য আত্মদৃষ্টি ও সুপ্তভাবে অবস্থিত সৃষ্টিকারিণী ও পুনর্গঠন-কারিণী শক্তিসকলের জাগরণ আবশ্যক হয়। এই সকল শক্তি মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে এখনও নিদ্রিত আছে। ইহাদিগকে জাগাইতে পারিলে মানুষ চরম অবস্থায় অনন্ত সৌন্দর্য্যময় মৃত্যুরহিত স্বচ্ছ আকাশীয় দেহ বিশিষ্ট দিব্যসত্ত্বে পরিণত হইতে পারে। তখনই প্রকৃত দিব্যজন্ম লাভ হয়, অর্থাৎ স্বকীয় গর্ভ-প্রকৃতির গুপ্ত সত্তা হইতে স্বয়ম্প্রকাশ অমর দেহ রচিত হয়। ইহার নাম 'birth from above'. পূর্ণ ভগবান্ বিশ্বের অতীত হইয়াও বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত,—এক, অদ্বিতীয় ও সর্ব্ব সংখ্যার মূল। তিনি কখনই নিজের একত্ব ত্যাগ করেন না ও ভগ্নাংশ হন না। তাই তাঁহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা চলে না। তাঁহার প্রথম প্রকাশ সত্যরাজ্য বা সত্যলোক। ইহা ভাবজগৎ। ভাবজগতের ভাব সকল ব্যক্ত জগতের যাবতীয় পদার্থের নিত্য আদর্শ। ব্যক্ত ও সমষ্টিভূত এই ভাবরাশি এক; ইহার নামান্তর মহাভাব। অসংখ্য ব্যক্তভাবের একীভূত অবস্থাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যলোকের মূল স্বরূপ। এই স্বরূপটি ব্যক্ত, ক্রমটিও ব্যক্ত। তবে একটি যেন পূর্ণ ভগবানের অনুচ্চারিত বাণী ও অপরটি উচ্চারিত বাণী। পূর্ণ ভগবানের ও তাঁহা হইতে প্রকাশিত পূর্ব্বোক্ত মহাভাবের অভিব্যক্তির দ্বার মূল বাহ্যসত্তা। ইহাকে জন নাম দিয়াছেন 'Archeus'।* যখন এই মূল সত্তাটি ক্ষুব্ধ ও বিভক্ত হয় তখন ইহা প্রথমে সূক্ষ্ম ও তদনন্তর স্থূল ব্যক্ত জগতের জড়াংশে পরিণত হয়। ইহাই আদি দ্রব্য। পূর্ণ ভগবানের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ এবং মহাভাবের পূর্ণ সত্তা স্বীকার করিলে ইহাকে একপ্রকার দ্বৈতবাদ বলা চলে। কিন্তু জন তাহা বলেন নাই। তিনি মহাভাব ও এই মূল বাহ্য সত্তাকে সমকালীন বলিয়াছেন। মহাভাব মূল বাহ্য সত্তাতে এবং মূল বাহ্য সত্তা মহাভাবে প্রাণশক্তিরূপে স্ফুরিত হয়। ইহার কিরণ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়। মহাভাবের এই

* জনের এই সিদ্ধান্ত দ্বৈত শৈবাগমের সিদ্ধান্তের অনুরূপ। জন যাহাকে Archeus বা মূল বাহ্যসত্তা বলিয়াছেন, তাহা বিন্দু বা মহামায়া, যাহাকে Logos বা মহাভাব বলিয়াছেন তাহা চিৎশক্তি এবং যাহাকে পূর্ণ ভগবান্ বলিয়াছেন তাহা শিব। দ্বৈত মতে চিৎশক্তি বা সমবায়িনী শক্তি এবং বিন্দুরূপ উপাদান শক্তি উভয়ই নিত্য। সৃষ্টির মূলে বিন্দুর বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভের মূলে বিন্দুর উপরে চিৎশক্তির আঘাত বিদ্যমান রহিয়াছে। চিৎশক্তি ক্রিয়াশক্তিরূপে বিন্দুকে আঘাত না করিলে বিন্দু ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। শুদ্ধ জগতের মূল উপাদান বিন্দু বা মহামায়া—ইহা নিত্য। ইহার একটি মলিন রূপ আছে, তাহাও নিত্য। তাহার নাম মায়া। মায়া ক্ষুব্ধ হইয়া অশুদ্ধ জগতের উপাদানরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহাকে Pneuma বলা হইয়াছে তাহা জ্যোতিঃ স্বরূপ। চিৎশক্তির সহিত বিন্দুর সংঘর্ষ হইতে তাহার স্ফুরণ হয়। জগতের যাবতীয় শক্তির ক্রিয়ার মূলে এই জ্যোতির খেলা রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিটিই মূলশক্তি। ইহা জড় বস্তুর প্রত্যেক অবস্থাতে নিহিত থাকে এবং সকল প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। এই মূলশক্তিটির নাম Pneuma. খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ে ইহা holy spirit নামে প্রসিদ্ধ। মনুষ্যের দেহে এই শক্তি Parakleitos নামে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা বিকৃত বস্তুর সংশোধন এবং পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়। প্রাচীন মনীষিগণ পূর্ব্বোক্ত ভাবজগৎ হইতে সূক্ষ্মজগৎ এবং সূক্ষ্মজগৎ হইতে স্থূল জড় জগতের আবির্ভাব স্বীকার করিতেন।

বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা মনুষ্যেও আছে। মনুষ্যে যাহা আছে তাহা ভগবৎ-সত্তাতে আছে। মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব ভগবানের অভিব্যক্ত স্বরূপ। বিশ্বের যেমন তিনটি দেহ আছে, সেইরূপ তাহার প্রতীক মনুষ্যেরও তিনটি দেহ আছে। ইহার মধ্যে স্থূল দেহ রক্তমাংসময়। ইহা সকলের পরিচিত। ইহার পর সূক্ষ্ম দেহ এবং সূক্ষ্মের পর জ্যোতির্ম্ময় কারণদেহ। ইহাকে pneumatic দেহ বলা হইয়াছে। এই ত্রিদেহের সহিত অতীন্দ্রিয় ভূত চতুষ্টয় ও সূর্য্য চন্দ্র এবং পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধের জন্য বায়বীয় দেহ, জলীয় দেহ প্রভৃতি নামের উদ্ভব হইয়াছে। চান্দ্র দেহ ও সৌর দেহ নামের উৎপত্তির কারণও ইহাই। যাহাকে জ্যোতির্ম্ময় কারণদেহ বলা হইয়াছে তাহা ভাবময় আকার মাত্র, ঠিক দেহ নহে। ইহাতে অভিব্যক্ত চৈতন্য বা Pneuma বিরাজ করে। ভূত ও শক্তিরূপ সমগ্র সৃষ্টি এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিঃ হইতে উদ্ভূত হয়। তাই ইহার নাম কারণদেহ। নিম্নবর্ত্তী সকল প্রকৃতির আকৃতির মূলে বেষ্টনীরূপে অণ্ডাকারে ইহা বিদ্যমান থাকে। ইহা দেখিতে ঠিক একটি কুয়াসার পরদার মতন। এই প্রভাময় অণ্ডের মধ্যে অর্দ্ধ-অব্যক্তভাবে পূর্ব্বোক্ত Parakleitos এর স্বরূপ গুপ্তভাবে থাকে। ইহাকে জাগাইতে পারিলে ইহা জীবন্ত বিদ্যুতের রূপে পরিণত হয়। ইহাই কুণ্ডলিনী, যাহাকে গ্রীক ভাষায় Speirema অথবা নাগ-কুণ্ডলরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। দীক্ষার সময় এই শক্তিই পূর্ব্ববর্ণিত অণ্ডাকার জ্যোতির অন্তর্গত মূলবস্তু হইতে মৃত্যুহীন সৌরদেহ নির্ম্মাণ করে। সৌরদেহ মৃত্যুর অধীন হয় না। ইহার নাম Augoeides. এইটি ভাবদেহ নহে, অথচ ভাবদেহই বটে; অর্থাৎ ভাব-দেহের উপর সিদ্ধদেহরূপে এই মৃত্যুজয়ী দেহটির নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। ইহা ভাবদেহের অনুরূপ অথচ ঠিক ভাবদেহ নহে। ইহাকে সৌরদেহ বলিবার কারণ এই যে, ইহা দেখিতে সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ম্প্রকাশ এবং সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। যাঁহারা সিদ্ধদেহের স্বরূপ আলোচনায় বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলেন, ঐ দেহ পরমাণুভাবাপন্ন, অণুসমষ্টিমাত্র নহে; অর্থাৎ উহা atomic এবং non-molecular উপাদানে রচিত দেহ। Atomic হওয়ার দরুণ উহা অখণ্ড, অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য। মনোময় বা চান্দ্রদেহ অবলম্বন করিয়া ভাব-শক্তি সূক্ষ্ম জগতে কার্য্য করিয়া থাকে। ঐ দেহের সংস্থান আণবিক অর্থাৎ molecular. তবে স্থূলদেহের মূল উপাদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপেক্ষা উহা অত্যন্ত অধিক সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত। এই মনোময় আকার স্থূলের অনুরূপ এবং সকল ইন্দ্রিয়ের গোচর। ইহা রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

সিদ্ধদেহ অথবা দিব্যদেহ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রাচীন কাল হইতেই দেহসাধনের প্রণালী অল্পাধিক পরিমাণে জগতে প্রচলিত ছিল। অখণ্ড মহাযোগের দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিলে মনে হয়, এই প্রকার দেহসিদ্ধির মূল্য তত অধিক নহে। কারণ ইহা রক্তহীন অবস্থা। মরদেহের রক্তকে সিদ্ধ করিতে না পারিলে কালের বিনাশ সম্ভবপর হয় না। কর্ম্মশক্তি প্রভাবে মরদেহের রক্তশোষণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। সিদ্ধদেহে থাকে সবই,—অস্থি, মজ্জা, ত্বক্ প্রভৃতি। কিন্তু থাকে না শুধু শোণিত। রক্তকে আশ্রয় করিয়াই কালের হাওয়া দেহে কার্য্য করে। কিন্তু দেহ রক্তহীন হইলে তাহা করিতে পারে না। সেই জন্য মৃত্যুজয় হয় এবং সাধারণ শ্বাস প্রশ্বাস থাকে না। কিন্তু রোমকূপ, পরমাণু ও ত্বকের শ্বাস থাকে। বাহিরের হাওয়া ধাক্কা দিয়া বাহিরেই চলিয়া যায়, কিন্তু রক্ত নাই বলিয়া ভিতরে কার্য্য করিতে পারে না। রক্ত থাকিলেই মরভাব জন্মে। মরের প্রশ্বাস আছে। অমরের শুধু শ্বাস আছে, প্রশ্বাস নাই। এই জন্য বস্তুতঃ সিদ্ধ-দেহ কালের অধীন। সিদ্ধদেহের আর একটি দোষ এই যে, ইহা মরদেহের সহিত মিশিতে পারে না।* মিশিলেই ইহাতে

*রক্তের অভাববশতঃ সিদ্ধদেহ মানবের নিকট অস্পৃশ্য হয়। লিঙ্গদেহের যে রস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর ভাবের সঞ্চার হয়। তবে মর দেহের কর্ম্মস্থান শুদ্ধ থাকিলে মিশিলেও ততটা ক্ষতি হয় না। মরের সঙ্গে মিশিতে গেলে আশঙ্কা থাকে যে কালের হাওয়ার সঙ্গে রক্তের অংশ আসিতে পারে।

শ্বাস প্রশ্বাস এক হইলেও যোগী মৃত্যুর অধীন থাকে। কারণ কালজনিত হাওয়াটা থাকে ও তাহার ধাক্কা রোমকূপে লাগে।

এই ত্রুটি সিদ্ধদেহে আছেই। কিন্তু অখণ্ডমহাযোগে এইরূপ হয় না। পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধ দেহের ব্যাপারে রক্ত শূন্য হয় বলিয়া কাল পূর্ণ হয়, কাল নষ্ট হয় না। রক্তক্ষয় না হইয়া অমরত্বের উদয় হইলে কালের নাশ সম্ভবপর হইত। মর ও অমর এক না হওয়া পর্য্যন্ত কালের নাশ সম্ভবপর হয় না। ঐরূপ মৃত্যুহীন দেহেও কালের ক্রিয়া থাকে। জিহ্বার নীচে সেতারের তারের ন্যায় গুচ্ছাকার বহু শিরা আছে। ঐগুলি নাভি পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। উহা ছিন্ন হইলে ঐ পদার্থের দ্বারা রোমকূপের দ্বার রুদ্ধ হয়।

সিদ্ধদেহ স্তর লাভ করিতে পারে না, শূন্যে থাকে। আত্মা স্তর পায়, দেহ স্তর পায় না। কারণ যাহার যাহা

তাহাই তাহাকে আচ্ছাদন করে। রসটি কর্ম্মের ঘের। সিদ্ধদেহ এই ঘেরেই থাকে। রক্তটি বাহিরে কর্ম্মশক্তিরূপে পায় না। যে মানবের সঙ্গে দেখা হয় তাহার কর্ম্মশক্তিকে টানিয়া নিয়া দেখা দিতে হয়। যোগ্য মানবের কর্ম্মশক্তি বা রক্তের ক্রিয়া ঐ আবরণরূপ রসকে ভেদ করে, তবে দর্শন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাব সে তাহাই পায়। দেহসিদ্ধ পুরুষ একলক্ষ্য। যে ক্ষণটিতে সে সিদ্ধিলাভ করে সেই ক্ষণটি তাহার স্থায়ী হইয়া যায়। তাই সে নিষ্ক্রিয় হয়। জগতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তকে কৃপা করা, এ সব কালের দ্বারা ঘটিয়া থাকে। কালই এ সব করায়। তাই বলা হইয়াছে, সিদ্ধদেহও কালের অধীন।

কায়সিদ্ধ পুরুষ সংসারের দুঃখ দেখিতে পায় না। তাঁহার দৃষ্টিতে এক ভিন্ন দুই ভাসে না। তাহার কৃতি বা ভোগ থাকে না, স্মৃতিও থাকে না। কিন্তু রক্ত অমর হইলে, অর্থাৎ ভাব শক্তির উত্থাপনের ফলে নিজস্ব মনকে প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহ চৈতন্য লাভ করিলে, স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। কায়সিদ্ধ কাহারও কিছু জানে না, না দেখিয়া কিছু বলিতেও পারে না, কিন্তু দেখিলে বলিতে পারে। কিন্তু রক্তের অমরতা লাভ হইলে সেইরূপ হয় না। কায়সিদ্ধি মর দেহের অমরতা। কিন্তু যোগী যখন কর্ম্ম পূর্ণ করার পূর্ব্বে মরণান্তে স্তরে গমন করে তখন দেহ রাখিয়া যায় বলিয়া দেহ প্রাপ্ত হয়। ঐ দেহ পিতামাতা হইতে উৎপন্ন হয় না। ঐ দেহ রক্তশূন্য হইলেও উহাতে স্মৃতির কোনও বাধা হয় না।

মনের সাধনা পূর্ণ না হওয়ার দরুণ আজ পর্য্যন্ত জগতে অখণ্ড চৈতন্যময় দেহ প্রকাশিত হয় নাই। সিদ্ধদেহ অনেকেই লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই কালকে সমাপ্ত করিতে পারেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

বিশুদ্ধ সত্তার উদয়

কালনাশের উপক্রম

মর জগৎ সৃষ্ট হইবার পর হইতেই এই জগতে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ খেলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মর জগৎ কর্ম্ম জগৎ—ইহা কর্ম্মভূমি। প্রাণিসকল কর্ম্ম করিবার জন্যই এখানে জন্ম গ্রহণ করে। রক্তময় মরদেহ ভিন্ন বোধের উদয় হয় না, এবং বোধ না হইলে কর্ম্ম হয় না। কর্ম্ম পূর্ণ করিবার জন্যই মরদেহ গ্রহণ আবশ্যক হয়।

ইহাই মর জগতে মনুষ্য-জন্মের তাৎপর্য্য। কিন্তু হইলে কি হইবে? কোন মনুষ্যই জন্ম গ্রহণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ লোক প্রকৃত কর্ম্ম কি তাহা চিনিতেও পারে নাই। তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা কিঞ্চিৎ চিনিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের উদ্যাপন করিতে পারেন নাই। কর্ম্মের উদ্যাপন করিতে পারিলে তাঁহাদিগকে এই দেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইত না। এই খানেই তাঁহারা অমর-রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন। তখন ঊর্দ্ধ লোক ও অধোলোকের ভেদ চিরদিনের জন্য মিটিয়া যাইত, এক অখণ্ড ব্রহ্মময় জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইত। কিন্তু তাহা ত এখনও হয় নাই। সুতরাং প্রাণিমাত্রই কর্ম্ম-জগতে আসিয়া কর্ম্ম অপূর্ণ রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছে সকলেই উর্দ্ধ জগতে, কিন্তু যেখানে যাওয়া উচিত সে পর্যন্ত কেহই যাইতে পারে নাই। প্রাণ হইতে মনের ও কালের সহযোগে প্রাণময় সত্তা পরমাণুরূপে সৃষ্টিমুখে পতিত হয়। কিন্তু ফিরিবার সময় কেহ বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে না। সেই অক্ষত বিশাল প্রাণকে লাভ করিতে হইলে, কর্ম্মভূমিতে আসিয়া কর্ম্ম পূর্ণ করা আবশ্যক হয়। পরলোকগত কোন আত্মারই কর্ম্ম পূর্ণ নহে বলিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহই সেই মূল চৈতন্যকে লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ দেহ ত্যাগ করিয়া উহাকে লাভ করা সম্ভবপর হয় না। কর্ম্ম পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই ত দেহ-ত্যাগ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যে আত্মা দেহত্যাগ করিয়াছে বা করে, তাহার কর্ম্ম যে পূর্ণ নহে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কর্ম্ম পূর্ণ না হইলে নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ ভাবের উদয় হইতে পারে না। এই জন্য পরলোকগত সকল আত্মাতেই অল্পাধিক পরিমাণে ন্যূনতা রহিয়া গিয়াছে।

এই ভাবে যুগ হইতে যুগান্তর এবং কল্প হইতে কল্পান্তর জন্ম-মৃত্যুর ধারা বহিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা একবার কর্ম্মভূমিতে আসিয়াছেন তাঁহারা কেহই এখনও কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া নির্ম্মল চৈতন্যে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। যাঁহারা ইহলোকে আছেন তাঁহাদের এখনও মরদেহ বিদ্যমান আছে বলিয়া মরদেহোচিত করণীয় কর্ম্মের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যাঁহারা পরলোকে গিয়াছেন তাঁহাদের সে সম্ভাবনা নাই। সকল প্রাণীরই অন্তস্তলে এই জন্য একটি আর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা বেদনা লাগিয়া রহিয়াছে। কর্ম্ম পূর্ণ করিতে পারে নাই বলিয়া এখন পর্য্যন্ত কাহারও অভাব ঘুচে নাই। বাহিরে যিনি যতই আনন্দ করুন বা উৎসবে মাতিয়া থাকুন, অন্তরের অন্তস্তলে সকলেই অভাবের বেদনায় আতুর। বাস্তবিক পক্ষে প্রাপ্তি কাহারও হয় নাই, কারণ এক জনেরও যদি প্রাপ্তি হইত তাহা হইলে তাঁহার সুশীতল ছায়ায় সমগ্র তাপিত জগৎ শান্তি লাভ করিত, জগতে এ হা-হতাশ আর থাকিত না। দুঃখের অস্তিত্ব সকলকেই সমভাবে আঘাত করে, কিন্তু তাহার প্রতিকারের উপায় সকলের এক প্রকার হয় না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন উপায়ই সর্ব্ব দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই বিশ্বব্যাপী আর্ত্তি দূর করিবার একমাত্র উপায় কর্ম্ম পূর্ণ করা। এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম পূর্ণ হয় নাই বলিয়া ঊর্দ্ধ জগতেও সর্ব্বত্র একটা ক্ষত-ভাব ছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, মহাবিষ্ণু, মহাগণপতি প্রভৃতি অনন্ত দেবতার অনন্ত ধাম রহিয়াছে। মানুষ সাধনা করিয়া, সাধনার উৎকর্ষ বশতঃ, আপন আপন ভাবের অনুরূপ ইষ্ট দেবতার লোকে গমন করিতে পারিত, সেইখানে যাইয়া তাঁহাদের সারূপ্য লাভ করিতে পারিত, সান্নিধ্য ও সমান শক্তি লাভ করিতে পারিত, তাঁহাদের সঙ্গে যুক্ত হইতেও পারিত। কোন কোন স্থলে আপন আপন ইষ্ট দেবতাতে নিজেকে বিসর্জ্জন দিত এবং তাঁহাতে লীন হইয়া যাইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহার অপূর্ণতা দূর হইত না। কারণ বাস্তবিক পক্ষে সে ঠিক ঐ সকল দেবভাব লাভ করিতে পারিত না। বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু। বিষ্ণুভক্ত সাধনার দ্বারা বিষ্ণুর সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য, এমন কি বিষ্ণুতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত লাভ করিলেও তাহার পূর্ণত্ব সিদ্ধ হইত না। কারণ বিষ্ণুতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়াই বিষ্ণু হওয়া নহে। সাধক বিষ্ণু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যদি বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু তাহাতে লীন হইয়া যান তবে উহাকে বিষ্ণুভাব প্রাপ্তি বলা চলে। নিজে বিষ্ণুতে লীন হওয়া, ও বিষ্ণুকে নিজে লীন করা, ঠিক এক কথা নহে। এই প্রকারে সৃষ্টির প্রথম সময় হইতেই যাবতীয় সাধন প্রণালীর মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অভাব লক্ষিত হইত।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রচলিত সাধন প্রণালীতে প্রকৃত ঈশ্বর লাভ বা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি কাহারও হয় নাই। কিন্তু লোকে ইহা বুঝিতে পারিত না। বিষ্ণু হইয়াও যে প্রকৃত বিষ্ণুত্ব লাভ হইল না ইহা সাধারণতঃ জগতে কেহই ধরিতে পারিত না। সকলে আপাত-প্রতীয়-মান প্রাপ্তির দিক্‌টাই দেখিত। কিন্তু এই প্রাপ্তির মধ্যে যে অপ্রাপ্তিরূপ অভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইত না।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই অভাব-বোধটি বৃথা হয় নাই। ইহা ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে হইতে কর্ম্মের আকার ধারণ করিল। মরলোকে কর্ম্মের অভাবটি, চৈতন্যকে সমাধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তাহার ঊর্দ্ধে অবচেতন ভূমিতে বিশুদ্ধ সত্তারূপে আবির্ভূত হইল। এই বিশুদ্ধ সত্তা আলোকের অতীত এবং অন্ধকারেরও অতীত। আলোকটি "ওঁ" কাররূপী প্রাণ, এবং অন্ধকারটি কাল। এই আলোক হইতেই 'আমি' সৃষ্ট হইয়াছে। অবচেতন অভাব-বোধটি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে হইতে পূর্ণ হওয়ার পরে উদ্বৃত্তভাবে মরজগতে প্রকটিত হইল। ঊর্দ্ধলোকে বিশুদ্ধ সত্তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে কর্ত্তব্যের বোধ জাগিয়া উঠিল—আলোক ও অন্ধকার উভয়ের ঊর্দ্ধে কর্ম্মের জন্য একটি আর্ত্তি বা ব্যথা জাগিয়া উঠিল। ইহা বস্তুর আর্ত্তি নহে, আলোক বা চৈতন্যের আর্ত্তি। চৈতন্য হইতে বিশুদ্ধ সত্তার উদয় হয় নাই, মরজগতে উদ্ভূত এবং মরজগৎ হইতে অপনীত যোগী, ঋষি, মুনি, সিদ্ধ, তাপস হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগতের আর্ত্তনাদ একস্থানে যাইয়া স্তর বাঁধিল এবং ইহা হইতে বোধের উদয় হইল।

তখন এক হইতে দ্বিতীয়ের উদয় হইল। শুদ্ধ চৈতন্যে বোধের উদয় না হইলে একটি একেলা-ভাব থাকে—একই এক, যেন দ্বিতীয় নাই। বোধের উদয় হইবা মাত্র একই যেন দুই হয়। বিশুদ্ধ সত্তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারে একই অভিন্ন সত্তা দুই-রূপে আবির্ভূত হইল। ইহারই নাম 'জ্ঞানগঞ্জে'র সৃষ্টি। তখন সেই মূল এক সত্তাটি হইল অনাদি, সদাশিব স্বরূপ। দ্বিতীয়টি হইল আদি। এইবার 'ম'তে আকার পড়িল। যে 'ম' হইতে বিরাট্ আলোক ও বিরাট্ অন্ধকার আবির্ভূত হইয়াছে এইবার সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ম' আকার-বিশিষ্ট হইয়া সাকার হইল, অর্থাৎ "মা" হইলেন। ইনিই 'আদি মা'। 'ম'তে আকার উদ্ভাবনার পর বিরাট্ আলোক ও বিরাট্ অন্ধকার পৃথক্ হইল—উভয়ের মধ্য হইতে পথ পাওয়া গেল। তখন 'ম'য়ে যে আকার পড়িয়াছে বা "মা" আবির্ভূত হইয়াছেন সেই উপলব্ধিটি উদিত হইল। উপলব্ধি আসার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বগুরু ভৃগুরাম ও তাঁহার সপ্তরশ্মিময় সপ্তর্ষি প্রভৃতি সকলের আবির্ভাব হইল। এই সকল মিলিত হইয়া যে মণ্ডলটি রচিত হইল, তাহার নাম হইল 'জ্ঞানের রাজ্য'। চৈতন্যের রাজ্যে কোথাও জ্ঞানের রাজ্য বলিয়া কোন স্থান ছিল না, বিশুদ্ধ সত্তার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত চৈতন্য বোধহীন ছিল বলিয়া বোধময় জ্ঞানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ঈশ্বর, পরমেশ্বর, দেবতা প্রভৃতি কাহারও বোধ নাই—অর্থাৎ সেখানে এক-বোধ মাত্র আছে, দ্বিতীয়-বোধ নাই, সেই জন্য তাহা বোধ-পদবাচ্য নহে। দেবতার দ্বারে গেলে সকলের একই অবস্থা হয়, তখন এক বোধই থাকে, দ্বিতীয় বোধ থাকে না। দেবতার বোধ থাকে না, কে তাঁহার নিকট আসিয়াছে, যে যায় তাহারও বোধ থাকে না, সে কাহার নিকট গিয়াছে। চৈতন্যে দ্বিতীয়-বোধ থাকে না বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

জ্ঞান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, ক্ষুদ্র নর আকৃতির আবির্ভাব হইল। তখন এই নরাকৃতির অনুভব হইল কোন্ মহাকার্য্য সম্পন্ন করার জন্য তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। ভিতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেই তাঁহার করণীয় ভবিষ্যতের কর্ম্ম নিরূপিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সূর্য্য বা আত্মার পূর্ণ স্বরূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে। এখনও জগতে আত্মার স্বরূপ-দর্শন কাহারও হয় নাই। এই স্বরূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া আত্মার সহিত জড়িত মনটিকে সমষ্টি করিতে হইবে। মন এখনও ব্যষ্টি হইয়া রহিয়াছে, তাই পরমাত্মার সহিত যোগ নাই। কিন্তু মনকে সমষ্টি করিতে হইলে মরদেহের কর্ম্ম দ্বারা তাহা করিতে হইবে। এই জন্য জ্ঞানের রাজ্যে প্রকটিত হইয়া সেখানে অবস্থিত থাকিলে উদ্দিষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার স্বরূপকে জ্ঞানের রাজ্যে বোধ-পূর্ণ রাখিয়া মর জগতে অভাবের দেহ গঠিত করিতে হইবে, অথাৎ মর্ত্ত্যলোকে মর আধার গ্রহণ করিতে হইবে। মর আধার ব্যতীত অন্ধকারের আবরণ মুক্ত হওয়ার আশা নাই। যে সকল যোগী, ঋষি, মুনি প্রভৃতির শুদ্ধ আত্মা ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি লাভ করিয়া অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহাদের আর্ত্তিভাব তখনই সার্থক হইবে, যখন বিশুদ্ধসত্তা তাহাদিগকে নিজের সত্তা বলিয়া এবং নিজেকে তাহাদিগের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। ঐ রূপে গ্রহণ করার জন্য উহাদের ভাব ধারণ আবশ্যক ছিল। সেই জন্য মরদেহ গ্রহণ আবশ্যক হইয়াছিল। ইহাই বিশুদ্ধ সত্তার মরদেহ ধারণের পূর্ব্ব ইতিহাস।

'ম'র আর্ত্তি হইতে বিশুদ্ধ সত্তার উদ্ভব হইয়াছে। বিশুদ্ধসত্তা ও চৈতন্য সত্তায় মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চৈতন্য সত্তা অচৈতন্য বা জড় হইতে পৃথক্। ইহা আপনাতে আপনি পূর্ণ, অদ্বিতীয় ও অন্য-নিরপেক্ষ। ইহা স্ব-প্রভাবে জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকট আনিতে পারে। ইহার নাম কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবোদ্ধার। জীব স্বরূপগত ভাবে চৈতন্য সত্তারই অংশ। যদিও এখন সে কালের রাজ্যে প্রকৃতির শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে, তথাপি তাহার আত্মা কাল ও প্রকৃতির দ্বারা কখনই ক্ষত হয় না। উহা ক্ষুণ্ণ প্রতীয়মান হইলেও অক্ষুণ্ণই থাকে। কারণ চৈতন্যে যেমন সংস্কার নাই, তেমনি জ্ঞান বিকারাদি কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন নাই। সুখ দুঃখাদি সংসার-ধর্ম্ম অসঙ্গ ও নির্লিপ্ত আত্মাতে প্রকাশিত হয় না। চৈতন্য সত্তা সাক্ষাৎ ভাবেই হউক অথবা পরম্পরাক্রমেই হউক নিজের অংশভূত জীবকে যখন নিজের কাছে টানিয়া লয় তখন জীব শান্ত, শিব ও অদ্বৈতভাবে স্থিতি লাভ করে। কিন্তু সে তাহার চিরসাথী মন ও দেহটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না। আত্মার এই অবস্থা কৈবল্য, মোক্ষ, নির্ব্বাণ বা অন্য যে কোনও নামে অভিহিত হউক তাহা চৈতন্য-স্বরূপে স্থিতিরই অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধকের যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে এই অবস্থার তারতম্য অবশ্য হইয়া থাকে। তবে তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। ঐশ্বর্য্য লাভই হউক অথবা নিত্যলীলায় প্রবেশের যোগ্যতা-লাভই হউক অথবা সর্ব্বভেদ-বিবর্জিত স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্কম্প স্থিতিরূপ নির্ব্বাণ বা মোক্ষই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। কারণ ঐ সকল অবস্থার কোনটিই জীবদ্দশায় সম্ভবপর হয় না। মন ও দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়া উহা সিদ্ধ হয় না। উহা প্রকৃত অমরত্ব নহে। বিশুদ্ধ সত্তার কার্য্য অচৈতন্য সত্তাকে চৈতন্য সত্তাতে রূপান্তর করা। পূর্ণভাবে ইহা সিদ্ধ করিতে পারিলে দেহ অথবা মনকে ত্যাগ করিবার প্রশ্নই উঠে না। মূলে যদি চৈতন্য ও অচৈতন্যের বিভেদই না থাকিল তাহা হইলে ইহ-লোক ও পরলোক দুইটি পৃথক্ থাকিতে পারে না। যে পূর্ণ অবস্থার অভিব্যক্তি হইবে, তাহা সকলকে লইয়াই হইবে, কাহাকেও বাদ দিয়া নহে। মন ও দেহকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণের উৎক্রমণ বস্তুতঃ চৈতন্য ও অচৈতন্যের মৌলিক বিরোধ কাটে নাই বলিয়াই হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন উৎক্রমণ না হইলেও চিৎস্বরূপে স্থিতি অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রভাবে সম্ভবপর তাঁহারাও দেহ ও মনের চৈতন্য সম্পাদন সম্ভবপর ও পূর্ণত্ব লাভের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন না।

চৈতন্যকে সমাধা করার শক্তি চিন্ময়ীশক্তি নামে অভিহিত হয়। তাহার দ্বারা শুধু নিজেকে চিনিতে পারা যায়, কিন্তু উর্দ্ধে উত্থিত হওয়া যায় না। উর্দ্ধে উত্থিত হইতে না পারিলে অন্ধকার ভেদ করিবার রাস্তা দুর্লভ হইয়া পড়ে। মানুষ বুঝিয়াই হউক অথবা না বুঝিয়াই হউক অন্ধকার ভেদ করিতেই চায়, কালকে অতিক্রম করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরজীবন লাভ করিতে চায়। ইহার জন্য জড়দেহের জড়ত্ব বিমোচন আবশ্যক। মানুষের অন্তরের অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা এই অমরত্ব লাভের জন্য। বস্তুতঃ মরিতে কেহই চায় না এবং মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভ কাহারই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নহে। কিন্তু জীবের ধারণা হইয়া গিয়াছে যে দেহ নশ্বর ও মৃত্যুর অধীন এবং আত্মা অবিনশ্বর। এই জন্য শিক্ষিত পুরুষ মাত্রই অমরত্ব বলিতে আত্মার অমরত্বই বুঝিয়া থাকেন, দেহের অমরত্ব নহে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যে স্বভাবতঃই মৃত্যুর দ্বারা অধিকৃত হইবার যোগ্য নহে তাহাকে আবার চেষ্টা করিয়া মৃত্যু-পাশ হইতে মুক্ত হইতে হইবে কেন? ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল এবং নিত্য পরিণামিনী। জড়দেহ মাত্রই প্রকৃতির বিকার বলিয়া পরিণাম ধর্ম্মাক্রান্ত। সুতরাং যে কোনও প্রকার জড়দেহই হউক না কেন তাহা কখনই প্রকৃত প্রস্তাবে অমর হইতে পারে না। দেবতাদির দেহ দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া এবং ক্ষিপ্রপরিণামী নহে বলিয়া আপাততঃ অমর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহাও বস্তুতঃ অমর নহে। কারণ প্রলয়ে তাহার অবসান হইয়া যায়। যে দেহ যত বড় প্রলয় শক্তির আঘাত সহ্য করিতে পারে তাহার অমরত্ব ততটা বিশুদ্ধ। মহাপ্রলয় এখনও জগতে আসে নাই। যদি মহাপ্রলয়েও শরীর ধ্বংস না হয় তাহা হইলে উহাকে ঠিক ঠিক অমরদেহ বলা চলে।

সুতরাং দেহের অমরতা সিদ্ধিই যথার্থ অমরতা। যতক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ, মন ও দেহের যুক্তভাব সিদ্ধ না হইবে, ততক্ষণ ইহাদের পরস্পর বিয়োগ অনিবার্য্য। মনকে চৈতন্যময় করিতে না পারিলে অন্য কোন উপায়েই ইহা সম্পন্ন হইতে পারে না। শুধু চৈতন্যকে প্রাপ্ত হইলে চৈতন্যের অবসান-ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। কিন্তু তাহার পর মনকে প্রাপ্ত হইলে চৈতন্য ও অবচৈতন্য উভয়ের সমাধা হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ ঘটে,—স্থূলে থাকিয়াই স্থূল সূক্ষ্ম উভয়ের উদ্‌যাপন হয়। তখন সমগ্র বিশ্বটি একটি অখণ্ড মণ্ডলরূপে প্রকাশিত হয়। চিত্রে 'ম'কারকে ঘেরিয়া যে ত্রিকোণগুলি দৃষ্ট হইতেছে সেগুলি ব্যষ্টি মনের প্রতীক। ত্রিকোণ সকলের যেগুলি ভূমিরেখা সেগুলি চারিদিকের ঘেররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উহা ঠিক ঘের হয় নাই, বিচ্ছিন্ন-ভাবের জন্য কালের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। যখন মন ব্যষ্টিভাব ত্যাগ করিয়া সমষ্টিভাব প্রাপ্ত হইবে, মন যখন চৈতন্য লাভ করিবে, তখন আর কালের সম্বন্ধ থাকিবে না। তখন ঘেরটি অবিচ্ছিন্ন হইবে। মনকে আয়ত্ত করা হয় নাই বলিয়া এখন 'মা'য়ের চারিদিকে কাল রহিয়াছে, প্রকৃতির চারিদিকে কাল রহিয়াছে এবং প্রণবের চারিদিকেও কাল রহিয়াছে। যখন নিজস্ব মন লাভ হইবে যখন মা, প্রকৃতি ও প্রণব এই তিনটি মিলিত হইয়া অখণ্ড বিজ্ঞানরূপে পরিণত হইবে, কালের অবসান হইয়া যাইবে। ইহাই অখণ্ড মহাযোগ বা সূর্য্য-বিজ্ঞান। তখন চৈতন্যের সহিত মন ও কায় অভিন্নরূপে মিলিত, মন ও কায় উভয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন চৈতন্য। চৈতন্যই তখন মন ও কায় স্বরূপ এবং মনই চৈতন্য ও কায়-স্বরূপ। ইহাদের বিচ্ছেদ তখন চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া যাইবে। তখন মৃত্যু বলিয়া কোনই পদার্থ থাকিবে না!

কাল সজীব। তাহাকে নির্জ্জীব করিতে হইলে একমাত্র নির্জ্জীব মরদেহই সমর্থ। চিন্ময় দিব্যদেহ অথবা অমর সত্ত্বগণের এমন কোনও শক্তি নাই, যাহার দ্বারা কালের বিনাশ সম্ভবপর হয়। কারণ ঐ সকল দেহ চিন্ময় বলিয়া কর্ম্মের অনুপযোগী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধ সত্তার অবতরণ

মাতৃস্বরূপ আসন প্রতিষ্ঠা

ব্রহ্মের অতীত ভূমিতে সঞ্চিত বিশুদ্ধ সত্তাই ষোড়শ কলাময় পূর্ণ সত্তা। উহার পনর কলা ও এককলার ত্রিপাদাংশ জ্ঞানরাজ্যে থাকিয়া গেল। এক কলার পাদাংশ মাত্র কার্য্য করিবার জন্য নরলোকে অবতীর্ণ হইল। জ্ঞানরাজ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহার মধ্যে বিশ্বগুরু ভৃগুরাম স্বরূপে পনর কলা থাকিল, বাকী ত্রিপাদ পরিমাণ ঐ ভৃগুশক্তির আধারভূত অচলানন্দ বা মহাতপা রূপে থাকিল। শুধু এক কলার পাদাংশ মর জগতে অবতীর্ণ হইয়া বিশুদ্ধানন্দরূপে প্রকাশিত হইল। এই সব মিলিয়া একই বিশুদ্ধসত্তা জানিতে হইবে। ডাকটি থাকিল আদি-মা রূপে, এবং অচল থাকিলেন অনাদি স্বরূপ। অচলের ক্ষুব্ধ অবস্থাই 'আদি মা' অর্থাৎ 'মা'-ডাক বা ভাবশক্তি। এই আদি শক্তি হইতে যিনি স্ফুরণ করিলেন তিনি কর্ম্মশক্তি বা শ্যামাশক্তি, এবং যিনি করাইলেন তিনি জ্ঞানশক্তি বা উমাশক্তি। উমার স্বরূপ—'ওঁ মা'। অতএব অচলের তিনটি কোণ—আদি-মা, উমা-মা ও শ্যামা-মা। সেখান হইতে 'ওঁ মা' শব্দ নির্গত হইল। পূর্ব্ব-বর্ণিত এক পাদ বিশুদ্ধসত্তা ঐ মহাশব্দকে বহন করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন অতিক্রম করিয়া মর্ত্ত্যলোকে নিয়া আসিল। জ্ঞানরাজ্যে 'ওঁ মা' ধ্বনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরন্তর উত্থিত হইতেছে। কিন্তু এখানে ধারকের অভাবে ধৃত হইতেছে না বলিয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

একপাদ বিশুদ্ধসত্তা কার্য্য করিবার জন্য মর জগতে অবতীর্ণ হইলেন। কার্য্য করিতে করিতে ক্রমশঃ সত্তার মাত্রা বৃদ্ধি হইল। যখন ষোল কলা অর্থাৎ পূর্ণ সত্তার অবতরণ হইবে তখনই বিজ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হইবে। পূর্ণ সত্তা ব্যতীত বিজ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে না। বিশুদ্ধ সত্তা অপূর্ণ জগতে নামিয়া আসিলেন। এই মর জগৎটি অপূর্ণ জগৎ। দেব জগৎ পূর্ণ জগৎ। দেবলোকে বোধ নাই বলিয়া সর্ব্বদা একই অবস্থা থাকে, কিন্তু মর জগতে বোধ আছে বলিয়া অবস্থান্তর হয় এবং সেই জন্য এখানে পূর্ণতা নাই। সাধারণ মনুষ্য মরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্তা সম্পূর্ণ বোধ নিয়াই মর দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। মর জগতে এক কলা বিশুদ্ধ সত্তা পূর্ণ হইলে উর্দ্ধ জগতে দেবতাদিগের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। কিন্তু এক কলা এখনও পূর্ণ হয় নাই। উহার সাড়ে তিন পাদ পূর্ণ হইয়াছে, অর্দ্ধপাদ এখনও বাকী রহিয়াছে। বিশুদ্ধানন্দ 'প্রকটরূপে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া জগতে সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞানের কর্ম্ম দেখাইয়াছিলেন এবং পূর্ণভাবে সূর্য্য-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া বাক্য দান করিয়াছিলেন। ঐ সময় এক কলা পূর্ণ হইতে আড়াই পাদ বাকী ছিল। কারণ যখন তিনি দীক্ষারূপে স্বীয় কায় দান পূর্ব্বক শিষ্য গ্রহণ করিতেছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পূর্ব্বে এক কলার মধ্যে দেড় পাদ মাত্র হইয়াছিল। এই দেড় পাদের এক পাদ তাঁহার নিজের জন্ম এবং অর্দ্ধপাদ তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্ম। শিষ্যমণ্ডলী হইতে আড়াই পাদ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক ছিল। তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এক কলা পূরণ করা সম্ভবপর হইত। কিন্তু এই পরিমাণ কর্ম্ম তিনি সন্তান-মণ্ডলী হইতে প্রাপ্ত হন নাই। এই জন্য তাঁহাকে স্থূল দেহ সঙ্কোচ করিতে হইয়াছিল। তিনি কর্ম্ম সঙ্কোচ করেন নাই।

বিশুদ্ধানন্দ কর্ম্ম সঙ্কোচ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যে মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জগতে আসিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করিতে হইলে কর্ম্মের সাধনই একমাত্র উপায়। এই জন্য তিনি কর্ম্মকে সঙ্কুচিত না করিয়া স্থূল দেহে অবস্থান কালে স্থূলরূপে কর্ম্মের আধারস্বরূপ একটি অভিনব বস্তু জগৎকে দান করিয়া গেলেন। ইহা জগতে পূর্ব্বে ছিল না, এমন কি ইহার নামও জগতে কেহ কখনও শুনে নাই। কর্ম্মাধার স্বরূপ এই অভিনব বস্তুটির নাম 'নবমুণ্ডী আসন'। এই আসনটি ৺কাশীধামে তাঁহার স্বীয় আশ্রমে একটি নিভৃতপ্রদেশে স্থাপিত হইল। ইহা বাঙ্গলা ১৩৪১ সালের ২রা ফাল্গুনের কথা। পঞ্চমুণ্ডী আসন জগতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু নবমুণ্ডীর নাম কেহ কখনও শুনে নাই। শাস্ত্রেও কোন স্থানে ইহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমি এক দিন এই প্রসঙ্গে শ্রীগুরুকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"ইহা একটি গভীর রহস্যময় বস্তু। এই আসনটি স্থাপন করিতে আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। নবমুণ্ডী রচনার জন্য যে নয়টি বস্তু আবশ্যক হয়, তাহাদের মধ্যে আটটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু একটি পদার্থ এতদিন অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হই নাই। সম্প্রতি উহা প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাহার পরেই আসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছি।" এই নবম বস্তুটি কি তাহা আমি অনধিকার-চর্চ্চা মনে করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই এবং তিনিও ঐ সময় আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই। তবে তিনি ইহা বহুবার প্রকাশ করিয়াছিলেন যে এই আসন-প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি। একদিন সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া এই আসনের মহিমা উদ্‌ঘোষিত হইবে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে পৃথিবীর স্থান বিশিষ্ট, এবং পৃথিবীর মধ্যে কাশীর স্থান বিশিষ্ট। এই জন্য কাশীধামই এই আসন স্থাপনের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। সমগ্র জগতের মধ্যে পৃথিবীই কর্ম্মভূমি, পৃথিবীর মধ্যে অথবা পৃথিবীর অতীত কাশীক্ষেত্রটি জ্ঞানভূমি। কাশীর মধ্যে অথবা কাশীরও অতীত এই আসনটি বিজ্ঞানভূমি। সূর্য্য-বিজ্ঞান নামক যে মহাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য এবং উহার দ্বারা জগৎকে বিজ্ঞানময় করিবার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এইবার তাহার ভিত্তি স্থাপন হইল। নবমুণ্ডী আসনের প্রতিষ্ঠা বিশুদ্ধানন্দের জীবনে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এবং সমগ্র জগতের পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা।

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসন স্থাপনের কিছুদিন পরেই বিশুদ্ধানন্দ স্থূল দেহকে সঙ্কোচ করিয়া লোকলোচনের অন্তরাল হইলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার স্থূল দেহের বিয়োগ এখনও হয় নাই, এবং হইতেও পারে না। তিনি আপাততঃ জন সাধারণের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে আড়াল হইয়া রহিয়াছেন মাত্র। সুসময় উদিত হইলে আবার আবির্ভূত হইবেন। তিনি কেবল মাত্র কিছু কর্ম্মের প্রতীক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে পরিমাণ কর্ম্ম তিনি শিষ্যদিগের নিকট হইতে পাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া তাঁহাকে স্বীয় দেহ সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে। তাহা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞান ব্যক্তিগত দেহ লইয়া হইতে পারে না। জগতের সমষ্টিদেহ পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওয়া চাই, তবেই বিজ্ঞান সম্ভবপর। এই জন্য তিনি তখনও যেমন ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনই আছেন। তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং হইবেও না। কর্ম্ম পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। তিনি কর্ম্মকে আত্মপ্রকাশের পরদা বা আচ্ছাদন রূপে রক্ষা করিয়াছেন। নিজে কর্ম্মের পরপারে অবস্থান করিতেছেন। কর্ম্ম সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আচ্ছাদনরূপী পরদা সরিয়া যাইবে। তখন তিনি বিদ্যমান রূপে প্রকাশ পাইবেন।

তাঁহাতে ও সাধারণ নরদেহধারী জীবে অনেক পার্থক্য আছে। তিনি যে কর্ম্মের জন্য নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ কর্ম্ম নহে। যোগী, ঋষি, সিদ্ধ, তাপস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতির কর্ম্ম হইতে তাঁহার কর্ম্ম সর্ব্বাংশে বিলক্ষণ। তিনি সমগ্র জগতের পূর্ণ অধিষ্ঠাতা, যদিও এখনও জগৎ তাহা জানিতে পারিতেছে না। এক একটি লোকের এক একজন শাসনকর্ত্তা অথবা নিয়ামক আছেন। যিনি যে লোকের অধ্যক্ষ তিনি শুধু সেই লোকেরই অধিষ্ঠাতা। কিন্তু সমস্ত লোকের সমষ্টিরূপ বিরাট্‌কে আয়ত্ত করিয়া সকলকে বিরাটের অংশ দিবার জন্য তিনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই কর্ম্ম তখনই সফল হইবে যখন চিরস্থায়ী বিজ্ঞান অর্থাৎ সূর্য্য-বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অখণ্ড মহাযোগের প্রচার উদ্দেশ্যে এবং ইহাকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য তিনি নরদেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় বলা চলে না। কারণ তিনি একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম—এমন কর্ম্ম যাহা সৃষ্টির পর হইতে কখনও জগতে প্রকাশিত হয় নাই—সম্পন্ন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। যোগী, ঋষি প্রভৃতি জগতে অবতীর্ণ হইয়া স্ব-কর্ম্মের প্রভাবে নিজ নিজ ভাবের অনুসরণ পূর্ব্বক কোন না কোন ঐশ্বরিক লোকে আরূঢ় হন। যিনি যে স্থানই প্রাপ্ত হন তাহা পূর্ব্ব হইতে বিশ্ব-প্রকৃতির গর্ভে রহিয়াছে ; তিনি নূতন করিয়া কিছু রচনা করেন না। যে সকল রচনা নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাও বাস্তবিক পক্ষে নূতন রচনা নহে। তাহা পূর্ব্ব হইতে সৃষ্টির মূল সত্তাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে কোন প্রকারে নূতন বলা চলে না। কিন্তু বিশুদ্ধানন্দের রচনা সর্ব্বথা নূতন। উহা অতিসৃষ্টি—অর্থাৎ অপ্রাকৃত সৃষ্টি। যখন তিনি দেহী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায় সকলের দৃশ্যরূপে বিদ্যমান ছিলেন, তখন তিনি কথা-প্রসঙ্গে বহুবার বলিয়াছেন যে, জ্ঞানগঞ্জ বিশ্বসৃষ্টির পরাবস্থা এবং তিনি যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে জগতে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। আরও একটি কথা তিনি বলিতেন। দেবতার মহিমা সাক্ষাৎ ভাবে দেবলোকেই আবদ্ধ থাকে, কিন্তু তিনি যে মহাকর্ম্ম করিতে আসিয়াছেন তাহা পূর্ণ হইলে মরলোকেরই মহিমা চিরস্থায়ী হইবে। দেবলোক হইতে মরলোকের মাহাত্ম্য অধিক হইবে এবং মরদেহের গৌরব ও মহিমা এক সময় পরম দেবতাকেও অঙ্গীকার করিয়া পূর্ণত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি বহুবার দুঃখের সহিত বলিতেন যে, যেটি বিশ্বের প্রকৃত কর্ম্ম তাহা এখনও আরম্ভই হয় নাই। কর্ম্ম ভূমির জীব অর্থাৎ নরদেহ-ধারী ব্যতীত অন্যের—দেবতাদির— কর্ম্মে অধিকার নাই। কিন্তু মনুষ্য অধিকারী হইলেও সে মহা-কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইতেছে না। কারণ কেহ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে নাই। এই জন্য তিনি বলিতেন, মনুষ্যত্ব লাভের পর বিজ্ঞানের উদয় হইলে, তাঁহার সন্তানগণ সকলেই নিশ্চিন্তমনে প্রকৃত কর্ম্মে রত হইবে। কারণ তখন খাওয়া পরার কোন চিন্তা থাকিবে না। যখন সকল প্রকার জাগতিক অভাব মিটাইবার উপায় স্বরূপ বিজ্ঞানের দ্বার অধিকারী সন্তানমাত্রের জন্য উন্মুক্ত হইয়া যাইবে, যখন জরা মৃত্যু প্রভৃতি দৈহিক বিকার এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক বিকার অপগত হইবে, তখন সেই মহাকর্ম্মে রত হইতে কাহারও কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবন্ধক থাকিবে না। মনুষ্য ভিন্ন, অন্যের পক্ষে সেই মহা-কর্ম্মসাধ্য বস্তু লাভ করা সম্ভবপর নহে। মনুষ্যের জীবন হইতে যাবতীয় বাধা অপসারিত করিয়া, মনুষ্যকে প্রকৃত মনুষ্যরূপে পরিণত করিয়া, এই মহাপথে চালিত করা আবশ্যক।

বিশুদ্ধানন্দের সেই মহাস্বপ্ন আজ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বিশুদ্ধ সত্তার মহিমা জগতে কেহই অবগত নহে। বিশুদ্ধ সত্তা অংশরূপে বিশুদ্ধানন্দ নামে মর জগতে আবির্ভূত হইয়া এবং নিজে নর দেহ গ্রহণ করিয়া নরের মর্য্যাদা বাড়াইয়াছেন। যোগী, ঋষি এবং মুনিগণ ঐশ্বরিক চিন্তা লইয়াই জীবন অতিবাহিত করেন এবং সংসারক্লিষ্ট জীবকে ঈশ্বর-সন্নিধানে যাওয়ার পথ নির্দ্দেশ করেন, অথবা নিজবলে তাঁহার নিকট লইয়া যান। এই জন্যই তাঁহারা মহনীয় ও সকলের প্রাতঃস্মরণীয়। ভগবানের গুণগান করা, তাঁহার লীলা ও কীর্ত্তি জগতে প্রচার করা এবং জগৎ হইতে জীবের মনকে নানা উপায়ে প্রত্যাহৃত করিয়া ভগবদুন্মুখ করা—ইহাই তাঁহাদের জীব-সেবা। তাঁহারা জানেন, দেহ অনিত্য, সংসার অনিত্য, মনুষ্যের জীবন ও জাগতিক ভোগ্য-সম্ভার ক্ষণভঙ্গুর। এই সকল জড় পদার্থ অথবা জড়মিশ্র পদার্থ পরম চৈতন্যরূপ ভগবৎ বস্তুকে প্রাপ্ত হইবার পথে অন্তরায় স্বরূপ। এইজন্য তাঁহারা দেহ ও জগতের নশ্বরতা ও চৈতন্যের নিত্যতা শিক্ষাদান পূর্ব্বক জগতের দিকে বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া চৈতন্যের দিকে জীবের মনের আকর্ষণ বাড়াইবার চেষ্টা করেন। লোকের মন বিচিত্র, বাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচিত্র এবং ধারণার শক্তি বা অধিকার বিচিত্র। তাই মহাজনগণ অধিকার-ভেদ অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিতাপ-পীড়িত জীব সকলকে কর্ম্ম মার্গ, ভক্তি মার্গ, জ্ঞান মার্গ এবং বিভিন্ন প্রকার যোগ মার্গের উপদেশ দিয়া থাকেন। মহাজনগণ ভগবানের উপাসক এবং জীবকেও সেই উপাসনা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ ছিলেন জীবের উপাসক। যিনি বিশুদ্ধ সত্তারূপে চৈতন্য সত্তারও অতীত, যিনি আলোক ও অন্ধকার উভয়ের পর পারে অবস্থিত হইয়া আলোক ও অন্ধকারকে সমষ্টি করিয়া জীবকে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পথ প্রদর্শনের জন্য মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ, তিনি ত জীবেরই অভাব দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা কৃতসংকল্প। তিনি বলেন, জগৎ যাঁহাকে পূজা করে এবং সম্মানের স্থান দিয়া থাকে, তিনি যতই শ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিরূঢ় থাকুন না কেন তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বস্তু মর-দেহ-সম্পন্ন মনুষ্যের ভিতর রহিয়াছে। এই বস্তুকে জাগাইতে পারিলে তাহার প্রভাবে, এমন একটি পদ আবির্ভূত হইবে যাহার তুলনায় তথাকথিত ব্রহ্মপদ তুচ্ছ মনে হইবে। তিনি বুঝিতেন, মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ না করিতে পারিলে, পূর্ণ ব্রহ্ম অবস্থার প্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র। দেবতার অথবা ঈশ্বরের সমকক্ষতা লাভ করা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নহে। মনুষ্যত্ব লাভ না করিয়াও ঐ সকল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা পাইতে হইলে জাগিবার প্রয়োজন হয় না, আর জাগিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা পাইবারও প্রয়োজন থাকে না। মনুষ্য না হইয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে গেলে, ঈশ্বরকে ত পাওয়া যায়ই না, বরং ঈশ্বরে নিজ-সত্তা বিলীন হইয়া যায়। ঈশ্বর-সাধনা দ্বারা কখনও ঈশ্বর-স্থান বিদ্ধ করা যায় না, কল্পিত ঐশ্বর্য্যের লাভ হয় মাত্র। এইজন্য তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য হইয়া থাকিতে বলিয়াছেন। মানুষ হইয়া থাকিতে পারিলে ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি সবই তাহার সুলভ হয়, কখনও তাহার ভাবের অভাব হয় না। বিজ্ঞান লাভ একমাত্র মনুষ্য-শরীরেই হইতে পারে। চৈতন্য ও অবচৈতন্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ অবগত হইয়া অবচৈতন্যকে পূর্ণভাবে জাগ্রৎ করিতে পারিলে একটি অখণ্ড মন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অতি মূল্যবান্ বস্তু। দেবতাদি ত দূরের কথা, যিনি সমষ্টি দেবতা তিনিও ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না।

এই দুর্লভ বস্তুটি আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ বা গোলোক কোথাও কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যদি করিতে পারিতেন তাহা হইলে আমাদিগকে আজ এই বিভীষিকাময় কালের রাজ্যের অবসান কামনা করিতে হইত না। এই মহারত্নটির সন্ধান পাইলে ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ অথবা শিবপদকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত। বিশুদ্ধানন্দ চিরদিন মরদেহের সাধনা করিয়াছেন, কি উপায়ে মরদেহ মৃত্যু-বর্জ্জিত হইয়া চিদানন্দময় নিত্য দেহে পরিণত হইতে পারে তাহারই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যকে সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনুষ্যত্ব তাঁহার সাধ্য ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া, মনুষ্য বিজ্ঞান-পথে অগ্রসর হউক, এবং সর্ব্বশেষে বিজ্ঞান-স্বরূপে অবস্থিত হউক, ইহাই ছিল তাঁহার প্রাণের কামনা। ক্ষণকে ও মহাপ্রাণকে লাভ করিতে হইলে, বিজ্ঞানের পথই একমাত্র পথ। অতএব বিজ্ঞান এবং তাহার উপায় স্বরূপ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রের প্রাপ্য সম্পদ্। চৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করিয়া অথবা বিচার কিংবা উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা প্রকৃষ্ট জ্ঞান নহে। কারণ ব্যক্তিগত ভাবে মনকে একাগ্রতা লাভ করাইলেও মনের মূলগত খণ্ড ভাব কখনই দূর হয় না। আলোর মনের কার্য্য সাঙ্গ করিয়া, অন্ধকার মনের কার্য্য সমাধা করিতে না পারিলে অখণ্ড মন কোথা হইতে আসিবে? মন অখণ্ড হইলে অখণ্ড প্রাণকে পাইতে বিলম্ব হয় না।

বিশুদ্ধানন্দ বিশুদ্ধ সত্তারূপে প্রতি জীবনের মধ্যে রেণু রেণু হইয়া বিরাজ করিতেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমগ্র জগতে এবং জগতের অতীত সত্তাতে সকলের সঙ্গে ব্যাপ্তভাবে তাঁহার প্রকাশ না হইবে ততক্ষণ তাঁহার প্রকৃত জন্ম হইয়াছে বলা চলে না। বিভিন্ন স্তরের সত্ত্বের আধার সকল মররক্তে পূর্ণ হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত বিশুদ্ধানন্দের জন্ম হইয়াছে, একথা বলা চলে না। সর্ব্বত্র সকলের আধারের যেটি সার সত্তা, সেইটি বিশুদ্ধসত্তা। তাঁহার প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের দ্বারা ইহা বিশিষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। আসল বস্তুটি কি, তাহা কর্ম্ম ব্যতীত জানিতে পারা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধসত্তা চতুর্দ্দশ ভুবনের উর্দ্ধে, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধে, বিরাজমান। পূর্ণ সত্তা হইতে একটি কণামাত্র, বিশাল অগ্নিরাশি হইতে নির্গত একটি স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, নিঃসৃত হইয়া মরজগতে অবতীর্ণ হইলেন। সাধারণ জীবের জন্ম, অর্থাৎ চৈতন্য অথবা প্রাণ হইতে যে সৃষ্টি হয় তাহা, ক্ষরণরূপী। উহাকে পরাশক্তির ক্ষরণ বলে। এই প্রকার জন্মে পুরুষ প্রকৃতির দৈহিক সংযোগ আবশ্যক হয়। বিশুদ্ধ সত্তার জন্ম চৈতন্য হইতে নহে, কিন্তু অন্ধকারের বিরাট্ মন হইতে। পূর্ব্ববর্ণিত কণাসত্তা অন্ধকারের মনটিতে জড়িত হইয়া মরভূমিতে আবির্ভূত হইলেন। তখন পর্য্যন্ত সৃষ্টি মধ্যে এই সত্তা অথবা এই মনের কার্য্য পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এই মন ও সত্তার যুক্তভাবে আবির্ভাবই বিশুদ্ধানন্দের জন্ম। বিশুদ্ধসত্তার রশ্মি কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া মরজগতে প্রবেশ করিল তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত। অনেকের ধারণা আছে, লোক-লোকান্তর অথবা ভুবন-সমূহের স্তর বিন্যাস উর্দ্ধ-অধোভাবে বিদ্যমান। তাঁহারা মনে করেন, পৃথিবী বা ভূ-লোক সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নবর্ত্তী স্তর। ইহার উপরে ভুবর্লোক, তাহার উপরে স্বর্গলোক এবং এই প্রকারে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্য বা ব্রহ্মলোক অবস্থিত। কিন্তু এই ধারণা অমূলক। কারণ স্তর-সমূহের বিন্যাস অধ-উর্দ্ধ নহে। ভূ-লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকই একই স্তরে অবস্থিত। কারণ ব্রহ্ম হইতে যখন স্ফুরণ হয় তখন সম্মুখেই হয়। প্রদীপ হইতে যখন প্রভা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঃসৃত হয় তখন চারিদিকে সমানভাবেই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই ক্ষরণ সন্মুখেই হয়। যে কোনও দুইটি লোকের মধ্যে, শুধু মধ্যে নহে প্রতিলোকের চতুর্দ্দিকে, শূন্য বিরাজ করিতেছে। লোক সকল একই সঙ্গে সব দিক্ হইতে ফুটিয়া উঠে। তখন গোল বা ত্রিকোণ কিছুই বলা চলে না, কারণ বোধের উদয় হয় নাই। ব্রহ্ম হইতে একটি ঢেউয়েতেই সব লোকের সৃষ্টি হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাদের প্রথমটি ব্রহ্মলোক এবং শেষটি মর্ত্যলোক। মরজগৎকে কেন্দ্র করিয়া সকল লোকের আবির্ভাব হইল। তখন ব্রহ্ম হইল উর্দ্ধ, মর হইল অধঃ, এবং মধ্যস্থানে সমস্ত লোক রহিয়া গেল। মরজগৎ হইয়াছে বলিয়া, মরজগতের দিক্ হইতে এই রকম বলিতে হইতেছে। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে যে স্ফুরণ তাহাই প্রথম বা ব্রহ্মলোক। তাহার পর বিভিন্ন অমর লোক পাশাপাশি। সর্ব্বশেষ লোকটি মর লোক, ইহাই বিন্দু বা পৃথিবী। ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবর্ত্তী কোন লোকেই বিন্দু নাই। এই জন্য কোন উর্দ্ধ লোকে মৃত্তিকা নাই। বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া লোক সকল বিন্যস্ত হইল। এক একটি স্তর এক একটি আকার বিশিষ্ট,—কোনটি পদ্মের ন্যায়, কোনটি শঙ্খের ন্যায় ইত্যাদি। প্রত্যেকটি স্তরই শূন্যের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। সব প্রাণময়, চৈতন্যময়, কিন্তু বোধ কোথাও নাই। বোধ থাকিলে ঐরূপ নিরালম্ব অবস্থায় শূন্যে থাকিতে পারিত না, ভূমিতে পতিত হইত। কোন উর্দ্ধ লোকেই কেহ কখনও কথা বলে না, কথা বলিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর উর্দ্ধ লোকে থাকিতে পারে না, নীচে পড়িয়া যায়। উর্দ্ধ লোকে কোন স্থানেই পর্য্যায়ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে না। দেবগণ শ্বাস টানিতে পারে, কিন্তু ফেলিতে পারে না। শ্বাস ফেলিলেই তাহারা দেবভাব হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে। মৃত্তিকা না থাকিলে শ্বাস টানা যায়, কিন্তু ফেলা যায় না।

বিশুদ্ধসত্তা যখন অংশরূপে ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধ হইতে মরলোকে নামিয়া আসিল, তখন পূর্ব্বোক্ত লোক সকল ভেদ করিয়া আসে নাই। ভিতর দিয়া আসিতে গেলে আসিতেই পারিত না। এইজন্য ভুবন সকল ভেদ না করিয়া তাহাদের বাহির দিয়া আগত হইল অর্থাৎ শূন্যকে অবলম্বন করিয়া আসিল। এই শূন্যই ক্ষণরূপী। বস্তুতঃ সৃষ্টির বহু পূর্ব্ব হইতেই ক্ষণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু স্বরূপ না থাকাতে তাহাকে 'আদি' বলা চলে না। ক্ষণকে একমাত্র বিশুদ্ধসত্তাই চিনিতে পারিল ও তাহাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বিশুদ্ধসত্তা ব্যগ্র হইল।

অতএব বিশুদ্ধসত্তার অংশ, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি ভুবন-সকলের পরিবেষ্টন স্বরূপ চারিদিকে যে মহাশূন্য রহিয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া মর যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়া মরদেহ গ্রহণ করিলেন। ক্ষণযুক্ত কর্ম্মকে আবিষ্কার করা এবং জগতে প্রচার করা, তাঁহার অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মর যোনিতে আসিলেও এবং মর দেহ গ্রহণ করিলেও তাঁহার জন্মটি প্রকৃতপ্রস্তাবে যোনি-জন্ম ছিল না। পরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির ক্ষরণরূপে চৈতন্য হইতে অবতরণ হইলে যোনি-জন্ম হয়, অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ আবশ্যক হয়। শূন্য ধরিয়া অবতরণের ফলে সংযোগের আবশ্যকতা হয় নাই। চৈতন্যের ভিতর দিয়া অর্থাৎ পূর্ণকে ধরিয়া অবতরণ করিলে মাতৃগর্ভে পরা (পোরো) কে প্রাপ্ত হইতে হইত। ঐ স্থলে যোনি-জন্ম হইত।

চৈতন্যসত্তা ও বিশুদ্ধসত্তার মধ্যে আরও কিছু পার্থক্য আছে। চৈতন্য শুধু চৈতন্যকে আকর্ষণ করিতে পারে, অর্থাৎ নিজের অংশকে টানিয়া নিজের সান্নিধ্য প্রাপ্ত করাইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধসত্তার অধিকার ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। ইনি চৈতন্যের ন্যায় অ-চৈতন্যকেও আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ। চৈতন্য কখনও অবতীর্ণ হয় না, অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা হইতে ক্ষরণ হইতেছে। কিন্তু যেটি বিশুদ্ধসত্তা, সমভাবে চৈতন্য ও অচৈতন্য, তিনি অবতরণ করিতেছেন ও করাইতেছেন। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ মনুষ্যত্ব বা এক-লক্ষ্য বিজ্ঞান। ইহাই মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং ইহা স্থাপনের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বিশুদ্ধসত্তার মরজগতে অবতরণের দ্বিতীয় প্রয়োজন ছিল শিষ্যরূপে নিজেকে সৃষ্টি করা। তিনি স্রষ্টা হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সৃষ্ট হইতে পারেন নাই। তাই শিষ্যরূপ দ্বিতীয় চাহিয়াছিলেন। আর্ত্তের অর্থাৎ যোগী, ঋষি প্রভৃতি মহাজনদিগের (যাঁহারা কার্য্য অপূর্ণ রাখিয়া মর জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন) পরিজন জগতে আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বিশুদ্ধ সত্তার পরিজন জগতে নাই। তাহা এখানকার আত্মার দ্বারা সিদ্ধ হইবে। তিনি করিতে পারেন না, করাইতে পারেন মাত্র। তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, চৈতন্যের সৃষ্টি রোধ হওয়া সম্ভব নহে, যতক্ষণ তাঁহার নিজের কর্ম্ম পূর্ণ না হয়। সৃষ্টগণ একাবস্থাতে আসিয়া 'আর্ত্তনা' না করা পর্য্যন্ত আর্ত্তিভাব পূর্ণ হইবে না, তাই ততক্ষণ তিনি নিষ্ক্রিয়। তাঁহার ঐ দেহের দ্বারা কার্য্য করা হইল না। অধোলোকে অর্থাৎ স্থূল জগতে সেই 'আর্ত্তনা' আসিল না বলিয়া তিনি কর্ম্ম পূর্ণ করিতে পারিলেন না। চৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ নাই। সকলের সার তিনি, কিন্তু মরদেহের 'আর্ত্তনা'-ভাব আসা চাই। তিনি মরদেহের ভিতরে প্রকৃত কর্ম্মের বীজ বপন করিলেন এবং তাহাকে অক্ষত চৈতন্যময়ীর সঙ্গে যোগে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া দান করিলেন। ইহা ঠিক প্রচলিত দীক্ষা নহে,—কিছু কিছু কর্ম্ম রোপণ করিয়া পর-স্বরূপকে চিনাইবার জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে কালকে সমাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দীক্ষার অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহা না করিলে চৈতন্যময়ীর স্বরূপ কেহ বুঝিতে পারিত না।

এই অক্ষত চৈতন্যময়ী মা কুমারীরই নামান্তর। 'কুমারী' শব্দের অর্থ কুণ্ডল অর্থাৎ নাভির ছিদ্র। অন্তরঙ্গতম ভাবে দেখিতে গেলে কুমারীটিই তত্ত্ব, বহিরঙ্গভাবে কুমারী বলিতে ব্রাহ্মণ বংশে জাত অক্ষত কন্যাকে বুঝায়। লৌকিক হিসাবে পূর্ণ পুরুষকারের যোগ্যতা দ্বারা ইহার সেবা যথা-বিধি করা আবশ্যক। ইনি জীবন্ত শক্তি। সেবা দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সন্তোষের ফলরূপ প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রসাদ গ্রহণের ফলে অন্তরঙ্গ তত্ত্ব অর্থাৎ নাভি-কুণ্ডল ভেদ হয়। কুমারী-তত্ত্ব নিজ সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মের অতীত ভূমি অতিক্রম করা যায় না। কুমারী মাতৃমূর্ত্তি, তাঁহার নিষ্ঠা-যুক্ত সেবা ব্যতীত দীক্ষা তত্ত্বের পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না। জগতে যে দীক্ষা প্রচলিত রহিয়াছে তাহা প্রকৃত দীক্ষার অভিনয় মাত্র। কুমারী-সেবাই যথার্থ দীক্ষা।

তিনি দীক্ষা দিয়া পূর্ণভাবে দীক্ষাতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য মহানিশাতে মহাশক্তির ষোড়শ অংশে এই কর্ম্ম সমাপন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে এখনও এই কর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারা যাইতেছে। এক মাত্র সেবাশক্তি প্রকাশ স্বরূপ, সেই শক্তির ধারক হয় সেবক। তিনি এই মূল কর্ম্মের স্বরূপ। যতক্ষণ জীবের ঘোর বা সংশয় থাকে ততক্ষণ মহানিশার কর্ম্ম ও সেবা গ্রহণ দুঃসাধ্য। এত দিনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। কুমারী-তত্ত্ব পূর্ণ করিবার জন্য বিশুদ্ধ সত্তা বিশুদ্ধানন্দরূপে কুমারীর আধার হইয়া জীব জগতে খণ্ড মাতৃকাদ্বারা সেবা-মহিমা প্রকাশিত করিয়াছেন। চৈতন্যময়ীর অংশরূপে কুমারী-মাতার সেবা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। দীক্ষার পর দীক্ষিত শিষ্যকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে এই জন্য অন্ধকারের অসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদনের অঙ্গরূপে মরদেহের রসকে প্রাধান্য দিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য এবং ঐ প্রাধান্য বাড়াইবার জন্য সেবাশক্তির কার্য্য পূর্ণ উদ্যমের সহিত চলিতেছে। যখন সমগ্র ভূমণ্ডলে অমররূপে মর রক্ত ব্যাপ্ত হইয়া যাইবে, তখন সকলকেই এক নিমেষের জন্য সেবা করিতেই হইবে। সেবা ব্যতীত বিজ্ঞান আবির্ভূত হইবে না। সেবার ফলে বিজ্ঞানের পথ আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞানটি যন্ত্রস্বরূপ হয়। প্রসাদগ্রহণের শক্তি থাকে বলিয়াই সেবককে সিদ্ধ বলিতে হয়। ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ। বিশুদ্ধসত্তা মাতৃসেবা প্রতিষ্ঠার জন্যই জগতে আগমন করিয়াছিলেন, এবং সেবা যুক্ত করিবার জন্য জগৎ হইতে তিরোধান করিয়াছেন। তিরোধানের পর অবিশ্রান্ত কর্ম্ম চলিতেছে। সমগ্র মানব আত্মা, পিতৃগণ, দেবতাগণ, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, শক্তি, পরাশক্তি, পুরুষোত্তম, সকলে মিলিত হইয়া সূর্য্য-অবতরণের পর সেবাসিদ্ধ হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। মরসত্তাতে প্রসাদ গ্রহণের অধিকার সকলের পূর্ব্বে। যিনি সম্পূর্ণ শক্তিমান্ সেবক তিনি অন্ধকারের কর্ম্মে প্রথম হইতেই যুক্ত থাকার দরুণ চরম অবস্থার পরেও বোধের সঙ্গে যুক্ত থাকিবেন। তাঁহার বোধ কখনই নষ্ট হইবে না। সেবা, প্রণাম ও প্রসাদ—ইহা দ্বারাই প্রকৃতিকে অতিক্রম করা যায়, এবং কালের সমাধান করা যায়। পূর্ণ অক্ষত চৈতন্যময়ী মা ব্যতীত, আর কেহ সমাধান করিতে পারে না। সেবক ও সেব্যের মধ্যে ব্যবধান রাখিতে হয়, নতুবা নিজেকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাচীনকাল হইতে যে সকল যোগ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবই সাধন-পদ্ধতি, প্রকৃত যোগ-পদ্ধতি নহে। সেবা ব্যতিরেকে যুক্ত হওয়া অসম্ভব।

এই মহাকর্ম্মের ফলে, ঊর্দ্ধতম লোক হইতে সকল লোক-লোকান্তর একটি একটি করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সময়ে চন্দ্রলোককে আশ্রয় করিয়া ঐ সকল লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পর্য্যন্ত কার্য্য সেবা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। লোক সকলের অবতরণের পর রিক্ত স্থানটি কুমারী-তত্ত্বের দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। কুমারী-তত্ত্বের সহকারিতা ব্যতীত বিজ্ঞানের কার্য্য কি প্রকারে হইবে? শক্তির কার্য্যে অর্থের উপলব্ধি হয়, কিন্তু তত্ত্বের কার্য্যে যে কি পাওয়া যায় তাহা বিনা কর্ম্মে কেহ বুঝিতে পারিবে না।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮

কালনাশক কর্ম্ম

মনের সাধন ও মনুষ্যত্বের বিকাশ

শক্তি মূলে এক ও অভিন্ন হইলেও কার্য্যতঃ তিন প্রকার। তাহার পর সেই ত্রিবিধ শক্তি ব্যবহার-ভূমিতে অনন্ত প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে। মরদেহ ধারণ করিয়া এই ত্রিবিধ শক্তির সাহায্যে মরদেহোচিত কর্ম্ম পূর্ণ করিতে পারিলে মনুষ্যত্ব লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই তিনটি শক্তির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মশক্তি, তাহার পর জ্ঞান শক্তি ও সর্ব্বশেষে ভাবশক্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

কর্ম্মশক্তি মহাশক্তি, ইহা মায়াহীন কঠোর শক্তি। জ্ঞানশক্তি মহামায়া এবং ভাবশক্তি মহামহামায়া ও তাহার অতীত। এই দুইটি শক্তি মায়াহীন নহে। মায়াহীন হইলেও কর্ম্মশক্তির মহিমা যোগীর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অধিক। কারণ কোন পথে প্রবিষ্ট হইয়া নির্ব্বিঘ্নে যোগ-সম্পৎ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মশক্তির উপাসনাই আবশ্যক হয়। জীব শুভাশুভ, সুখ দুঃখ এবং নানা প্রকার মলিন সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন এবং স্থূল ভাবাপন্ন। যতক্ষণ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ জীবত্ব বিবর্জ্জিত হইয়া যোগপথে সহজভাবে চলিবার অধিকার না হয়, ততক্ষণ আত্মশোধনের জন্য কর্ম্মশক্তিই অবলম্বনীয়। কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানে প্রবিষ্ট হওয়া চলে না। কারণ প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান শাস্ত্রা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোচনা ও বিচার প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত হয় না। যাহা হয় তাহা শুষ্ক জ্ঞান মাত্র। কর্ম্মশক্তির সাহায্যে যথাবিধি কর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে না পারিলে স্বভাবসিদ্ধ নিজ জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। কর্ম্মশক্তি সৃষ্টির মূলে রহিয়াছেন, সুতরাং বুঝিতে হইবে সৃষ্টির মূলে সকল পদার্থের এবং যাবতীয় ব্যবহারের একমাত্র নিয়ামক এই কর্ম্মশক্তি। সৃষ্টির উর্দ্ধে না যাওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মশক্তির অধীন থাকিতেই হয়। সৃষ্টির পর জ্ঞান শক্তির কার্য্য আরম্ভ হয় অর্থাৎ সৃষ্টির পরাবস্থায় যাইতে হইলে জ্ঞানশক্তির সাহায্য অপরিহার্য্য। জ্ঞান-শক্তির সহকারিতা ব্যতিরেকে প্রাণ অথবা চৈতন্যের সান্নিধ্য-লাভ করা যায় না। কিন্তু প্রাণের সান্নিধ্য-লাভই মহাযোগীর চরম লক্ষ্য নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে চৈতন্যরূপী পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকারের পর আর যোগপথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন থাকিত না। তখন পুরুষোত্তম-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল কর্ম্মের অবসান হইয়া যাইত, অর্থাৎ জ্ঞানে আসিয়া যাবতীয় কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইত। তাহার পর কর্ত্তব্য বলিয়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞানের পর ভাবশক্তির বিকাশ আবশ্যক হয়, তাহা না হইলে প্রাণের সান্নিধ্যের পর নিজস্ব-মনকে লাভ করিবার আর কোনও উপায় থাকে না। জগতে প্রচলিত সাধন-প্রণালীতে চৈতন্যরূপী প্রাণের সাক্ষাৎকারের পর আর মনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জন্যই প্রকৃত বোধ-প্রাপ্তিরূপ মনুষ্যত্বলাভের দ্বার এখনও জগতে উন্মুক্ত হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই দুইটিকে সমন্বয় করিতে পারিলে ভাবশক্তির বিকাশ হয়। ভাবশক্তি আয়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিজস্ব-মনের সন্ধান পাওয়া যায় না। নিজস্ব-মনকে প্রাপ্ত হইলে যোগী কর্ম্মশক্তির প্রভাব হইতে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করে। কর্ম্মশক্তির প্রভাব না থাকিলে সংহার হইতে পারে না। জ্ঞানশক্তির সাহায্যে প্রাণের দর্শনলাভ করিলেও সম্পূর্ণভাবে সংহার হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। যদি যাইত তাহা হইলে জ্ঞানীর দেহত্যাগ কখনই হইত না। ইহা হইতে বুঝা যায়, জ্ঞানের দ্বারা চৈতন্যের অপরোক্ষ দর্শন হইলেও দেহ তাহার ফল লাভ করে না—অর্থাৎ জ্ঞানের ফলে দেহে চৈতন্যের বিকাশ হয় না এবং দেহ অমরত্ব লাভ করে না। জ্ঞানীও মৃত্যুজয় করিতে সমর্থ হয় না। দেহের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য মনই একমাত্র সাধন। মন জাগ্রৎ না হইলে দেহকে জাগ্রৎ করিবে কে? যে সাধনায় মন উপেক্ষিত হয় তাহাতে অবশ্যম্ভাবিরূপে দেহও উপেক্ষিত হয়। বস্তুতঃ দেহ ও মন জড়ত্ব পরিহার করিতে সমর্থ না হইয়া যথাসময়ে চৈতন্য হইতে বিযুক্ত হয়। দেহ কালের গ্রাসে পতিত হয়। মনের সন্ধান কেহ রাখে না, কিন্তু মনও পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে। দেহ, প্রাণ ও মন এই তিনের সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জ্ঞানের দ্বারাও মৃত্যুজয় হয় না। ভাবশক্তির বস্তু নিজস্ব-মনকে প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর আশঙ্কা আর থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Imp

অতএব ভাবশক্তি পর্য্যন্ত কর্ম্ম পূর্ণ কয়িয়া নিজস্ব-মন আয়ত্ত করিতে না পারিলে কালের রাজ্যে বাস করিয়া কালের সংহার-লীলার অধীন থাকিতেই হয়।

জীবের জীবদেহ যতদিন পর্য্যন্ত থাকে, ততদিন কর্ম্মশক্তির সহিত তাহার একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কর্ম্মশক্তিই জীবকে গুরু-সান্নিধ্য লাভের জন্য পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। কর্ম্মশক্তি-প্রদর্শিত পথে না চলিলে চৈতন্যরূপী প্রাণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কর্ম্মশক্তির সাধনার সময় জীবভাবটি অক্ষত থাকে। ইহা অত্যন্ত স্থূল অবস্থা। তাই এই অবস্থায় চিত্তে বিচার-বুদ্ধির উদয় অপরিহার্য্য। বস্তুতঃ কর্ম্ম নির্ব্বিচারেই করণীয়। সংশয়, বিচার, অশ্রদ্ধা, আশঙ্কা প্রভৃতি ভাব বর্জ্জন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাহা না হইলে কর্ম্মটি নির্দ্দোষ হয় না। কিন্তু লেশমাত্র ত্রুটি বা দোষ থাকিলে কর্ম্ম হইতে যথোচিত ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ ও কার্য্যের নিয়ত সম্বন্ধ কোন প্রকারে উল্লঙ্ঘন করা চলে না। কারণে বৈগুণ্য থাকিলে কার্য্য বা ফল উৎপন্ন হইবে কোথা হইতে? এই জন্যই জীবভাবে কর্ম্ম করিবার সময় কর্ম্মশক্তির সাহায্য পাইলে জীবের কৃতকর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ অবস্থা লাভ করে। ইহা কর্ম্মশক্তির প্রভাব, অর্থাৎ চৈতন্যময়ী মায়ের কৃপা। ইহার জন্য জীবকে সেবার দ্বারা কর্ম্মশক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। দেহের ভালমন্দ, সুখদুঃখ প্রভৃতি যোগ করিয়া কর্ম্মশক্তির ক্রিয়া উদ্‌যাপন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। তাহার ফলে প্রাণের সান্নিধ্য-লাভ ঘটে। সেবা অতি সরল, অথচ অত্যন্ত কঠিন। কর্ম্মী নর-দেহধারী। সেবাতে তাহার নিজের যেমন তৃপ্তি হয় তেমনি তৃপ্তি দান পূর্ব্বক, আদি-শক্তির কল্পিতমূর্ত্তি নরদেহধারিণী অখণ্ড কুমারীকে মহাদেবী জ্ঞানে নির্ব্বিচারে ধারণ করিয়া আত্মবৎ সেবা করিতে হয়—"সেবা ধর্ম্মঃ পরমগহনঃ যোগিনামপ্যগম্যঃ।" কর্ম্মী কর্ম্মশক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া গ্রহণ করে। মরদেহে যেমন চৈতন্যের অভিব্যক্তি আছে, দেবী-দেহেও তেমনি আছে। এইজন্য চৈতন্যময়ীর সেবা করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। ইহার দ্বারা স্থূল বা জড়দেহের মলিনতা কাটিয়া যায়। ভাবরাজ্যে বাস করিতে হইলে ভাবেই যোগ হয়, যোগে ভাব হয় না। বিচিত্র সংসার ভাবেই চলিতেছে।

চৈতন্যময়ীর সেবা ও প্রসাদের গুণে জড়দেহের সকল প্রকার দুষ্কৃতি নিবৃত্ত হয়। কোনও প্রকার মলিনতা আর দেহকে স্পর্শ করে না। এইভাবে মলিনতা শূন্য হইলে ঐ শূন্য স্থান জ্ঞানশক্তির আবির্ভাবের জন্য উন্মুক্ত দ্বার স্বরূপ হয়। কর্ম্মশক্তি হইতে জ্ঞানশক্তিতে উন্নীত হইতে হইলে মরদেহীর পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ মার্গ।

মর দেহে পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ প্রভৃতি যাবতীয় মল তখন শুদ্ধ হইয়া যায়, জ্ঞানশক্তির প্রভাবে সমষ্টিবদ্ধ ও পিণ্ডবৎ হইয়া চৈতন্যময় ও তেজোময় প্রাণের নিকট উপস্থিত হয়। স্থূল জগতে যে সকল সূক্ষ্ম ও বৃহৎ বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং মরদেহে যে সকল সূক্ষ্ম ও স্থূল তন্ত্রী কার্য্য করিয়া থাকে উভয়ে মিলিত হইয়া ভাবশক্তির পথ খুলিয়া দেয়। জ্ঞান-শক্তির স্ব-কার্য্য ঐখানেই সমাপ্ত হইয়া যায়। উহার উর্দ্ধে জ্ঞানশক্তি যাইতেই পারে না। কারণ জ্ঞান সহকারে ভাবশক্তির গন্তব্যস্থানে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পিণ্ডবৎ চৈতন্যময় প্রাণ লইয়া কোনও কার্য্য সাধন করা যায় না। ঐ সময় একটি স্থির ও নিষ্ক্রিয়ভাব আপনিই আসিয়া পড়ে।

কর্ম্ম ও জ্ঞানের অতীত, এমন কি স্থির শান্তিময় অদ্বৈত সত্তারও অতীত, এই পরমধামে কি প্রকারে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে? যে স্থানে কর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে না, যেখানে জ্ঞান চির অস্তমিত, যেখানে জীবভাব এমন কি ঈশ্বরভাবও কার্য্য করিতে পারে না, সেখানকার পথ-প্রদর্শন কে করিবে? জগতে ঐ মহাস্থানের সন্ধান সুদুর্ল্লভ। অতি বিরল কোন কোন যোগী হয়ত ঐ পরমস্থানের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহা হইলেও আজ পর্য্যন্ত উহা কার্য্যে পরিণত করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। এই স্থানের উপ-যোগী কর্ম্ম পূর্ণ করিতে হইলে ক্ষণের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। কর্ম্মশক্তির ভিতর হইতেই ক্ষণকে লক্ষ্য করিতে না পারিলে জ্ঞানশক্তির পূর্ণতার পর—বিরাট্ চৈতন্যরূপী গুরুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া—ভাবশক্তিকে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। জীবদেহধারী চৈতন্যময় যোগীগুরু ব্যতীত অন্য কেহ ক্ষণ-ধারণের পথ প্রদর্শন করিতে পারেন না। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যই কৰ্ম্মভূমিতে নরদেহধারী সদ্‌গুরুর প্রয়োজন, নতুবা ত্রিবিধশক্তিকে লাভ করা যায় না।

বৰ্ত্তমান জগতে ক্ষণের মহিমা সকলেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষণের সাহায্য ব্যতীত কালকে বিনাশ করা যায় না। যদিও প্রাচীনকালে যোগিগণ ক্ষণের ও কালের মধ্যে আপেক্ষিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অবগত ছিলেন, তথাপি তাঁহারা ক্ষণ-ধারণের রহস্য অবগত ছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। যোগ-ভাষ্যকার ব্যাসদেব ক্ষণকে বস্তু-পতিত অর্থাৎ বাস্তবিক এবং কালকে বুদ্ধি-নির্ম্মাণ অর্থাৎ বুদ্ধি-কল্পিত কৃত্রিম পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে চিত্ত-বৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থায় বুদ্ধির উপসংহারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ বৌদ্ধ বৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া গেলে একমাত্র ক্ষণই বৰ্ত্তমান থাকে। অতীত ও অনাগতরূপ কালের বিস্তার তখন থাকে না। এই অবস্থায় কালের অতীত একটি স্বয়ম্প্রকাশ চৈতন্যময়ী সত্তা আপনাতে আপনি বিরাজ করেন। বলা বাহুল্য, ইহা আমাদের লক্ষিত ক্ষণতত্ত্বের ঠিক অনুরূপ সিদ্ধান্ত নহে।

ত্রিবিধ শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলে মনকে বশ করিয়া তাহাকে নিজের করিয়া লওয়া যায়। মন, প্রাণ ও দেহের পরস্পর বিয়োগ হইলে চৈতন্যস্বরূপে অবোধ-পূর্ব্বক স্থিতির অনুরূপ অবস্থা লাভ হয়। তাহা একপক্ষে দেহের অতীত এবং অপর পক্ষে মনোবৰ্জ্জিত কৈবল্য অবস্থার আভাস মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে মনকে বৰ্জ্জন না করিয়া তাহাকে কৰ্ম্মকৌশল দ্বারা ধীরে ধীরে আপন করিয়া লইতে হয়। মন আপন হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলে উহা কখনই দেহ ও চৈতন্যকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। মন বশীভূত হইলে ঐ নিজস্ব মনের সহিত প্রাণরূপী চৈতন্যের সমন্বয় সাধন করিতে হয়। ইহাই প্রাণ ও মনের ঐক্য, ইহাই প্রকৃত সাম্য বা সামরস্য। এই পর্য্যন্ত করিতে পারিলে জীব বিজ্ঞান-রাজ্য অথবা গুরু-শিষ্যের যুক্ত সম্বন্ধ-মূলক চরম রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। প্রাণ সূর্য্য এবং মন চন্দ্র, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং চন্দ্র ও সূর্য্যের সমন্বয় ব্যতিরেকে বিজ্ঞান-রাজ্য স্থাপিত হইতে পারে না।

মরদেহ-বর্জ্জিতভাবে অর্থাৎ দেহান্তে পূর্ব্বোক্ত সমন্বয় সিদ্ধ হয় না। কারণ দেহ না থাকিলে মনকে পাওয়া যায় না এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যষ্টি চৈতন্য নিরাধার হইয়া সমষ্টি চৈতন্যে মিশিয়া যাইতে চায়। আত্মার স্থায়ী ব্যক্তিত্ব অভিব্যক্ত হয় না এবং ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য মরদেহে অবস্থান করিয়াই সমগ্র কর্ম্ম সমাধা করিতে হয়। দেহ ভিন্ন কর্ম্মের সিদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। শিব-শক্তি-সামরস্য, হ (সূর্য্য)-ঠ (চন্দ্র)-যোগ প্রভৃতি নানা প্রকার মিলনের নিদর্শন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। রাধা-কৃষ্ণ-মিলনাদিও এই মহাসমন্বয়েরই একটি অঙ্গ মাত্র। কিন্তু কোন সমন্বয়ই কার্য্যকারক হইতে পারে না যদি দেহে অবস্থিত হইয়া প্রাণ ও মনের সমন্বয়-রূপে উহাকে পরিণত করা না যায়। কিন্তু উহা আজ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। ইহার কারণ জ্ঞানশক্তির দ্বারা পরম চৈতন্য লাভের পর মনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। চির-নিরুদ্ধ মনের উত্থানই যেখানে সম্ভবপর নহে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে মনের সহিত প্রাণের মিলন কি করিয়া ঘটিতে পারে? জাগতিক ধর্ম্মগ্রন্থে যে মন পরিচিত তাহা প্রাণের সাক্ষাৎকারের পর চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার পক্ষে প্রাণের সহিত ঐক্যলাভের স্পর্দ্ধা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

বস্তুতঃ প্রাণ অপেক্ষা মন তুর্ব্বল নহে, বরং অধিক তেজস্বী। কিন্তু হইলে কি হইবে? অনুশীলনের অভাবে মনের বল-বৃদ্ধি কেহই করিতে সমর্থ হন নাই। মনের উদ্ভব-স্থান ক্ষণ। সুতরাং এক লক্ষ্যে ক্ষণ-ধারণ করিতে পারিলে মনে অনন্ত শক্তি ফুটিয়া উঠে। তখন উহা দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হয় ও দেহাতীত মহাপ্রাণের সহিত সমসূত্রে মিলিত হইতে পারে। এই মিলনই আবশ্যক। মনকে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণকে কারামুক্ত করা অর্থাৎ মহাপ্রাণে যুক্ত করা আবশ্যক নহে। যতক্ষণ মনের বলাধান না হয় ততক্ষণ প্রাণের সম্মুখীন হওয়া তাহার পক্ষে অবৈধ।

এইজন্য সেবা ও কর্ম্মের মাহাত্ম্য এত অধিক। সেবার ফলে ভাবশুদ্ধি হয় এবং কর্ম্মের দ্বারা যোগপথের উচ্ছৃঙ্খলতা বিদূরিত হয়। তখন যোগপথ উদ্‌যাপন করিয়া জ্ঞানের সহিত ভাবের অর্থাৎ প্রাণের সহিত মনের সমন্বয় করিতে পারিলে পরম বস্তুর প্রকাশ হয়। শুধু প্রকাশ হয় এমন নহে, উহার সান্নিধ্য ভোগ করা যায়, এমন কি উহার সহিত যুক্ত হইয়া ও সকল প্রকারে পরমশক্তি লাভ করিয়া মর দেহকে অমরত্ব দান করা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই অখণ্ড মহাযোগের কর্ম্ম-পদ্ধতি।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে তিন সতর অর্থাৎ একান্ন মাসে এই মহাকার্য্য স্থূলদেহ আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। কর্ম্মটি আরম্ভ হইয়াছিল ১৩৪৮ সালের চৈত্রমাসে এবং সমাপ্ত হইয়াছে ১৩৫৩ সালের আষাঢ় মাসে। প্রতি সতর মাসে এক একটি শক্তির কর্ম্ম পূরণ করিতে হইয়াছে। প্রতি ষোল মাসে এক একটি কর্ম্মের পূরণ হইয়াছে এবং তাহার উদ্বৃত্ত সত্তাটি সপ্তদশ মাসে সঞ্চিত হইয়াছে। প্রথম সতর মাসে স্থূল দেহের কর্ম্ম উদ্‌যাপন করিতে হইয়াছিল। প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে হইলে কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভবপর হয় না। স্থূল দেহের কর্ম্ম তখনই সম্পূর্ণ হইল বলা চলে যখন তাহা দ্বারা বিশাল প্রকৃতিটি আয়ত্ত হইয়া যায়। এই বিশাল প্রকৃতিকে আয়ত্ত না করিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানভূমিতে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতি বশীভূত না হইলে মহাজ্ঞানের পথে উহাই প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে হইলে এই সকল অন্তরায় অপসারণ করা আবশ্যক। প্রকৃতিকে আপন করিতে না পারিলে সে প্রসন্নভাবে পথিককে পথ ছাড়িয়া দিবে কেন? স্থূল দেহে অভিমান প্রবলভাবে থাকিলে বুদ্ধিতে বিচারভাবের উদয় না হইয়া পারে না। স্থূল অভিনিবেশ যাহার যত অধিক, সংশয় শঙ্কা প্রভৃতি ভাবের আক্রমণ তাহার চিত্তে তত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই সব দূর করিয়া কর্ম্ম করিতে না পারিলে, অর্থাৎ নির্ব্বিচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত স্বচ্ছ অন্তঃকরণে যথাবিধি কর্ম্ম না করিতে পারিলে, তাহা হইতে ফল লাভের বিঘ্ন হয়। সেইজন্য এই সকল দোষ পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট শক্তির সাহায্য আবশ্যক হয়। ঐ শক্তির তৃপ্তি-বিধানের জন্যই সেবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যতক্ষণ স্থূলভাব না কাটে ততক্ষণ বিশিষ্ট সেবা বর্জ্জন করা চলে না। এইজন্যই প্রথম সতর মাসের কর্ম্মে বিশিষ্ট মাতৃসেবা একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। মাতৃসেবার ফলে অপরিহার্য্য বিচার-বুদ্ধি ও সংশয়াদি সত্ত্বেও কর্ম্মীর কর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। নির্ব্বিচারে সতর মাস পর্য্যন্ত বন্দী হইয়া অর্থাৎ কঠিন কঠিন বিভিন্ন নিয়মের বন্ধন স্বীকার পূর্ব্বক একান্নলক্ষ জপ-সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারিলে বিশ্ব-প্রকৃতি আয়ত্ত করা যায়। জপের দ্বারা জাপক সিদ্ধি লাভ করে। তখন যাবতীয় বস্তুর সিদ্ধি কর্ম্মীর করতলগত হয়। দেহ, মন, প্রাণ, চন্দ্র, সূর্য্য, জন্ম, মৃত্যু, ভূ-মণ্ডলের অর্থাৎ সৃষ্টির সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূলে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়। তাই শ্রীগুরু বলিতেন, 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। তখন যাবতীয় দিক্ নিরূপণ করিবার যন্ত্রাত্মক একলক্ষ্যরূপী চক্ষুতে আর পরদা থাকে না। ইহারই নাম জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন অথবা দিব্যদৃষ্টি লাভ। ইহার জন্য বহু কর্ম্মের সমাধান আবশ্যক হইয়াছিল। তখন পক্ষে পক্ষে অভিনব কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইত। কালোপযোগী বিভিন্ন কর্ম্ম সম্পূর্ণ না করিতে পারিলে অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া পড়িত। যে দেহে যে পরিমাণ কর্ম্মের সামর্থ্য তাহাকে ততখানি কর্ম্ম দেওয়া হইত এবং ঐ কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লইয়া প্রতিদিন শ্রীগুরু উহা ফেরত লইতেন এবং নিজ ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিতেন। কর্ম্মীর কৃতকর্ম্মের ফল তাহার নিজের নিকট থাকিত না, কিন্তু গুরুর নিকটে গচ্ছিত থাকিত। এই সতের মাসে কর্ম্মানুষ্ঠান প্রসঙ্গে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রদত্ত হইল না। কর্ম্মশক্তির কর্ম্ম ঐ সময় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উহারই নামান্তর জীবত্বের কর্ম্ম। এই কর্ম্ম অপূর্ণ রাখিয়া জ্ঞান শক্তির রাজ্যে যাওয়া চলে না।

জীবত্বের কর্ম্ম সমাপ্ত হইবার পর যে স্তর উপলব্ধ হয় তাহাই গুরু ও ইষ্ট। স্থূল দেহে অনিষ্ট ও ইষ্ট কর্ম্মশক্তির কর্ম্ম করার ফলে ঐ সকল বস্তু হইতে গুরুরূপী প্রগাঢ় শক্তিটি অভিব্যক্ত হইল। এই শক্তিটি ধারণ করিতে হইলে যোগ্যতা আবশ্যক হয়। যোগ্যতার মূল নির্ব্বিচার ভাব। বিচারশূন্য না হইতে পারিলে প্রাণরূপী চৈতন্যকে ধারণ করিতে পারা যায় না। কর্ম্মশক্তির সময়ে নির্ব্বিচার না হইতে পারিলেও বিশিষ্ট সেবার প্রভাবে কর্ম্মশক্তির প্রসন্নতার দ্বারা সে অভাব দূর হইতে পারে। স্থূল দেহে অভিমান থাকে বলিয়াই কর্ম্মশক্তিকে স্থূল বলা হয়। এইজন্য তখন স্থূল সেবা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান সূক্ষ্ম, উহা কর্ম্মের ন্যায় স্থূল নহে। অর্থাৎ চৈতন্য বা গুরু সূক্ষ্ম, কর্ম্ম বা শিষ্য স্থূল। কিন্তু শিষ্য যখন লক্ষ্য প্রাপ্ত হয় তখন তাহার স্থূলত্ব পরিহার হয়। কারণ শিষ্যরূপী লক্ষ্যটি সূক্ষ্ম হয়, স্থূল আর থাকে না। ইহা জ্ঞান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্তির পরাবস্থা। তখন শুদ্ধ গুরুই থাকেন। ঐ সময় দ্রষ্টা হইয়া তাহাতে স্থূল জগতের যাবতীয় দৃশ্যের ধারণ হয়। কিন্তু তাহাই ত পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ দ্রষ্টার নিজ স্বরূপে অভিন্নভাবে দৃশ্য স্ফুরিত হইলেও জ্ঞানশক্তির কর্ম্ম অসমাপ্তই থাকিয়া যায়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—'দৃশ্যং দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতম্'। ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা। কারণ দর্পণে যেমন অনন্ত-বৈচিত্র্য-সম্পন্ন দৃশ্য সকল পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হয়, অথচ ঐ সকল প্রতিবিম্বাত্মক দৃশ্য বস্তুতঃ দর্পণ হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ সমগ্র বিশ্ব চিন্ময় আত্মসত্তাতে প্রতিভাসমান হইলেও বস্তুতঃ উহা আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন। মায়ার এমনই মহিমা যে তাহার প্রভাবে আত্মার অন্তঃস্থিত ও তাহার সহিত অভিন্নভাবে বিদ্যমান বিশ্ব মায়াধীন আত্মা বা জীবের নিকট বাহ্য বা পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হয়। জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়াতে মায়া অপসারিত হইলে নিজের মধ্যে সমগ্র দৃশ্যের অভিন্নরূপে সাক্ষাৎকার হয়। বস্তুতঃ দ্রষ্টার স্বরূপ-স্থিতিই অনন্ত দৃশ্যমালার ধারণা। অর্থাৎ তখন একমাত্র দ্রষ্টাই থাকে, তাহার বাহিরে দৃশ্য বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকে না। ইহা জ্ঞানশক্তিরই আংশিক ফল। বস্তুতঃ জ্ঞানশক্তির কার্য্য এখানেও শেষ হয় না। ইহার পর 'প্রণাম' আবশ্যক হয়। যে বিচারহীন বিশুদ্ধ লক্ষ্যের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উহাকে প্রমাণ করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হয়। প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানশক্তি লক্ষ্যটিকে ত্যাগ করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানশক্তির দ্বারা এই প্রমাণ-কার্য্য সম্পাদন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ অবস্থাতে কোন বস্তু দেখিয়া তাহাকে সপ্রমাণ করিতে না পারিলে তাহা যেমন গ্রাহ্য হয় না তদ্রূপ দ্রষ্টা অবস্থায় উপনীত হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী অবস্থা লাভ করিয়াও জ্ঞানী তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। কারণ ঐ সর্ব্ব-দর্শনের উপযুক্ত প্রমাণ লাভ করা আবশ্যক। সুতরাং দ্বিতীয় সতর মাসে এই প্রমাণের কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দেহরূপ বিশ্বে কোন্ কোন্ পদার্থ আছে তাহা নির্ণয় করিয়া তাহাকে ভেদ করিতে হইয়াছে। অর্থপূর্ণ তত্ত্বের ভেদ করিতে না পারিলে জ্ঞানের অবসান হয় না। জ্ঞানের অবসানটি বস্তুতঃ বেদের অন্ত অর্থাৎ প্রকৃত বেদান্ত। জ্ঞান সমাপ্ত না হইলে অর্থাৎ বেদান্ত আয়ত্ত না হইলে বেদান্তের অতীত কর্ম্মের সূত্রপাতই হয় না। প্রথমে কর্ম্মের দুর্গম স্তর অতিক্রম করিয়া সুগম স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানের প্রমাণ দিতে পারে তাহারই প্রণাম সিদ্ধ হয়। উহা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। তখন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া স্থূলে প্রবিষ্ট হওয়া, স্থূল সূক্ষ্ম ভেদাভেদ গ্রহণ করা, বিশ্বভেদাভেদ শক্তিকে আয়ত্ত করা, এই সকল স্বাভাবিকরূপে ঘটিয়া থাকে। ইহা অতি জটিল কর্ম্ম, কিন্তু ইহা সমাপ্ত করিতে না পারিলে জ্ঞানের অতীত ভূমিতে যাওয়া যায় না। সাধারণ মনুষ্য যে ভাবে জীবন যাপন করে ঠিক সেইভাবে চলিতে গেলে এই দুরূহ কর্ম্ম উদ্‌যাপন করা যায় না। এই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের অন্ন, জল, বায়ু প্রভৃতি বস্তু এবং নিদ্রা, ঘৃণা, লজ্জা, অভিমান, অপমান প্রভৃতি বৃত্তি সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিতে হয়। তখন পরিপূর্ণ সূক্ষ্ম তত্ত্বটি আবশ্যক হয়, কিন্তু উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিলে সূক্ষ্ম তত্ত্বটির উপর অধিকার লাভ করা যায় না। আবরণ অপসারণ করিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্বটিকে উন্মুক্ত করিতে হয়। এইজন্য সমগ্র বিশ্ব বা সমগ্র দেহটিকে ভেদ করিতে হয়। দেহ-ভেদ করিতে না পারিলে দেহাতীত সূক্ষ্ম সত্তাটি কি ভাবে উপলব্ধ হইবে? এই বিশ্বে ক্রমবিন্যস্ত একান্নটি বেষ্টন এবং একান্নটি দেহ পর পর কর্ম্মপথে ফুটিয়া উঠে। দেহের কোন্ স্থানে কোন্ বস্তু আছে, কোথায় কোন্ শক্তি কি ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, উহা কেন করে এবং কি ভাবে করে, এই সকল সম্যক্ প্রকারে দর্শন করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারিলে জ্ঞানের সাধনা পূর্ণ হইতে পারে না। স্থূল দেহধারী কর্ম্মীকে অবলম্বন করিয়া এই সকল বিশাল কর্ম্ম সম্পন্ন করা হইয়াছে। এই প্রকারে দ্বিতীয় সতর মাসের সমাপ্তিতে প্রাণের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কর্ম্ম সমাপ্ত হয়। ইহা ১৩৫১ সালের দোলপূর্ণিমার কথা।

ইহার পর তৃতীয় সতর মাসের প্রারম্ভে ভাবশক্তির কর্ম্ম আরম্ভ হয়। তখন প্রাণ স্থূল ও সূক্ষ্মকে সমন্বয় করিয়া জ্ঞানশক্তিকে পূর্ণতা দিয়া উদ্বৃত্ত হইল। ইহার নাম ভাব-শক্তির আবির্ভাব। ঐ সময় জ্ঞান জ্ঞানাতীত ভূমিতে আসিয়া ভাবরূপে পরিণত হইল। তখন গুরু, শিষ্য, সেবা, কর্ম্ম ও জ্ঞান, এই পঞ্চপ্রাণ একীভূত হইল। তখন মহাশক্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামায়াশক্তি ও মহামহামায়াশক্তির অঙ্গ তৈয়ার হইল। অমূর্ত্ত শক্তি পূর্ণ মূর্ত্ত আকার ধারণ করিলেন। স্থূলের প্রতি প্রাণের যে একটা কর্ত্তব্য আছে প্রাণ তাহা বুঝিতে পারিল। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গতি ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পুনরাগতি, এই উভয় গতির মধ্যস্থলে সন্ধির কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। এইটি মহাভাবের অবস্থা। তখন পৃথিবীর আর কিছু প্রাপ্য থাকে না। অর্থাৎ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গমন ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে আগমন, এই কর্ম্মটি মহাভাবের পর শেষ হইয়া গেল।

শেষ হইল বটে, কিন্তু এই কর্ম্মটিকে পুনর্ব্বার আবির্ভূত করিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে অভাবরূপী মনুষ্য স্বভাবে জাগ্রৎ হইতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্যে সেবা ও নিত্যকর্ম্ম দুইটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পুনরায় নূতন কর্ম্মশক্তিকে জাগ্রৎ করিতে হইল। এই সময় সমগ্র স্থূল সত্তাকে বিদ্ধ করিবার জন্য সূক্ষ্ম সত্তাকে নির্য্যাতন করা আবশ্যক হইল। কারণ সূক্ষ্মের অনুপ্রবেশ না হইলে স্থূলের পক্ষে জাগিবার সম্ভাবনা থাকে না।

সমগ্র জগৎ সাধারণতঃ প্রাণ অথবা চৈতন্যকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকে। সকলেই কোন না কোন প্রকারে প্রাণেরই উপাসক। কিন্তু প্রাণটি আসল বস্তু নহে। স্বভাব, মনুষ্যত্ব ও মন,—এই তিনটি নরদেহের বিশিষ্ট বস্তু। সূক্ষ্ম প্রাণের কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া মনের কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল, অর্থাৎ পুনর্ব্বার শান্ত মহাকালের কর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইজন্য তৃতীয় সতর মাসে নির্ব্বিচারে কর্ম্মধারী ও যুক্ত-লক্ষ্য অচিন্ত্য শক্তিকে মরদেহে আয়ত্ত করিয়া তাহার দ্বারা বিশাল কালকে বেষ্টন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কাল অবরুদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনের রাস্তা খুলিয়া গেল। দোল পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কালের কর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল, এই মনকে খুলিয়া তাহাকে নিজের আয়ত্ত করা। এই বশীভূত নিজস্ব-মনের সাহায্যে মনোময়ী মহাশক্তি মায়ের মন্দিরের দ্বার খোলা হইয়াছে।এখন ডাকিয়া মাকে গ্রহণ করা, শুধু ইহাই অবশিষ্ট রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬

মহাযোগের প্রতীক্ষা

বিশ্বব্যাপী 'মা'-ডাকের আবশ্যকতা

পূর্ব্বে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে মহা উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য বিশুদ্ধসত্তা জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার প্রথমাংশ সমাপ্ত হইয়াছে। ত্রিবিধ শক্তির কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া যে মহা-বস্তু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার নাম নিজস্ব-মন অথবা মনুষ্যত্ব। তিন সতর মাসের কঠোর কর্ম্মের অবসানে এই দুর্লভ রত্নটি হস্তগত হইয়াছে। অনাদিকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত এই পরম বস্তুটি পূর্ব্বে কখনও অভিব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে কালক্ষয়কারী কর্ম্মের প্রভাবে কালনাশিনী মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে।

কিন্তু আবির্ভাব হইলেও, বাহ্য জগতে কেহই এখনও তাঁহার বিষয় অবগত নহে। জগতে এখনও প্রবলবেগে কালের তাণ্ডব-লীলা চলিতেছে। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপ যেমন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি নিষ্ক্রিয় অথবা নিরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কালও নানা প্রকার বিরুদ্ধ শক্তির আকারে সংসারের সংহারের জন্য প্রবলবেগে জাগিয়া উঠিয়াছে। কালের কার্য্য কাল করিবে ইহা সত্য, তেমনি মার কার্য্য মা করিবেন ইহাও সত্য। এখনও সমষ্টি-মন জাগতিক সত্তার উপর অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু হইবে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা নিশ্চিত এবং অবতরণের সময়ও ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে।

সমষ্টি-মনটির অবতরণ যখন সংঘটিত হইবে, তখন জগতে একটি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সম্পন্ন হইবে। অবতরণ হইতে বাস্তবিক পক্ষে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও আবশ্যক হইবে না, ক্ষণমাত্রের মধ্যেই বিদ্যুতের চমকের ন্যায় সমস্ত ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে।

এই ব্যাপারের ফলে সংহার হইবে অথবা অভিনব সৃষ্টি হইবে, ইহা জানিবার ঔৎসুক্য অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহা একই সময়ে সংহার এবং সৃষ্টি উভয়রূপেই প্রকাশ পাইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চন্দ্র জ্ঞানরূপী এবং সূর্য্য বিজ্ঞানরূপী। সমষ্টি-মনের অবতরণ বস্তুতঃ বিশ্বব্যাপী জ্ঞানেরই অবতরণ। এখন পর্য্যন্ত এই জ্ঞান জগতে অবতীর্ণ হয় নাই। জগতে যিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্যষ্টি মনের ক্রিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং উহা জ্ঞান হইলেও খণ্ড জ্ঞান, ব্যাপক সমষ্টি জ্ঞান নহে। অবচেতন মনের ক্রিয়া সাঙ্গ না হওয়ার দরুণ মন এতদিন সমষ্টি হইতে পারে নাই। চেতন ও অবচেতন উভয় প্রকার মন মূলতঃ একই মন—ইহাই সমষ্টি-মন। সমষ্টি-মন কর্ম্মের অভাব বশতঃ এতদিন জাগিতে পারে নাই। সমষ্টি-মনের আবির্ভাব ও বিশুদ্ধসত্তার স্থূলে অবতরণ-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের সমাপ্তি, একই কথা।

বিশুদ্ধ সত্তার আবির্ভাব ও সূক্ষ্মভাবে 'মা'র আবির্ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমানার্থক। বিশুদ্ধ সত্তার অবতরণের পর, বিশুদ্ধ কায়ের দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে কর্ম্মের উত্থাপন সূক্ষ্মরূপা মার স্থূল ভাবে অবতরণের কারণ। সুতরাং মা যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু প্রতি মনুষ্যে মায়ের ক্রিয়া তখনই অনুভূত হইবে, যখন মনুষ্য শিশু-ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক মায়ের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে। যোগ-প্রতিষ্ঠার জন্য দুইটি বস্তু আবশ্যক হয়। আমরা যে মহাযোগের কথা বলিতেছি তাহার জন্যও দুইটি বস্তু আবশ্যক। তন্মধ্যে একটি মা ও অপরটি মায়ের সন্তানরূপী শিশু। সরল ও স্বচ্ছ হৃদয় শিশু-ভাবের নিদর্শন। শিশুর স্বাভাবিক 'মা'-ডাক মা ও সন্তানের যোগ-সূত্র, অর্থাৎ সরল ভাবে 'মা' বলিয়া ডাকিলেই এখন মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভবপর হইবে। বিশুদ্ধ কায় স্ব-কর্ম্মের দ্বারা 'মা'কে রচনা করিয়া দিয়াছেন। এখন চাই মানুষের স্ব-কর্ম্ম দ্বারা, অর্থাৎ নিজে হইতে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া, মায়ের কোলে আরোহণ করা ও মায়ের সহিত যুক্ত হওয়া। মানুষের পক্ষে এই টুকু স্ব-কর্ম্ম ব্যতীত যোগলাভ অসম্ভব, কারণ পুরুষকার শূন্য হইলে যুক্ত হওয়া যায় না। জীবের দিক্ হইতে কিঞ্চিৎ কর্ম্ম না থাকিলে, মাকে প্রাপ্ত হওয়ার অনুভব বা আস্বাদন থাকিবে না এবং থাকিতে পারে না।

যখন নিজস্ব-মন নিজেকে আবরণ হইতে মুক্ত করিবে তখন তাহার প্রভাব একই ক্ষণে সমস্ত জগতের উপর অনুভূত হইবে। নিজস্ব-মন গঠিত হওয়ার পরেই তাহার উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছাদন পড়িয়াছে। যে দিন তিন সতর মাসের কর্ম্ম সমাপ্ত হইল, ভাবশক্তির কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া উদ্বৃত্তরূপে নিজস্ব-মনের আবির্ভাব হইল, তখনই ইহার সহিত যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ঐ সময় আধারের অসামর্থ্য বশতঃ পূর্ব্বোক্ত যোগ সম্পন্ন হইতে পারিল না। যদি উহা সম্ভব হইত তাহা হইলে নিজস্ব-মনের উপর আচ্ছাদন পড়িত না এবং সম্ভাবিত চন্দ্রাবতরণ তখনই হইয়া যাইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিজস্ব-মনের অবতরণ বস্তুতঃ বিরাট্ জ্ঞানের আবির্ভাব। এই মহাজ্ঞানের উদয়ের ফলে প্রাকৃতিক জগতে একটি ঘোরতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে। আমরা চারিদিকে যে সকল জড় পদার্থ নিরীক্ষণ করিতেছি তাহারা তখন থাকিবে না। এমন কি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব জন্তুও থাকিবে না। অর্থাৎ যে সকল পদার্থে মন নাই সে সকল পদার্থ উক্ত জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই জগতে মনের একমাত্র আশ্রয় মনুষ্য-দেহ। ৮৪ লক্ষ যোনির জীব-সকলে মনের বিকাশ হয় নাই, স্থাবর ও জঙ্গম কোন প্রকার জীবের মন নাই।

একমাত্র মনুষ্যেরই মন আছে, কিন্তু সে মনও খাঁটি মন নহে। এইজন্য সাধারণ মনুষ্যকেও যথার্থ মনের বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত 'পশু' বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানের উদয়ে পশুত্বের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং ব্যষ্টি মনের উপর সমষ্টি-মন আরোপিত হইলে, যদি ব্যষ্টি মন ঐ ভার সহ্য করিতে পারে তবে উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পশু-ভাব কাটিয়া যায়। পশুভাবের নিবৃত্তিই অমরত্ব-স্থাপন। কিন্তু কথা এই, যদি ব্যষ্টি মন ঐ ভার সহ্য করিতে না পারে তাহা হইলে পশুত্ব নিবৃত্ত বা নিবৃত্ত-প্রায় হইলেও যোগ-স্থাপন হইবে না, অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানের উদয়ে কোন কোন জীব স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তাহাদের ব্যষ্টি মনে বিরাট্ চৈতন্য ধারণের যোগ্যতা না থাকায় উক্ত মন ও দেহ পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িবে এবং আত্মা বিদেহ অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবে। দেহের অভাব বশতঃ মনুষ্যত্ব-রূপ বোধটি থাকিবে না। কিন্তু যাহাদের মন 'মা'-ডাকের ফলে বল প্রাপ্ত হইবে তাহারা সমষ্টি-মনের অবতরণের সময় মোটেই বিচলিত হইবে না। তাহারা মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হইবে। সমষ্টি-মনকে যথাসম্ভব ধারণ করিতে সমর্থ হইয়া তাহাদের মন নিজ দেহের পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিবে। এই সকল জীব জীব-ভাব বা পশুভাব হইতে মুক্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় অমর স্বরূপে আপন আপন যোগ্যতানুসারে মায়ের সহিত যুক্ত হইবে। ইহাদের কায় অমরত্ব-সম্পন্ন হইলে জরা, দৈহিক বিকার, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি কোনও কাল-ধর্ম্ম ইহাকে আর স্পর্শ করিবে না। দিব্যজ্ঞানের ফলে ইহারা প্রকৃত দেবভাব প্রাপ্ত হইবে। ইহাদিগের পূর্ব্ব-স্মৃতি লুপ্ত হইবে না। ইহারা পূর্ব্বে কি ছিল এবং এখন কি হইয়াছে, এবং কি ভাবে এই অবস্থা লাভ করিয়াছে, সবই স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারিবে। কিন্তু যাহারা দেহ-হীন ভাবে আত্মস্বরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থিত হইবে, তাহাদের পূর্ব্বাপর কোন উপলব্ধি থাকিবে না। তাহাদের আত্মা দেহ-রহিত বলিয়া বোধহীন থাকিবে। সাধারণতঃ 'কৈবল্য' বলিলে যাহা বুঝায় ঐ সকল আত্মা সেই অবস্থাতে অবস্থিত থাকিবে। তাহাদের মার সহিত যোগ থাকিবে না ও মনুষ্যত্ব থাকিবে না।

এখন 'মা' বলিয়া ডাকিয়া মার সহিত যুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে ডাকিবে না তাহার সহিত যোগ স্থাপন হইতে পারিবে না। কালনাশক কর্ম্ম দ্বারা সকলের পক্ষে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের মূল বস্তুটি আয়ত্ত হইয়াছে। এখন চাই, সকল জীব যোগ্য হইয়া ইহাকে ধারণ করে। ব্যষ্টি মনের সামর্থ্য নাই যে ইহাকে উপলব্ধি করিয়া সমষ্টিরূপে পরিণত করে। কারণ বিজ্ঞানময় রাজ্য ব্যতীত সমষ্টি হইতে পারে না।

বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক দূর হওয়া আবশ্যক। সকল জীবে একই রূপ বোধের উদয়, ইহার নাম বিজ্ঞান। কিন্তু যতক্ষণ প্রত্যেকটি জীব তাহার নিজের নিজের করণীয় কার্য্য না করিতে পারিবে ততক্ষণ ইহা হইতে পারিবে না। কারণ মৃত্যুরূপী কাল অলক্ষ্যে নিয়তির আকারে প্রতি জীবের দেহে উপবিষ্ট রহিয়াছে। ক্ষুদ্র কাল মহানিয়তির অংশ। দেহটি চৈতন্যময় ভূমি হইয়াছে, কারণ এই ভূমির আধার চৈতন্য ও কাল দুইটি মিলিত হইয়াছে। একই সঙ্গে দুইটির সৃষ্টি হইয়াছিল। নিজ হইতে কালকে সরাইতে হইবে। চেতনাকে চিন্তা করিতে হইবে। নিজ চেতনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা ব্যতীত কাল-সংহার হয় না। দেহের ক্রিয়া ভিন্ন ইহা হইতে পারে না। দেহকে ক্রিয়াশীল না রাখিতে পারিলে বিজ্ঞান-স্বরূপের উপলব্ধি হয় না।

পূর্ব্বে ক্রমের পথ খোলা ছিল। গত তিন বৎসর যাবৎ সে পথ বন্ধ হইয়াছে। ক্রম ব্যতিরেকে বোধ ফোটে না, ক্রমেই বোধ ফোটে। কার্য্য শূন্য হইয়াছে বলিয়া এখন ক্রম নাই অর্থাৎ বিরাট্ দেহে ক্রমের সংহার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র দেহে এখনও ক্রম আছে। বিশুদ্ধানন্দ বিরাটের ক্রম ভঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টির ক্রম ভঙ্গ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য ব্যক্তিগত মৃত্যুর পথ এখনও রুদ্ধ হয় নাই। নিজে ক্রমে উৎপন্ন হইলে রোধ করিতে পারা যায় না। তাই কালকে এখনও শেষ করা যায় নাই। ব্যষ্টিতে ক্রিয়া রহিয়াছে। জ্ঞান হয় নাই, করণীয় হয় নাই। ক্রমশূন্য না হইতে পারিলে করণীয় বস্তুকে ধারণ করা ও তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। ক্রমশূন্য হইতে গেলে ডাক চাই অর্থাৎ ব্যষ্টি দেহের 'মা' বলিয়া ডাকা আবশ্যক। শ্রদ্ধাতে ডাকিতে পারিলে ভাল কথা। যদি তাহা না হয় অশ্রদ্ধাতেও ডাকিতে হইবে। সে ডাকও বৃথা যাইবে না।

বিরাট্ কর্ম্ম বিশুদ্ধানন্দ সাঙ্গ করিয়াছেন, ব্যষ্টি কর্ম্ম প্রতি ব্যক্তির পক্ষে করণীয়। বিরাটের পথ সহজ হয় যদি একটিও যোগ্য হয়। বিরাটের কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে, ব্যষ্টি কর্ম্মের সমাপ্তি আবশ্যক। ব্যষ্টি কর্ম্ম সমাপ্ত না হইলে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে না। সূর্য্যময় রশ্মি তখনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের মধ্যে উদ্‌ভাসিত হইবে, যখন প্রত্যেকের কর্ম্ম সাঙ্গ হইবে। তাহার পূর্ব্বে নহে।

নিজস্ব-বস্তুর উদয় পূর্ণভাবে হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার স্বভাবের স্ফুরণ এখনও হয় নাই। প্রতি ব্যক্তির পক্ষে উহাকে লাভ করিতে হইলে কালক্ষয়ের জন্য 'মা'-ডাকই এক মাত্র উপায়। সৃষ্টির মূল হইতে দুইটি আবর্ত্ত ঘুরিতেছিল, একটি চৈতন্যের বা প্রাণের আবর্ত্ত এবং দ্বিতীয়টি কালের আবর্ত্ত। নিজস্ব-বস্তু উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কালের আবর্ত্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যতদিন মনুষ্যত্বের বিকাশ না হইয়াছিল ততদিন কালের আবর্ত্তন অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন চাই মরভূমির দেহগুলির ভিতরে বিজ্ঞানের অবতরণ। বিজ্ঞানের জন্য সর্ব্ব প্রথম জ্ঞানের অবতরণ আবশ্যক। তাহার জন্য কর্ম্ম আবশ্যক। ইহারই নামান্তর মাকে ডাকা।

না ডাকিলেও বিজ্ঞান আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে যাহারা ডাকিবে তাহারা অনুভব প্রাপ্ত হইবে, এবং যাহারা ডাকিবে না তাহারা অনুভব প্রাপ্ত হইবে না। অনুভব প্রাপ্ত না হইলে লীন-ভাবে থাকিতে হইবে। কারণ ব্যক্তিগত কাল থাকিয়া যাইবে। বিজ্ঞানরূপী পূর্ণ সূর্য্য অবশ্যই উদিত হইবে, এবং এই উদয়ের দিন ক্রমশঃই নিকট হইয়া আসিতেছে।

বিরাট্ শক্তি নিজের বলে আসিয়া কাহাকেও বলপূর্ব্বক মনুষ্যত্ব দান করিতে পারে না। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্ম করা উচিত। স্ব-কর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলেও তাহার সহিত যোগ হইতে পারে না। অনেকেই মনকে বাদ দিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম করেন, কিন্তু সে ধারণা তাঁহাদের নাই। যে মন কালে লীন হইয়া থাকে, তাহাকে পাইবার চেষ্টা অনেকেই করেন না। কিন্তু তাহার জন্য উদয়োন্মুখ বিজ্ঞান প্রতীক্ষা করিতে পারে না। বিজ্ঞান উদিত হইয়া কালের মনকে না পাইলে স্বভাবের অভাব থাকিয়া যাইবে। তখন জীবের আত্মগ্লানি আসিবে ও উদ্ধারের পথ পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে। অপরোক্ষ শক্তি আয়ত্ত হওয়া চাই। চৈতন্য-ভূমি হইতে উৎকর্ষ লাভ করা ও ব্যষ্টি ভূমি হইতে কাল সমাপ্ত করা আবশ্যক।

প্রচলিত উপাসনা, জপ প্রভৃতি সাধারণ পদ্ধতি বিচার করিলে জানা যায়, উহার দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রাণের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু প্রাণকে ভেদ করিয়া মন পর্য্যন্ত যাওয়া যায় না। এখনও কেহ নিজস্ব-মন পর্য্যন্ত যান নাই। প্রাণটি পূর্ণভাবে পাইলে আনন্দ হয়, কিন্তু মনকে পূর্ণভাবে না পাইলে মন অসমাপ্ত থাকিয়া যায় এবং বিজ্ঞানের উদয় হয় না। মনের সমাপ্তিই বিজ্ঞান বা সমগ্র জ্ঞান। ইহাই নিজস্ব জ্ঞান, এবং ইহারই নাম অপরোক্ষ জ্ঞান।

স্থূল ও সূক্ষ্মে ভেদ রহিয়াছে, তাহার সমন্বয় আবশ্যক। কর্ম্ম-সমাপ্তির কথা অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কর্ম্ম-সমাপ্তি অত সহজ নহে। যাঁহারা মনে করেন কর্ম্ম সমাপ্ত হয় তাঁহারা যে স্থান হইতে সমাগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন পুনরায় তাহারই দিকে ধাবিত হইতেছেন মনে হয়। তাঁহারা কালকে সঙ্গে না রাখিয়া, পশ্চাতে রাখিয়া, সৃষ্টিমুখ ধরিয়া চলিতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে কর্ম্ম-সমাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু ঐ কর্ম্ম ত কর্ম্ম নহে। কালের দৃষ্টিতে উহা কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। যদি হইত তবে উহার দ্বারা নিজস্ব-মন লাভ হইত। কিন্তু তাহা ত হয় নাই। ধারণা, ধ্যান, সমাধি, যোগ-বিভূতি প্রভৃতির দ্বারা মন আয়ত্ত হয় না। মন পূর্ব্বে যেমন ব্যষ্টি ছিল, পরেও তেমনি ব্যষ্টিই থাকিয়া যায়। উহার দ্বারা সমষ্টি-মন ও তাহার অধীশ্বর ক্ষণকে লাভ করা যায় না।

মনে হইতে পারে, নিজস্ব-মন ও ক্ষণকে না পাইলেই বা ক্ষতি কি? ক্ষতি অতি গুরুতর, কারণ নিজস্ব-মন ও ক্ষণের সহায়তা না পাইলে নিজেকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। এই জন্যই এখনও স্ব-রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। নিজেকে না খুঁজিয়া ও না পাইয়া পররাজ্যের অধীশ্বর হইয়া থাকা—ইহা ক্ষণভঙ্গুর সম্পত্তি লাভে নিজেকে মুগ্ধ করা মাত্র। এই অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না।

নিজেকে খুঁজিয়া না পাইলে, জন্মান্তর না মানিয়া উপায় নাই। কর্ম্মের উদ্যাপন হইয়া গেলে আর জন্মান্তর-বাদ থাকে না। দেহ-ধারণই জন্মান্তর নহে। চৈতন্যেরও উদয়-অস্ত আছে—তাহাও একপ্রকার জন্মান্তর। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জন্মান্তর কোথাও নাই।

অন্ধকারের কর্ম্ম উদ্যাপিত হইয়াছে। এখন আত্মস্বরূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ প্রত্যেককেই করিতে হইবে। তাহা হইলেই মায়ের মাতৃত্বরূপ পরিস্ফুট শক্তির বিকাশ হইবে। এখন পুরুষকার-রূপ কর্ম্মঠ শিশু আবশ্যক, অর্থাৎ সরলভাবে 'মা' বলিয়া ডাকা আবশ্যক। সাধারণ জীবের পথ সরল, কারণ শুধু ডাকিয়াই তাহারা মাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তবে দলবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভাব সহজ যোগের বিরোধী। ধর্ম্ম অখণ্ড। মা সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলকে স্ব-ধর্ম্মের দিকে টানিতেছেন। সেই মুখে শক্তিকে চিন্তা করিয়া অখণ্ডরূপা মাকে ডাকিতে হইবে, নতুবা নিজস্ব-মন পাওয়া যাইবে না। সকলকে এক ধর্ম্মে এক কর্ম্মে স্ব-বলে বিশাল মনকে পাইতে হইবে। তাহা না পারিলে বিজ্ঞান তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে মাত্র, তাহারা তাহা অনুভব করিতে পারিবে না।

চরম পথ আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞান উন্মুখ। চরম পথে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া জীবকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন সকল মানব-দেহের চেতনতা আবশ্যক। নিজস্ব-মন বা মনুষ্যত্ব ও নিজস্ব-মা, এই উভয়ে সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে। ক্ষণ ধরিয়া মাকে ডাকিতে না পারিলে পরিপূর্ণ ভাবে মাকে পাওয়া যাইবে না। ইহাই সাধারণ জীবের কর্ম্ম-নির্দ্দেশ জানিতে হইবে। সকল সময়ে সহজে ও সরলভাবে মাকে ডাকা সম্ভবপর নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বিরাট্ আলোক বা শুভশক্তি এবং বিরাট্ অন্ধকার বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশুভ শক্তি সমান ভাবে পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে। তীব্র-ভাবে এবং আন্তরিকতার সহিত আকুল প্রাণে 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিলে বিরাট্ অন্ধকার প্রবেশ-পথ পাইবে না। ঐ অবস্থায় শুভশক্তির ক্রিয়া পরিস্ফুট করার জন্য মানুষ স্থূল অবস্থাতেই দর্শকভাবে বৈচিত্র্যময় সংসারের অনুভব প্রাপ্ত হইবে—তখন দেখিতে পাইবে, এই বিশাল জগতের বৈচিত্র্য কি প্রকারে বিরাট্ অন্ধকারের মধ্যে লীন হইয়া যাইতেছে। দ্রষ্টা যেমন তটস্থ ও উদাসীন ভাবে সম্মুখীন দৃশ্য দর্শন করিতে থাকে তেমনি মানুষও তখন নির্ব্বিকার দ্রষ্টা হইয়া, বিরাট্ অন্ধকারের প্রভাবে স্বয়ং অস্পৃষ্ট থাকিয়া, উহার সংহার-লীলা দর্শন করিতে থাকিবে। যখন জাগতিক বৈচিত্র্য বিলীন হইয়া সর্ব্বত্র একাকার ভাবের উদয় হইবে তখন অনন্ত পৃথিবী প্রকৃতই অনন্তরূপে প্রতীয়মান হইবে। অনন্ত লোক-লোকান্তর ও স্তর সমূহ পৃথিবীতে যুক্ত হইয়া পৃথিবীকে অনন্ত আকারে দ্রষ্টার সম্মুখে প্রস্ফুটিত করিবে। অশুভশক্তির ক্রিয়া এই বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করিয়াই অবসান প্রাপ্ত হইবে। মানুষকে উহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। বৈচিত্র্যের ধ্বংস-প্রক্রিয়া কালসাপেক্ষ হইবে না। অর্থাৎ ক্রমশঃ পর পর এক স্থানের পর অন্য স্থানের ধ্বংস হইবে, এমন নহে। আমাদের দৃশ্য জগতের কোন বস্তুই থাকিবে না। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, গৃহ, উদ্যান, জলাশয় ও ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় সামগ্রী—সমস্ত প্রপঞ্চ মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুতের বেগে তিরোহিত হইয়া যাইবে। হঠাৎ একটি অন্ধকার অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোক অথবা বাষ্পাদির ন্যায় কোনও অচিন্ত্যশক্তিশালী তীব্র অতীন্দ্রিয় পদার্থের ক্রিয়া সমস্ত জগতের উপর প্রকাশিত হইবে। মানুষ যদি সচেতন না থাকে তাহা হইলে তাহাকেও এই মহাসংহার-শক্তির ক্রীড়নক হইতে হইবে। সংহারের ক্রিয়া চেতন সত্তাকে আঘাত করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি মানুষ চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ না করে তাহা হইলে তাহার পক্ষেও এই মহাপ্লাবনে লুপ্ত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বোধের বিকাশ না থাকাই চেতন পুরুষের পক্ষে আত্মলোপের অবস্থা। ইহার একমাত্র প্রতিকার চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া চেতন থাকা, অর্থাৎ 'মা' বলিয়া ডাকা। শিশুর ন্যায় সরল-চিত্তে 'মা' বলিয়া ডাকিলে চৈতন্যময়ী মা তাহাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। 'মা' ডাকিতে না পারিলে জাগতিক বৈচিত্র্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও নাশ অবশ্যম্ভাবী। যে পূর্ব্ব হইতে 'মা'-ডাকে অভ্যস্ত থাকিবে সে সঙ্কটের সময় আত্মবিস্মৃত না হইয়া মাকে স্মরণ করিতে পারিবে এবং ধ্বংসকালীন লীলা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিবে। বিচিত্র সংসার কালের উপর ভাসিতেছে। কালই অনন্ত বৈচিত্র্যের আশ্রয়। কিন্তু মহাকাল যখন কালকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইবেন তখন কালের সঙ্গে সঙ্গে কাল-গর্ভস্থিত সমস্ত সংসারই মহাকালে লীন হইয়া যাইবে। মানুষও কালের বাহিরে নহে, তাই তাহারও আত্মরক্ষার উপায়-গ্রহণ আবশ্যক।

মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে এমন শক্তি তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। কিন্তু ইতর জীব-জন্তুতে সে শক্তি নাই। কারণ জীব জগতে চৈতন্য শক্তি একমাত্র মনুষ্যেই আছে। এইজন্য এই আমন্ত্রণ মানুষ মাত্রকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইতেছে। 'মা'-ডাকের অধিকার প্রতি মানুষেরই আছে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই নিজের স্বভাব-সিদ্ধ অধিকার উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেকের পক্ষে মাকে ডাকা উচিত। মা 'মা ভৈঃ' বলিয়া সন্তানকে অভয় দান করিয়াছেন। কিন্তু সন্তান যদি মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে প্রস্তুত না হয় তাহা হইলে তাহার সন্তানত্বের নিদর্শন থাকিবে না। সেইস্থলে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষণ কঠিন হইয়া পড়িবে। মানুষ নিজ কর্ম্মদ্বারা নিজস্ব-মনকে আয়ত্ত করিয়াছে এবং কর্ম্মশক্তির প্রভাবে মাকে গঠন করিয়াছে। সুতরাং মাকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়া—ইহাও তাহার সামর্থ্যের অতীত নহে। সকল মানুষই 'মা'-ডাকার শক্তি সম্পন্ন। ইহা কাল-ক্ষয়ের ঐশ্বর্য্য। অযোগ্যতা কাহারও নাই। শক্তি থাকিলেও শক্তির অপচয়বশতঃ অনেকে ডাকিতে পারিতেছে না, ইহা সত্য, কিন্তু সংবেগ এবং দৃঢ় সংকল্প আশ্রয় করিলে সকলেই ডাকিতে পারিবে, এইরূপ বিশ্বাস করা যায়। শ্রদ্ধা অথবা একাগ্রতা না থাকিলেও ডাক নিষ্ফল হইবে না।

বৈষ্ণবগণ যেমন বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তি অথবা মর্য্যাদা-ভক্তি ও পুষ্টিভক্তি এই প্রকার ভেদ করেন, 'মা'-ডাকেরও তেমনি ভেদ রহিয়াছে। স্বাভাবিক 'মা'-ডাক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিজে শিশু হইতে পারিলে সে ডাক অন্তর হইতে আপনিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুটিয়া বাহির হয়। তাহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না। তাহা দুর্লভ বস্তু, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে উপদেশ প্রাপ্ত ডাকেরও উপযোগিতা আছে। অর্থাৎ ঠিক ঠিক আন্তরিক ডাক না হইলেও কৃত্রিমভাবে অথবা অভিনয়ের ন্যায় 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিলেও ডাক বৃথা হইবে না। জীবের হৃদয়ে যদি সরল বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে আন্তরিক ডাক কোথা হইতে উঠিবে? কিন্তু 'মা'-নামের এমনি মহিমা যে কৃত্রিমভাবে ডাকিলেও নামের মহিমা অক্ষুণ্ণই থাকে। বিশ্বাস করিয়াই হউক অথবা না করিয়াই হউক আগুনে হাত দিলেই হাতের উপর তাহার একটি প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। তেমনি বর্ত্তমান সময়ে, বিশেষতঃ সঙ্কট কালে, 'মা'-নামের এমনি প্রভাব যে উহা যথাসময়ে উচ্চারিত হইলে আপন ফল প্রসব করিতে বাধ্য। অজামিল ভগবদ্-ভাবে অথবা ইষ্টভাবে অন্তকালে 'নারায়ণ' শব্দের উচ্চারণ না করিলেও মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। তাই ভয়ে, ক্রোধে, বিশ্বাসে, অবিশ্বাসে, তাচ্ছিল্য করিয়াও 'মা' ডাকিতে পারিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

যে প্রলয় অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাবিত তাহা মহাপ্রলয় হইবে না, কারণ মানুষের বা চৈতন্যের প্রলয় না হইলে প্রকৃত মহাপ্রলয় হয় না। তখন বিরাট্ অন্ধকার একসঙ্গে গ্রাস করিতে আসিবে। 'মা' ডাকিলে আলোকের হুঁস জাগিবে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের উদয় হইবে এবং যে ডাকিবে তাহার নিজদেহ রক্ষিত হইবে। কিন্তু কালদত্ত বৃত্তির ক্ষয় হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা পূর্ব্বেও যেমন ছিল পরেও অনেকটা সেইরূপই থাকিবে। ক্ষণের কর্ম্ম না করিলে তাহা নষ্ট হইতে পারে না। তবে 'মা'-ডাকের ফলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার স্পৃহা জাগিবে। আত্মচৈতন্যের উদয় হইলে আর সন্ধিক্ষণ থাকে না। তখন সর্ব্বক্ষণ একই ক্ষণ। বর্ত্তমান সময়ে দিবারাত্রি, অর্থাৎ কালের পরদা, রহিয়াছে বলিয়া ক্ষণ চিনিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু সমষ্টি-মনের অবতরণে যখন কালের পরদা সরিয়া যাইবে তখন সন্ধিক্ষণ থাকিবে না বলিয়া ক্ষণকে চিনিতে কষ্ট হইবে না। যাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই ক্ষণের কর্ম্ম করা থাকিবে তখন তাঁহাদের অনেক সুবিধা হইবে! একমাত্র ক্ষণই কাল-নাশের কর্ম্ম ধারণ করিতে পারে। এইজন্য সমষ্টিগত কাল অপসারিত হইয়া গেলেও ব্যক্তিগত কাল নষ্ট করিবার জন্য ক্ষণের সাহায্য লইতেই হইবে। কর্ম্মীর কর্ম্মদেহ বিরাটের মুখে রহিয়াছে। তখন কর্ম্মহীন যেমন কালে গমন করিবে, তেমনি কর্ম্মী কালের মুখ হইতে চলিয়া আসিবে।

ক্ষণকে প্রাপ্ত হইতে হইলে কোন্ সময় প্রশস্ত তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, সকলকে নহে। জিজ্ঞাসু হইলে তাহার জন্য পদ্ধতি ও কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ দেওয়া চলে। সাধারণ ভাবে সকলের জন্য তাহা দেওয়া যায় না। কর্ম্ম সমষ্টি, ব্যষ্টি আছে বলিয়া কর্ম্মও ব্যষ্টি। পূর্ণ কর্ম্মের উদ্‌যাপনের জন্য জীব দায়ী নহে। কিন্তু খণ্ড কর্ম্মের জন্য জীব দায়ী। ডাকা ও না ডাকার দায়িত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের, মায়ের নহে। যে অনন্ত সম্পৎ খুলিয়া যাইবে তাহার উপভোগ ও আস্বাদন শুধু তাহারাই করিতে পারিবে যাহারা মাকে ডাকিবে। কোনও নিয়ম ধারণ করিয়া ডাকিতে গেলে ঠিক সরল শিশুর ডাক হইবে না, তাহাতে বস্তু-প্রাপ্তি ঘটিলেও তাহার আস্বাদ থাকিবে না।

মার নিকট সকলেই সমান। তবে সমভাবে মার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। যাহা এখন বোধের অগম্য তাহা তখন সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। তখন এই প্রকার কর্ম্ম থাকিবে না। যতক্ষণ যে বস্তুর প্রাপ্তি না হয় ততক্ষণ সে কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে, প্রাপ্তির পর আর সে প্রয়োজন থাকে না। ব্যষ্টি মরদেহ সকল একমুখী না হইলে যে কোনও কৌশলে হউক বস্তু ধারণ করাইবার জন্য মানুষের সম্মুখে বিভীষিকা অথবা কল্পনাতীত আনন্দের প্রাদুর্ভাব হইবে। উদয়ের পূর্ব্বে স্থূলভাবে প্রকাশ আসিবে। কর্ম্ম থাকিলে, ডাকিতে পারিলে, দেহে ও মনে বিরাট্ আনন্দ বা অন্ধকার আবির্ভূত হইবে। তাহাতে অভিভূত-ভাব আসিবে না। কর্ম্ম না থাকিলে অন্ধকার সহ্য করা যাইবে না। এই জন্যই সময় থাকিতে অখণ্ড মাতৃভাবে মাকে সকলের গ্রহণ করা উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭

ভবিষ্যতের চিত্র

যোগস্থাপন ও অমরত্বসিদ্ধি—ধরাতলে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-রাজ্যের অভিব্যক্তি—লোক-লোকান্তরের অনুপ্রবেশ—বিজ্ঞানময় জগতের আবির্ভাব—কালের বিনাশ ও তাহার উত্তরাবস্থা

আলোকের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। আলোকের সৃষ্টিতে স্বর্গাদি রাজ্য যাহা কিছু ছিল এখন সব এক হইয়া যাইবে। প্রণব হইতে এই বিশাল সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছিল, প্রণবের স্বরূপেই সমগ্র সৃষ্টি নিহিত ছিল এবং এতদিন পর্য্যন্ত যে লয় হইয়াছে তাহা প্রণবেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রণবটি ভাঙ্গে নাই। প্রণবে ব্যষ্টি মন বিরাজ করিতেছে। মন সমষ্টি হয় নাই বলিয়া এত দিন প্রণবটি অক্ষত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ-সত্তার প্রদর্শিত মার্গে ত্রিশক্তির কর্ম্ম পূর্ণ হওয়ার ফলে সমষ্টি মনের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা ব্যষ্টি মনের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যষ্টি মনকে সমষ্টি-মনে পরিণত করিবে। তখন প্রণবটি ভাঙ্গিয়া যাইবে। তখন বিশাল ও অনন্ত আলোক আত্মপ্রকাশ করিবে। প্রণবের মনটি ছিল ব্যষ্টি, কিন্তু প্রাণটি ছিল সমষ্টি। তখন মনটি সমষ্টি হইবে। সমষ্টি-মন ও সমষ্টি-প্রাণে যোগ হইবে। ইহা প্রণবের অতীত অবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন ও প্রাণের সম্বন্ধ-মূলক তিনটি অবস্থা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) প্রাণ সমষ্টি, মন ব্যষ্টি।

(২) প্রাণ ব্যষ্টি, মন ব্যষ্টি।

(৩) প্রাণ সমষ্টি, মন সমষ্টি।

প্রথম অবস্থাটি প্রণবের স্বরূপ-অবস্থা। ইহাই মহাবিরাট্। সমগ্র দিব্যসৃষ্টি ইহারই অন্তর্গত। দেবতাদের দেহে সর্ব্বত্রই মনের যোগ আছে, কিন্তু প্রাণের যোগ নাই। এই সৃষ্টিতে মনোগত ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াছে। কিন্তু প্রাণগত ব্যক্তিত্ব ফোটে নাই। একই বিশ্বপ্রাণ প্রতি দেবতাতে সমভাবে উদ্‌ভাসমান। তাই দেবতাদের বস্তুতঃ জন্ম-মৃত্যু নাই। এটি বোধহীন অবস্থা—এই অবস্থাতে এখনও বোধের উদয় হয় নাই।

দ্বিতীয় অবস্থাটি পৃথিবীস্থ নররূপধারী রক্ত মাংসের দেহ-সম্পন্ন জীবের অবস্থা অর্থাৎ মানবের অবস্থা। এই অবস্থাতে বোধের উদয় হইয়াছে বলিয়া ইহা বোধযুক্ত অবস্থা। জন্ম-মৃত্যু এই অবস্থার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই অবস্থায় মন ব্যষ্টি ভাবাপন্ন, প্রাণও তাহাই। প্রাণ ব্যষ্টি বলিয়া ও মন তদ্রূপ বলিয়া আমিত্বের উদয় এই দশাতেই হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না। কারণ দেহের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ বোধের শ্বাস ফেলা হইলে ব্যষ্টি প্রাণ সমষ্টি প্রাণের দিকে ধাবমান হয়, কিন্তু সে অক্ষত প্রাণকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ সত্তার সঙ্গে ব্যষ্টি মনের কলঙ্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিয়া রহিয়াছে। তৃতীয় অবস্থা সমষ্টি-মন অভিব্যক্ত হইবার পরবর্ত্তী অবস্থা। যে ক্ষেত্রে মন সমষ্টি হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে সমষ্টি-মন ও সমষ্টি-প্রাণ মহাযোগে যুক্ত হইবে। সেই মহাযোগ হইতে প্রসূত আলোক চারিদিকে বিকীর্ণ হইবে। এই আলোকটি আমাদের পরিচিত জাগতিক আলোক ও অন্ধকারের অতীত। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ অথবা অগ্নির তেজের সহিত ইহার উপমা দেওয়া চলে না। সমষ্টি-মন ও তাহার বাহিরে এই মহাপ্রকাশ অখণ্ডভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। এই তেজে বা প্রকাশে কোন বস্তু বা পদার্থ নাই, ইহা বিশুদ্ধ প্রকাশ মাত্র, অত্যন্ত স্বচ্ছ আলোক। প্রণবের মধ্য হইতে ইহারই কণা মাত্র ধারণ করিয়া কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রতিভাসমান হয়। কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবে এই আলোকে পৃথিবী, আকাশ ও আকাশস্থ অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার আভাটি ঈষৎ রক্তিমা-বিশিষ্ট স্ফটিকের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। প্রত্যেকটি ব্যষ্টি মন আপন আপন আধার অনুসারে ইহারই কিঞ্চিৎ অংশ ধারণ করিবে। এখন উপরে আকাশ আছে বলিয়াই নীচে মৃত্তিকা আছে। আকাশের তেজ মৃত্তিকা ধারণ করে। ঐ তেজ ধারণ করে বলিয়াই মৃত্তিকা উর্ব্বর-শক্তি-সম্পন্ন। চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ হইতে প্রাক্তন ফল ফলিয়া থাকে। অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে যাবতীয় সৃষ্টির বিকাশ হয়। কিন্তু যখন পূর্ব্ব-বর্ণিত মহাপ্রকাশ খুলিয়া যাইবে তখন আকাশ, বাতাস, মাটি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃশ্যমান চন্দ্র-সূর্য্য কিছুই থাকিবে না। তখন সমষ্টি-মনের কাঠিন্য শক্তিটি ভূতলরূপে প্রকাশ পাইবে এবং তরল শক্তিটি চারিদিকে আভারূপে ছড়াইয়া যাইবে। তখন মনে হইবে মাটির পরিবর্ত্তে একটি স্বচ্ছ দীপ্তিময় স্ফটিকের রাজ্য দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তখন অধ-উর্দ্ধ থাকিবে না, কোণ থাকিবে না, তাই উপরের ঢাকনা-রূপী আকাশও থাকিবে না।

যখন প্রণব ভাঙ্গিয়া যাইবে, অর্থাৎ যখন বিশাল আলোকের দ্বার খুলিয়া যাইবে, তখন বোধ-সম্পন্ন মনুষ্য অনুভব করিবে, কি প্রকারে সে প্রণব হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল, ও এখনই বা কি প্রকারে পূর্ণ আলোকে স্থান লাভ করিল। তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে ঐ মহা-আলোকে কোন সৃষ্ট পদার্থই এখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। অর্থাৎ অক্ষত ও অখণ্ড প্রাণকে কোন সাধক বা যোগী আজ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় নাই। ব্যষ্টি মনের সাধ্য নাই সমষ্টি প্রাণে যুক্ত হয়। ব্যষ্টি মন ব্যষ্টি প্রাণের বিয়োগেও সমষ্টি প্রাণে যাইতে পারে না। প্রণবকে না ভাঙ্গিতে পারিলে সমষ্টি প্রাণে যাইবে কি প্রকারে? বাস্তবিক পক্ষে বুঝিতে গেলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রণব ভেদ করা ত দূরের কথা, ব্যষ্টি প্রাণ প্রণব পর্য্যন্তও ফিরিয়া যাইতে পারে না। সৃষ্টিটি এপার এবং প্রণবের 'ও'-কারটি ওপার। মধ্যস্থানে দুরন্ত ব্যবধানরূপা নদী বহিতেছে। প্রাণের বা চৈতন্যের সাধক এপারেই থাকিয়া যায়। অনেকে ঐ ব্যবধানটি দেখিতেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায় না। কেহ কেহ উহা দেখিতে পায়, কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে মিশিয়া যায়। ইহারই নাম নির্ব্বাণ প্রাপ্তি বা 'ব্রহ্ম'লাভ। ব্যবধানটি ভেদ করিতে হইলে কর্ম্ম আবশ্যক হয়। যথোচিত কর্ম্ম পূর্ণ করিতে না পারিলে, ব্যবধান ভেদ করা অসম্ভব। ব্যবধান ভেদ করিতে পারিলে প্রণবের প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। প্রণবকে দেহাবস্থানকালে লাভ করিতে পারিলে প্রণবের অতীত মহাপ্রকাশকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিরাট্ আলোককে পাওয়া সম্ভবপর, নতুবা দেহ-বিরহিতভাবে প্রণবে প্রবিষ্ট হইলেও বিরাট্ আলোকে যাওয়ার পথ পাওয়া যায় না। প্রণব হইতে প্রণবের অতীত ভূমিতে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ইহার একমাত্র কারণ এই, দেহে থাকিতে থাকিতে অন্ধকারের মনটিকে অর্থাৎ কালের অন্তর্নিহিত গুপ্ত মনটিকে ত্রি-শক্তির কর্ম্মদ্বারা উদ্‌ঘাটিত করিতে না পারিলে সমষ্টি-মন আয়ত্ত হয় না। সেই জন্য প্রণবকে ভাঙ্গিতে পারা যায় না।

সমষ্টি-মনের অবতরণের পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথম জগতের প্রতি পদার্থের অন্তস্তল হইতে ব্যাপকভাবে একটি রোল উত্থিত হইবে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা গুল্ম, ঘর, বাড়ী, আকাশ, বাতাস, যে দিকে যাহা কিছু দেখা যায় প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্য হইতে একটি রোল বা আর্ত্তধ্বনি উত্থিত হইবে। ভূকম্প, বিশাল অগ্নিদাহ প্রভৃতি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারের পূর্ব্বে একটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ শব্দটি ভাবী প্রলয়ের সূচনা করে। যে বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের কথা বলা হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেও ঐ প্রকার শব্দ উত্থিত হইবে। যে সকল অণুর সমষ্টিতে জগতে যাবতীয় সংঘাত উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদিগের শিথিলতা ও কম্পনই ঐ শব্দোত্থানের কারণ। কাল-জনিত সৃষ্টির সঙ্কোচই উহার কার্য্য। ঐ প্রকার রোল উত্থিত হওয়ার পর একটি বোধ বা হুঁস ব্যাপক ভাবে জাগিয়া উঠিবে। তখন 'মা'-ডাক স্বভাবসিদ্ধ ভাবে আপনিই ফুটিবে। শিশুর জন্ম হইলে যেমন তাহার মুখ হইতে অব্যক্তভাবে 'মা'-ডাক ফোটে তেমনি বোধের উদয়ে মনুষ্যের মুখ হইতে আপনা-আপনিই 'মা'-ডাক ফুটিয়া উঠিবে। বোধের উদয় হওয়াই শিশুত্ব লাভ। কিন্তু জগতে এমন আধারও আছে যেখানে তৎকালে হয়ত হুঁস জাগিবে না এবং 'মা'-ডাকও ফুটিবে না। হুঁস উদয়ের সঙ্গে সমষ্টি মনের অবতরণ হইবে। সমষ্টি-মন হইতে নির্গত আভা সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া যাইবে। উহা যে উর্দ্ধ হইতে অবতীর্ণ হইবে এমন নহে, বস্তুতঃ উহা সমষ্টি-মন হইতেই বিকীর্ণ হইবে। ঐ আলোক স্বচ্ছ এবং স্নিগ্ধ হইলেও উহার প্রচণ্ড শক্তি কর্ম্মহীন ও ডাকহীন জীব ধারণ করিতে পারিবে না। এই জন্যই যদিও উহা সমভাবে সর্ব্বত্র প্রসারিত হইবে তথাপি উহা সর্ব্বত্র ধৃত হইবে না। সূর্য্যের কিরণ সমভাবে সর্ব্বত্র পড়িলেও যেমন শুধু স্বচ্ছ আধারে উহা প্রতিবিম্বিত হয় বা ধৃত হয়, তদ্রূপ ঐ ব্যাপক আলোক সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াও, বিশিষ্ট মনরূপ আধারে প্রতিবিম্বিত হইবে। যাহারা কর্ম্মী অথবা যাহারা 'মা'-ডাকে বল সঞ্চয় করিয়াছে তাহারা ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোককে ধারণ করিবে, বিচলিত হইবে না। তাহাদের মন ও দেহ ঐ আলোক-পাতের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যময় স্বরূপে পরিণত হইতে আরম্ভ করিবে। তাহারা অমরত্ব লাভ করিবে। কিন্তু যাহাদের আধার কর্ম্ম অথবা 'মা'-ডাকের অভাব বশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহারা ঐ আলোকের আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না। ঐ আলোকের স্পর্শে তাহারা অভিভূত হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে।

এই বিরাট্ সৃষ্টির মধ্যে এক মাত্র মনুষ্যেই মন আছে, অন্য কোথাও মন নাই। মন আছে বলিয়াই মনুষ্যের আকারটি প্রণব-পদ-বাচ্য। অবশিষ্ট সমগ্র সৃষ্টি মনুষ্য হইতে উদ্ভূত। জড় ও প্রাণী সবই একই প্রকার জানিতে হইবে। এই মনোহীন সৃষ্টির উপরে সমষ্টি-মনের আলোক পতিত হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে। মনুষ্যের মধ্যে মন থাকিলেও যাহার মনে কর্ম্মবল অথবা ডাকের বল নাই সে ক্ষুদ্র জীব অথবা জড় পদার্থের মতই ঐ আঘাতে অভিভূত হইবে, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিবে। এই সকল মনুষ্যের আত্মা পূর্ব্বকালীন অন্যান্য আত্মার সহিত প্রায় সমান শ্রেণীতে স্থান লাভ করিবে এবং একই প্রকার গতি প্রাপ্ত হইবে।

চন্দ্র-অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে কালের পরদাটি সরিয়া যাইবে, কিন্তু কালের নাশ তখনও হইবে না। তখন যে রাজ্যটির গঠন হইবে তাহার ঘের অথবা বেষ্টনী-রূপে কাল থাকিয়া যাইবে। যখন কাল অপসারিত হইবে, তখন উহা নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি নিজের সঙ্গেই লইয়া যাইবে। সমষ্টি-মন অবতীর্ণ হওয়ার ফলে প্রতি ব্যষ্টি দেহের রক্তের ভিতর হইতে বোধ খুলিয়া যাইবে। এখন ব্যষ্টি রক্তের বোধ নাই। কিন্তু তখন প্রতি দেহেই বোধ বা হুঁসের উদয় হইবে। ইহার প্রভাবেই মরকায়ও অমরত্ব লাভ করিবে। সমষ্টি-মনের স্বচ্ছ আভা আংশিক ভাবে ব্যষ্টিমনেও থাকিবে।

তখন যে রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে সেই জ্যোতির্ম্ময় অমর রাজ্যটি চন্দ্র-রাজ্য রূপে বর্ণিত হইতে পারে। উহা কালের রাজ্য নহে। কারণ কালকে অপসারিত করিয়া উহা আবির্ভূত হইবে। উহা যোগরাজ্য—একাধারে কর্ম্মরাজ্য ও ভোগরাজ্য উভয়ই। এই আনন্দময় সৃষ্টির রহস্য সকলে বুঝিতে না পারিলেও অনেকেই ইহার স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমরা শাস্ত্রমুখে যে সকল দিব্য আনন্দময় ধামের বর্ণনা শুনিয়া থাকি চন্দ্র-রাজ্যটি তাহাদেরই অনুরূপ একটি বিরাট্ আনন্দময় সাম্রাজ্য। ঐ রাজ্যে মর জীবের বাস নাই। কারণ উহা যোগীর স্থান এবং কালের প্রভাবের অতীত। উহাকে ভোগস্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু উহা স্বর্গের ন্যায় অভিশপ্ত ভোগ-ভূমি নহে, কারণ স্বর্গে ভোগের অবসান নাই এবং কর্ম্মের স্থান নাই। স্বর্গ হইতে স্খলন হয়, চন্দ্র-রাজ্য হইতে স্খলন হইবে না। চন্দ্র-রাজ্যে কর্ম্মের স্থান রহিয়াছে এবং ভোগেরও অবসান রহিয়াছে। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদের কর্ম্ম চলিতে থাকিবে, যতক্ষণ কর্ম্ম পূর্ণ না হইবে। যাঁহারা ভোগী, তাঁহাদেরও ভোগ চলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিবে যতক্ষণ ভোগের পূর্ণতা না আসিবে। ভোগের পূর্ণতা আসিলেই স্বভাব-সিদ্ধভাবে কর্ম্মের স্রোত চলিতে থাকিবে, এবং এই স্রোত ততক্ষণ অবাধিতভাবে চলিবে যতক্ষণ কর্ম্ম পূর্ণ হইয়া বিজ্ঞানের অবতরণ না ঘটিবে। চন্দ্রাবতরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মনের সহিতই সমষ্টি-মনের যোগ স্থাপিত হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু প্রতি মন তখনই ব্যষ্টিভাব হইতে সমষ্টিভাবে উপনীত হইতে পারিবে না। কারণ তাহার জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সমষ্টি-মনের যোগ প্রত্যেক ব্যষ্টি মনের সহিতই থাকিবে। এই জন্যই সমষ্টি-মনকে অংশী এবং যুক্ত ব্যষ্টি মনকে তাহার অংশ বলিয়া গ্রহণ করা চলে। সমষ্টি প্রাণ সূর্য্য স্বরূপ। যদিও সমষ্টি-মন তাহাকে আপন করিয়া লইয়াছে এবং সেই জন্য এক পক্ষে প্রতি ব্যষ্টি মনেরও উহা আপন বস্তু, তথাপি সাক্ষাদ্‌ভাবে উহা কর্ম্ম সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি ব্যষ্টি মনের নিজস্ব হইতে পারে না।

চন্দ্র-অবতরণের পর ক্রম অনুসারে বিভিন্ন স্তরের অবতরণ ও জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ ঘটিবে। সর্ব্ব প্রথম সেই সকল আত্মার কার্য্য হইবে যাহারা অবতরণের সময় 'মা'—ডাকের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিদেহরূপে স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদের কার্য্য প্রথমে হইবে। কারণ ইহারা নিম্ন স্তরে অবস্থিত। 'মা' ডাকিলে এই সকল আত্মাকে স্ব স্ব দেহ ত্যাগ করিতেই হইত না। তাহারা আপন আপন পূর্ব্ব দেহেই অবস্থান করিত এবং ঐ সকল দেহ চন্দ্র-অবতরণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে অমরত্ব লাভ করিত। কিন্তু 'মা'-ডাকের অভাব বশতঃ তাহা সম্ভবপর হইবে না।

ইহার পর বিদেহ পিতৃ-পুরুষগণের আত্মার অবতরণ হইবে। ইহাকে এক কথায় পিতৃলোকের অবতরণ বলা যাইতে পারে। যে সকল আত্মা মরদেহ ত্যাগ করিয়া, মৃত্যুর পর, পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে পরলোকে স্বীয় মূল-পুরুষের অধিকারে স্থান লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সাধক বা যোগীর কথা পৃথগ্‌ভাবে বলিতেছি না। সাধারণ মনুষ্যেরও মরণান্তে একটি বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতি হয়। এই সকল আত্মা, চন্দ্র অবতীর্ণ হইলে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে। ইহারা দেহে অবস্থান কালে কর্ম্মহীন ছিল, এখনও ইহারা কর্ম্মহীনই আছে। ইহাদিগকে কর্ম্ম-পথে যুক্ত করিতে হইবে। ইহাদের অতৃপ্ত বাসনা সকলকে জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে পূর্ণভাবে তৃপ্ত করিতে হইবে। যখন কোন আত্মা নরলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পরলোকে যাত্রা করে, তখন তাহাদের হৃদয়-স্থিত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কামনার অধিক অংশই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ঐ সব বাসনাত্মক সংস্কার যতক্ষণ ভোগের দ্বারা তৃপ্ত না হইবে ততক্ষণ ঐ সকল আত্মার পক্ষে স্থূল দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মপথে উৎকর্ষ লাভ অসম্ভব। ঐ সকল আত্মা অবতীর্ণ হইয়া বিশাল জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যের অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলে স্থান লাভ করিবে। যে যে কর্ম্মীর কায় অমরত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করিবে তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি মণ্ডল থাকিবে। ঐ মণ্ডলে কর্ম্মী স্বয়ং মণ্ডলেশ্বর অথবা খণ্ড রাজ্যের রাজারূপে বিরাজ করিবে। তাহার পরিজনবর্গ সকলেই ঐ মণ্ডলে স্থান লাভ করিবেন। পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের প্রত্যেকের সতর পুরুষ পর্য্যন্ত আত্মা ঐ মণ্ডলে স্থান লাভ করিবে। বলা বাহুল্য, অধোবর্ত্তী পুরুষও যথাসম্ভব এই সংখ্যার অন্তর্গত। মরজগতের কর্মী পুরুষকে ঐ সকল আত্মার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। যখন পরলোকস্থ আত্মা ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইবে তখন তাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলে স্থিত হইয়া নিজ নিজ প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে ইচ্ছার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যবস্তু সকল প্রাপ্ত হইবে। ইচ্ছানুরূপ ভোগ্য বস্তুর আবির্ভাব তাহাদের নিজ শক্তির দ্বারা হইবে না, কিন্তু কর্ম্মী পুরুষের শক্তির দ্বারা হইবে। কারণ ঐ অধিষ্ঠাতা পুরুষ কর্ম্মী, তাহারা ত কর্ম্মী নহে। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিবে না কর্ম্মী পুরুষের শক্তি হইতে এইরূপ হইতেছে। তাহারা শুধু ইহাই বুঝিতে পারিবে যে, যখন তাহাদের যে ইচ্ছা উদিত হইতেছে তখনই তাহা অবাধে পূর্ণ হইতেছে। তাহারা তখন নিজেকে আপ্তকাম মনে করিবে। এই জন্য চন্দ্র-রাজ্যটি এই সকল আত্মার পক্ষে প্রথম অবস্থায় ভোগভূমিরূপে প্রতীয়মান হইবে। এই সকল আত্মার দেহে রক্তসঞ্চার ও স্থূলত্বের আবির্ভাব বশতঃ ভোগের পর তৃপ্তির উদয় হইলে, কর্ম্ম-পথে চলার প্রেরণা আসিবে। তখন ইহারা 'মা'-ডাক শিক্ষা করিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ক্রমশঃ কর্ম্ম-পথে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। যিনি মণ্ডলেশ্বর বা রাজা তিনি মণ্ডলস্থ সকলের গুরু স্থানীয়। বস্তুতঃ গুরু-শিষ্য বলিয়া কিছু নাই। এই ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে ঐ সকল আত্মা যখন কর্ম্মী পুরুষের প্রায় সমান অধিকার এবং যোগ্যতালাভ করিবে, তখন সকলে একই সঙ্গে মহাকর্ম্মের পথে অগ্রসর হইবে এবং ক্রমশঃ সমষ্টি-মনের সন্নিহিত হইতে থাকিবে। সূর্য্যের অবতরণ এবং সর্ব্বাংশে পূর্ণ বিজ্ঞানের অবতরণ, ইহাই বিশ্বকর্ম্মের উদ্দেশ্য। সকলের কর্ম্মই ঐ একই মহা-উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত।

যে সকল আত্মা আপন আপন ইষ্ট-দেবতার সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, বা সাযুজ্য লাভ করিয়াছে তাহাদিগের অবতরণ পিতৃলোকের অবতরণের ঠিক অনুরূপ। সালোক্যাদি ত দূরের কথা, সাযুজ্য অবস্থাতেও কোন আত্মা উপাস্য দেবতার সহিত সর্ব্বথা অভিন্ন হইতে পারে না। ঐ সকল আত্মা মনুষ্য, কারণ নর-দেহ লাভ করিয়া এবং উহা ত্যাগ করিয়া তাহারা তৎতৎ দেব-স্থান বা দেব-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্য আপন আপন ইষ্ট-দেবতার সহিত যুক্ত হইলেও, উহার ভাব প্রাপ্ত হইলেও, মানুষ মানুষই থাকে, দেবতা কখনই হয় না মনুষ্যত্বের আকর্ষণ প্রভাবে ঐ সকল দিব্য আত্মা দেব-ভাব ত্যাগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে। তখন মনুষ্যত্ব লাভের পথ খুলিয়া যাইবে। তাহারা মনুষ্যের আকার লাভ করিয়াও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিয়া আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান মুগ্ধ বালকগণের ন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্য ভাবের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই সকল আত্মাও অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে নিজের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে। চন্দ্রের অবতরণ হওয়ার পর সূর্য্যের অবতরণ হইবে, ইহা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে চন্দ্র অবতীর্ণ হইলেও এমন কিছু অভাব থাকিবে যাহা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্য অবতীর্ণ হইবে না।

চন্দ্র-অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে জড় জগৎ জ্যোতিঃ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। সমগ্র পৃথিবী তখন অনন্তরূপা হইয়া স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় মহামণ্ডল রূপে প্রকাশ পাইবে। এই মহামণ্ডলটি পৃথক্ পৃথক্ অসংখ্য মণ্ডলের সমষ্টিরূপে দৃশ্যমান হইবে। প্রত্যেকটি মণ্ডল একটি খণ্ডরাজ্যরূপে কল্পিত হইলে মহা-মণ্ডলটিকে একটি বিরাট্ সাম্রাজ্য-রূপে বর্ণনা করা চলে। এক একটি খণ্ড মণ্ডল এক একটি মণ্ডলেশ্বর দ্বারা অধিকৃত থাকিবে। অর্থাৎ প্রতি মণ্ডলেরই এক একজন অধিষ্ঠাতা থাকিবেন যাঁহাকে ঐ মণ্ডলের রাজা, অন্তরাত্মা অথবা শাসন-কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। যে সকল মরদেহ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অমরত্ব লাভ করিবে তাহারা এক একটি মণ্ডলেশ্বর-রূপে অথবা খণ্ডরাজ্যের রাজারূপে নবীন সৃষ্টিতে স্থান লাভ করিবে। পূর্ব্বোক্ত মরদেহের পরিজনবর্গ, যাহারা লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা সকলেই, ঐ রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব-পুরুষগণ বা পিতৃগণ তাহাদের বংশধরের মহাসুকৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলভোগ করিবার জন্য তাহারই রাজ্যে আসিয়া আনন্দ ভোগ করিবে।

মৃত্যুর পর পরমাণুরূপী আত্মা মরদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু কেহই আজ পর্য্যন্ত কালের রাজ্য ভেদ করিয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। জন্মান্তর অখণ্ড মহাযোগের সিদ্ধান্তে চরম তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হয় না। প্রচলিত ধর্ম্মগ্রন্থে যে জন্মান্তরের প্রসঙ্গ আছে তাহা বস্তুতঃ অণু-সকলের অবস্থাভেদ-নিবন্ধন কল্পিত হইয়াছে। আত্মার জন্মান্তর হয় না, অর্থাৎ যে পরমাণু একবার মাতৃগর্ভে আসিয়া ক্ষত হয় তাহা মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার মাতৃগর্ভে আসিতে পারে না। প্রতিবারেই অক্ষত পরমাণু আসে। পরমাণু ও অণুর সংযোগেই জীবনের বিকাশ এবং পরমাণু ও অণুর বিয়োগের ফলেই মৃত্যু। মৃত্যুর পর পরমাণু চলিয়া যায়। পরমাণু নিত্য বলিয়া মৃত্যুকালীন ভাবটি তাহাতে অপরিবর্ত্তিত ভাবেই থাকিয়া যায়। অর্থাৎ অন্তিম শ্বাস বৃত্তির সময় মনুষ্য যে ভাবটি ধারণ করে, আত্মা যে ভাবরূপে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, ঐটি নিত্যভাব। উহার সহিত অন্য কোনও ভাব মিশিতে পারে না। অন্য ভাবের উদয়ের সম্ভাবনাও নাই, কারণ আত্মার সঙ্গে মনের ও দেহের যোগ না থাকিলে ভাবের উদয় কি প্রকারে হইবে? এইজন্য মৃত্যুর পর আত্মাতে অভিনব ভাবের যোজনা সম্ভবপর হয় না। আত্মা বিদেহ হইলেও, লৌকিক দেহ হইতে মুক্ত হইলেও, তাহাতে একটি স্বাভাবিক আকার আছে। উহাতে ঐ ভাবরূপ প্রকৃতিটি নিত্যযুক্ত থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিকাল হইতেই এইরূপই হইয়া আসিতেছে। ঐ সকল আত্মাকে মুক্ত বলা চলে না। যতক্ষণ বাসনারূপ প্রকৃতির দাবী পূর্ণ হইয়া বাসনার আক্রমণ হইতে আত্মা মুক্তিলাভ না করিবে ততক্ষণ তাহাকে প্রকৃতভাবে মুক্ত আত্মা বলা চলে না।

কিন্তু প্রকৃতি বা বাসনা হইতে মুক্তি হইবে কি প্রকারে? পিপাসাকে দূর করিতে হইলে যেমন জল আবশ্যক হয় তেমনি প্রতি আত্মার বাসনারূপ অভাব দূর করিতে হইলে ভোগ্যবস্তুর দ্বারা ভোগ পূর্ণ করিতে হয়। তখন আত্মা ভোগ হইতে উত্থিত হইয়া নিজ-স্বরূপে স্থিতিলাভ করে। নিগ্রহ দ্বারা কখনও বাসনা নিবৃত্ত হইতে পারে না। লৌকিক জগতে সংযম ও ত্যাগের আবশ্যকতা প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা তৃপ্তিমূলক পরম শান্তভাবের পথ প্রদর্শন অনেক স্থলেই করিতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা ভোগ-নিবৃত্তি তখনই সম্ভবপর, যখন জ্ঞান আয়ত্ত হয়। শাস্ত্রজ্ঞান অথবা লৌকিক জ্ঞান দ্বারা তাহা হইতে পারে না। তবে নিরোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্থায়ী অবস্থা নহে। চন্দ্রাবতরণের পর যে সকল আত্মা উর্দ্ধলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইবে তাহারা মর দেহের আনুকূল্য বশতঃ নিজেদের চিরন্তন অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবে। এতদিন কালের প্রবলতা ছিল বলিয়া তাহাদের যে ভাবটি স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল এবার কালের শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবটি ক্রিয়া করিতে থাকিবে, অর্থাৎ অভাবরূপে জাগিয়া উঠিবে

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জন্মাইবে। আকাঙ্ক্ষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ্যবস্তুর উদয় হইবে এবং ভোগ্যবস্তু আস্বাদন করিয়া তাহারা পরমানন্দ লাভ করিবে। বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যাধিষ্ঠাতা অমর-দেহ প্রাপ্ত মরদেহী ইচ্ছাশক্তি বলে ঐ সকল ভোগ্য পদার্থ উৎপাদন করিয়া দিবেন। তাহারা বুঝিতে পারিবে না কাহার অনুগ্রহে স্বেচ্ছামাত্রই তাহাদের নিকট ভোগ্যবস্তু উপনীত হইতেছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক মণ্ডলের অধীশ্বরকেই এই ভাবে গুপ্তরূপে অর্থাৎ স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া স্ব-মণ্ডলের প্রজাবর্গের অর্থাৎ আপন পরিজন-বর্গের তৃপ্তি সাধন করিতে হইবে। এই ভাবে ক্রমশঃ ভোগের দ্বারা অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা শান্ত হইয়া আসিবে। তখন রক্ত-সঞ্চারের সঙ্গে কর্ম্মের যোগ্যতা বিকাশ প্রাপ্ত হইবে।

বৈষ্ণব ভক্ত রসিকগণের বর্ণিত ব্রজলীলাতে যেমন পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জ স্বীকৃত হইয়াছে, এই মহালীলাতেও সেই প্রকার এক একটি রাজ্য কল্পিত হইয়াছে। অনন্ত কুঞ্জ-সমষ্টি মধ্যে বিন্দুরূপে যেমন নিকুঞ্জ রহিয়াছে, তেমনি অনন্ত মণ্ডল-সকলের সমষ্টিভূত মহামণ্ডলের কেন্দ্র রহিয়াছে। এই কেন্দ্রই অখণ্ড মহাযোগের বিন্দু। ধীরে ধীরে পরিজনবর্গের সহিত মণ্ডলেশ্বরের মিলন হইয়া পরিজনবর্গও তাহার অঙ্গরূপে পরিণত হইবে। তখন কেন্দ্র ও বাহিরের সত্তা সমান হইয়া যাইবে। পরিজনবর্গ সকলেই তাহাদের মূল পুরুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তায় সত্তাবান্ হইবে। তাহারা তখনই মূল পুরুষের যোগ্যতা লাভ করিবে না, কিন্তু আনন্দের ফল মূল-পুরুষের সঙ্গে সমভাবেই উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে। * পরিজনবর্গ চিন্ময় শরীর সম্পন্ন বলিয়া সকলেই দ্রষ্টা হইয়া অবস্থিত থাকিবে। মূল-পুরুষকে তাহারা দেখিবে ইহা সত্য, কিন্তু তিনিই যে তাহাদের ঈশ্বর বা উপাস্য তাহা বুঝিতে পারিবে না। রক্তময় দেহ লাভ করিয়া তাহারা 'মা' ডাকিতে অভ্যস্ত হইবে। এই অভিনব সৃষ্টি যে তালে চলিবে সকলকে সেই তালেই চলিতে হইবে—সকলকেই 'মা' বলিয়া ডাকিতেই হইবে যতদিন পূর্ণভাবে মার সন্ধান না পাওয়া যায়, অর্থাৎ যতদিন বিজ্ঞানের অবতরণ না ঘটে।

ইহার পর দেবতাদের অবতরণ হইবে। সকল আত্মার মনুষ্যত্ব লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত দেবতার জাগরণ হইবে না। সকল আত্মা মনুষ্যত্ব লাভ করিলে বুঝিতে হইবে, প্রাণটি পূর্ণ ভাবে অধীন হইল। তখন দেবলোককে জাগাইবার জন্য প্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। প্রাণকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বিশুদ্ধ দেবসত্তাকে জাগাইবে কে? আত্মা সৃষ্টি-মুখে পরমাণু-রূপে প্রাণ হইতেই আবির্ভূত হয়। এই জন্য সকল আত্মা মনুষ্যত্ব লাভ করিলে প্রাণকে অধীন করা সম্ভবপর হয়। দেবতাদের মন আছে, কিন্তু প্রাণ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি প্রাণ। এই জন্য দেবতাদের বিশেষভাবে প্রাণের ক্রিয়া হয় না। যখন সকল

* বস্তুতঃ ইহাই "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গ" যাহার কথা বেদান্ত দর্শনে উক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার মনুষ্যত্ব লাভের পর প্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হইবে তখন দেবতাদের প্রাণ-বিয়োগ হইবে, অর্থাৎ মৃত্যু হইবে। দেবতাদের মৃত্যু বলিতে বুঝিতে হইবে, তাঁহারা এতদিন বোধ-শূন্য ছিলেন, এখন বোধ-সম্পন্ন হইলেন। তাঁহাদের দেহনাশ হইবে না, শুধু একটা অভাবের জাগরণ হইবে। ইহাই দেবতাদের বোধোদয়। বোধের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার দেহে রক্তের উদয় হইবে। তখন সকল দেবতাই ঠিক মানুষের মত কর্ম্ম করিবেন। সমগ্র জগৎটি কর্ম্মময়। ইহা একটি বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে কর্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। এতদিন যাঁহারা নিষ্ক্রিয় সত্তারূপে বিদ্যমান ছিলেন তখন তাঁহারা কর্ম্মশীল হইবেন। যাঁহাদের প্রেরণায় দেবতা সকল সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা সকলেই কর্ম্মী ও ডাকধারী মানুষ। যখন দেবতাগণ রক্ত লাভ করিবেন তখন তাঁহারা নিজে নিজেই ডাকিতে থাকিবেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না তাঁহারা কি ছিলেন ও কি হইলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের এক প্রকার নূতন জন্ম হইবে।

দেবগণের পর কায়-সিদ্ধগণ অবতীর্ণ হইবেন। দেবগণ কায়-সিদ্ধগণের আরাধনা করিয়া তাঁহাদের দেহে রক্ত-সঞ্চারের আনুকূল্য করিবেন। কায়-সিদ্ধগণ সকলেই রক্তহীন। তাঁহাদের আত্মা নাই এবং মনও নাই। আত্মা দেবলোকে আকৃষ্ট হইয়া ছড়ান রহিয়াছে এবং মন মরলোকে রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা শুদ্ধ কায়টিকে রসহীন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে দেহে রস নাই, সে দেহ মৃত্যু বা কালের কবলে পতিত হয় না। কায়-সিদ্ধগণ রক্ত লাভ করিয়া 'মা' ডাকিতে আরম্ভ করিবেন।

কায়-সিদ্ধগণ যখন জাগিয়া উঠিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিবেন, তখন সেই মহাডাকে কালরূপী অন্ধকারে স্পন্দন উঠিবে। তখন অন্ধকারও ডাকিতে আরম্ভ করিবে। অন্ধকারের সাধনা বা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে 'ম'র সাধনা আরম্ভ হইবে। বিরাট্ চৈতন্যরূপী আলোক ও মহা-অন্ধকার-রূপী কাল, 'ম' হইতে সত্তা লাভ করিয়াছে। ইহাদের সকলের ক্রিয়ার পর যখন 'ম' ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিবে, তখন ক্ষণরূপী 'মা' যে কি বস্তু তাহার অনুভব হইবে। কি করণীয় অবশিষ্ট আছে তাহা তখনই ধরা পড়িবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। 'ম' আদি স্রষ্টা, তাহার সাধনার বিষয় সূর্য্য, অর্থাৎ মহাপ্রাণ বা বিরাট্ চৈতন্য। সূর্য্যের অবতরণের পর বিজ্ঞানের অবতরণ হইবে। 'ম'র আহ্বানে ক্ষণ বিচলিত হইলে সূর্য্য অবতীর্ণ হইবে, এবং পরে বিজ্ঞানও নামিয়া আসিবে। বিজ্ঞানের অবতরণ হইলে ক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে, চৈতন্য সম্বন্ধে নহে। বিজ্ঞান আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালের সত্তা কোন না কোন আকারে থাকিয়া যাইবে, কিন্তু বিজ্ঞান আসিবার পর কাল থাকিবে না।

জ্ঞান-রাজ্যটি স্বভাবের রাজ্য, স্বাতন্ত্র্যভূমি। উহা কামনার জগৎ নহে। তাই কামসৃষ্টি তখন থাকিবে না। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি থাকিবে। বিজ্ঞান-রাজ্য ইচ্ছাশক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতীত। সেখানেও সৃষ্টি থাকিবে—তাহা বিজ্ঞানের সৃষ্টি। তাহা কালাতীত ও অবিনাশী। বিজ্ঞানরূপী মনুষ্য হইতেই তখন মনুষ্যের সৃষ্টি হইবে। সৃষ্টি থাকিবে, স্থিতি থাকিবে,—কিন্তু সংহার থাকিবে না।

এই অভিনব সৃষ্টিতে অমরদেহ মনুষ্যের স্থান হইবে সকলের উপরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮

উপসংহার

আলোচিত বিষয়ের সারসংগ্রহ

আমরা সংক্ষেপে অখণ্ড মহাযোগ অথবা সূর্য্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। সময় এবং স্থানের অভাব বশতঃ এই জটিল বিষয়ের প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃত আলোচনা এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থে সম্ভবপর হইল না। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নূতন, উক্ত বিষয়ের প্রতিপাদন-প্রণালীও নূতন। সুপরিচিত ও প্রচলিত চিন্তা-ধারা হইতে ইহাকে অনেকাংশে পৃথক্ বলিয়া মনে হইবে। তথাপি প্রচলিত ভাষার সাহায্যেই যথাশক্তি এই গভীর সত্যটিকে বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্যটি স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বহু স্থানে অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। বিশদরূপে এবং তুলনামূলক প্রণালী অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিতে না পারিলে বক্তব্য বিষয়টিকে ইচ্ছানুরূপ পরিস্ফুট করা সম্ভবপর হয় না। শুধু ইহাই নহে, অস্পষ্টতার সঙ্গে কোনও কোনও স্থানে প্রমাদ অথবা স্খলনও অবশ্যই হইয়া থাকিবে। যে প্রণালীতে এই মহাসত্যটিকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে জন-সাধারণের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে অস্পষ্টতা ও ত্রুটি, এই দুইটি দোষ ন্যূনাধিক পরিমাণে অপরিহার্য্য। অবিলম্বে এই গ্রন্থ-প্রকাশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন অনুভব করিয়া সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিবার সময় ও সুবিধা পাওয়া যায় নাই।

ইহা সত্ত্বেও গ্রন্থের মূল-তত্ত্ব এবং গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার অস্পষ্টতা আছে বলিয়া মনে হয় না। চিন্তাশীল পাঠক ইহা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন।

গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য এই যে, মানুষকে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। মানুষ আকারে মনুষ্য হইলেও প্রকৃত মনুষ্য নহে, তাহাকে প্রকৃতই মনুষ্য হইতে হইবে।

মনুষ্য হইতে পারিলে, মনুষ্যের যাহা কিছু করণীয় বা কর্ত্তব্য, তাহা সে আপনিই বুঝিতে পারিবে বা করিতে পারিবে। বুঝিতে পারিবে, কারণ তখনই বোধের উদয় হইবে এবং করিতে পারিবে, কারণ তখনই তাহার বিশুদ্ধ কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। যে সকল অন্তরায় মনুষ্যের নিজের জীবনের উৎকর্ষ লাভের পথে প্রতিবন্ধকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, সেই সকল অপসারিত না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণতা লাভের আশা দুরাশা মাত্র। ঐ সকল অন্তরায়ই মনুষ্যের রিপু। কালের রাজ্যে ঐ সকল রিপুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াই মনুষ্যকে থাকিতে হয়। জনক-নন্দিনী সীতা যেমন অশোক-বনে চেড়ীগণের দ্বারা বেষ্টিতা ছিলেন, জীবও ঠিক সেই প্রকার কালের রাজ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাসনা, কামনা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখপ্রদ ভাবের দ্বারা জর্জ্জর হইয়া বাস করিয়া থাকে। মনুষ্যত্বের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিরুদ্ধ ভাব হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ হইবে। বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্যত্বের অবতরণই জ্ঞানের অবতরণ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে জ্ঞান অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানময় জগতের যাবতীয় অন্তরায় দূর হইয়া যাইবে। এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। কারণ ইহার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই বোধহীন মনুষ্য মনুষ্যত্বরূপ বোধ প্রাপ্ত হইবে। তবে জ্ঞানকে ধারণ করিতে পারা চাই।

কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান উদিত হইতে পারে না। এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইল, ইহা সমষ্টি জ্ঞান। ইহার মূলেও পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত সমষ্টি-কর্ম্ম রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সমষ্টি-কর্ম্ম যথাবিধি পূর্ণ হইয়াছে এবং সমষ্টি-মনের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং সমষ্টি-মনের আচ্ছাদন বা পরদাটি সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই মহাজ্ঞানের আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। কে এই মহাজ্ঞানকে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জন সাধারণ না জানিলেও কোন ক্ষতি নাই। জ্ঞানের উদয় হইলে প্রতি ব্যক্তিই তাহা জানিতে পারিবে, তখন সংশয়ের কোনও অবকাশ থাকিবে না। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ঐ বিষয়ে জানিতে চাহিলে পরোক্ষজ্ঞান ব্যতীত অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। কোথা হইতে জ্ঞান অবতীর্ণ হইল তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া অবতরণ-কালে যাহাতে জ্ঞানটিকে ধারণ করা যায়, তাহারই জন্য চেষ্টা করা উচিত। যেমন বিশাল কর্ম্ম হইতে এই বিশাল জ্ঞান উদ্ভূত, তেমনি ইহাকে ধারণ করিতে হইলেও কিঞ্চিৎ কর্ম্ম আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের অবতরণের মূল যে মহাকৃপা, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পুরুষকার ব্যতীত তাহাকে ধারণ করা যাইবে না। সূর্য্য মুক্ত আকাশে উদিত হইলে তাহার কিরণ স্বাভাবিক ভাবেই চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, কিন্তু যে চক্ষু উন্মীলিত না করিবে অথবা সেই মুক্ত আলোকের সন্নিহিত না হইবে, সে ঐ আলোকের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে না। কিরণের মূল স্থান কোথায় তাহার অন্বেষণ তখন আবশ্যক নহে, কিন্তু নিজের দৃষ্টির কৃত্রিম আবরণ অপসারণ করিয়া ঐ আলোকের সহিত যুক্ত হইবার চেষ্টা করা অধিক আবশ্যক। এই জন্য সামর্থ্য-অনুরূপ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্বের আলোকটিকে নিজের করিয়া লইতে হইবে। এই কর্ম্মটি আর কিছু নহে, 'মা' বলিয়া ডাকা। কঠিন কর্ম্ম করিবার সময় আর নাই, অথচ কর্ম্ম ব্যতিরেকে সেই অপূর্ব্ব বস্তুটিকে কেহই আপন করিয়া লইতে পারিবে না। এইজন্য মহাকরুণারূপিণী অখণ্ড মা ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সন্তান যেন অন্ততঃ একটি বারও 'মা' বলিয়া ডাকে। ইহাই তাহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিশাল আলোক লাভের উপযোগী কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। মাকে ডাকা ও মাকে চিন্তা করা, একই কথা। যে যাহা চিন্তা করে সে ক্ষণমাত্রের জন্য হইলেও তাহাই হইয়া যায়। সুতরাং 'মা'-ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই 'মা'-ভাবটির উদয় হয়। ইহার মাত্রা যতই কম হউক তথাপি ইহা অমরত্বের আশ্রয়। মাতৃভাবাপন্ন সন্তানই সেই মহালোককে ধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। মনুষ্যত্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই আলোকটি অথবা মহাজ্ঞানের আলোকটি প্রকৃত প্রস্তাবে মায়েরই অঙ্গকান্তি। সুতরাং আধার যতই দুর্ব্বল হউক, সেই বিশাল আলোকের আঘাতে ভগ্ন হইয়া যাইবে না, বরং নিজের শক্তি অনুসারে উহাকে ধারণ করিবে। সকলের কর্ম্ম এক প্রকার নহে বলিয়া আধারের বলও সর্ব্বত্র সমান নহে। এইজন্য যদিও কর্ম্মী মাত্রই 'মহাভয়'রূপ কাল হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে, তথাপি সকলের উৎকর্ষ সমান হইবে না। মনুষ্যত্বের অবতরণ ও ধারণের ফলে প্রত্যেকেই অমরদেহ-সম্পন্ন হইবে, কিন্তু কোনও আধারে মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি অল্প অংশে বা কম মাত্রায় হইবে, আবার কোনও আধারে অধিক মাত্রায় হইবে। পাত্রের তারতম্যই এই প্রকার তারতম্যের কারণ। সর্ব্বত্র মনুষ্যত্বের অবতরণ হইলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি বাক্যের অনুরূপ অবস্থার উদয়ের সূত্রপাত হইবে।

অখণ্ড মা বস্তুতঃই কালনাশিনী। দেব, দেবী, সিদ্ধ, ঋষি, ঈশ্বর, পরমেশ্বর,—কেহই কালকে নাশ করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ ইঁহাদের উপাসনা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত কেহ কালকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় নাই। বস্তুতঃ ঈশ্বর, পরমেশ্বর প্রভৃতি জ্যোতিঃ-স্বরূপ হইলেও সেই জ্যোতির প্রভাবে কালরূপী অন্ধকার নিবৃত্ত হয় নাই। পূর্ব্বেও যেমন কালের প্রভাব ছিল, এখনও তেমনি রহিয়াছে। জন্ম-মৃত্যুর ধারার মধ্যে লেশমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কর্ম্ম পূর্ণ করিতে না পারিলে কালকে ভেদ করা যায় না এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালের সঙ্কোচ ঘটিতে পারে না। মনুষ্য-দেহ ভিন্ন অর্থাৎ রক্তমাংস-সম্পন্ন জীবন্ত নরদেহ ভিন্ন কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। এই জন্যই নিষ্ক্রিয় চিন্ময় দেহবিশিষ্ট দেবতাদের পক্ষে কালকে ভেদ করা অথবা নাশ করা, উভয়ই অসম্ভব। কালকে নাশ করিতে হইলে কালজাত দেহ আবশ্যক। এক মাত্র মনুষ্যই পূর্ণ কর্ম্ম দ্বারা কালকে লঙ্ঘন করিতে সামর্থ্য লাভ করে। কিন্তু একজনের কর্ম্ম দ্বারা বিশ্বব্যাপী কালের বিনাশ কি প্রকারে হইবে? যিনি পূর্ণ কর্ম্মী, তিনি মনকে সমষ্টি করিয়া নিজস্ব করিতে সমর্থ হন বলিয়া যোগের সময় মহাজ্ঞানের আলোকের দ্বারা কালকে অপসারিত করিয়া থাকেন। যে ভূমি এতকাল কালের অধিকারে ছিল তখন তাহা সেই মহাযোগীর অধিকারে আগমন করে। কালের প্রভুত্ব অস্তমিত হইয়া যায়। বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় কাল তখন নিজের ঐশ্বর্য্য সহকারে মহাজ্ঞানের বাহিরে যাইয়া মনোময় রাজ্যের সীমারেখারূপে অবস্থান করে। তখনও কিন্তু কালের নাশ হয় না, যদিও তাহার প্রভাব তিরোহিত হইয়া যায়। মনুষ্যের দ্বারা পূর্ণভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইহাই কাল নিবৃত্তির হেতু। অমর রাজ্যের স্থাপনা হইলেও উক্ত রাজ্যের পরিধিরূপে কাল থাকিয়া যায়। যখন মনুষ্যত্ব-প্রাপ্ত প্রত্যেকটি কর্ম্মী বোধ প্রাপ্ত হওয়ার পর নিজ নিজ কর্ম্ম পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে তখন কাল-নাশক কর্ম্মের গুরুত্ব অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তখনও কালধ্বংসের উপযোগী কর্ম্ম আয়ত্ত হইবে না। এই জন্য অমরত্ব লাভের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর অর্থাৎ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেকটি কর্ম্মী মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে, পর পর উর্দ্ধলোক সকলের (যাহারা তখন জ্ঞানরাজ্যের বলয়রূপে অবস্থিত চন্দ্রলোকের অন্তর্গত) আত্মা সকলকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যত্ব এবং রক্তমাংসের দেহ দান করিয়া কর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করা। এই সকল আত্মা এতদিন কর্ম্মহীন ভাবে বিদ্যমান ছিল। রক্তমাংস-বিশিষ্ট মনুষ্য-দেহ ভিন্ন কর্ম্ম করা যায় না। এই সকল সূক্ষ্ম সত্তাতে কর্ম্মী মনুষ্যের প্রভাবে ইচ্ছার উদয় হইবে ও মনের বিকাশ হইবে। তখন তাহাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিবে এবং যোগভূমি বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই উহা পূর্ণ হইবে। এই ভাবে ইচ্ছার উদয়ের ফলে সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহে ধীরে ধীরে শোণিতের সঞ্চার হইবে ও উহা রক্তমাংসময় স্থূল দেহরূপে পরিণত হইবে। ইহাই মনুষ্যত্বের সঞ্চার অথবা পূর্ব্ব-বর্ণিত নিজস্ব-মনের আংশিক বিকাশ। মনুষ্যত্বের সঙ্গে বোধের উদয় হইলে ইহারাও পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মীদের ন্যায় আপনা আপনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। এই কর্ম্মই 'মা'-ডাক। যাবতীয় কর্ম্ম ঐ একই কর্ম্মের অন্তর্গত। এই ভাবে দেবতাদির ও ঈশ্বর প্রভৃতির অবতরণ, মনুষ্যত্ব লাভ ও কর্ম্মের অভিব্যক্তি বুঝিতে হইবে। ক্রমশঃ সেই বিশাল রাজ্য মনুষ্যের দ্বারা পূর্ণ হইবে। মনুষ্য ভিন্ন অপর কোনও চেতন-সত্তা কোথাও থাকিবে না। প্রত্যেকটি মনুষ্যের কর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করিলে একটি পরিপূর্ণ অবস্থার উদয় হইবে। সূর্য্যের অবতরণ ও তদনন্তর বিজ্ঞানের অবতরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপূর্ণতার পূর্ব্বাভাস। বাস্তবিক পক্ষে তখনই ডাকের কর্ম্ম সমাপ্ত হইবে। প্রত্যেকটি মনুষ্যের কর্ম্ম পূর্ণ হইলে সেই মহাসমষ্টি কর্ম্মের যে গুরুত্ব তাহারই প্রভাবে প্রাণরূপী সূর্য্যের উদয় হওয়ার ফলে জ্ঞানের রাজ্য বিজ্ঞানের রাজ্যে পরিণত হইবে। বিজ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কালের সম্যক্ অবসান হইয়া যাইবে। তখন কাল থাকিবে না, কিন্তু সমষ্টি-মনটি অর্থাৎ মহাজ্ঞানটি বিজ্ঞান-রাজ্যের সীমারেখারূপে থাকিয়া যাইবে। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত অবস্থা। যদি এক মুক্তিতে সর্ব্বমুক্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই অবস্থাই তাহার নিদর্শন। সমষ্টি-কর্ম্ম ব্যতীত এই মহাবিজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। ভূলোক হইতে ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত, এমন কি তাহার উর্দ্ধে যাবতীয় চেতন সত্তাতে, মনুষ্যত্ব লাভ অর্থাৎ নিজস্ব-মন প্রাপ্তি, রক্তমাংসময় দেহলাভ এবং মনুষ্যোচিত কর্ম্ম সম্পাদন অর্থাৎ অখণ্ড মাকে ডাকা ব্যতীত বিজ্ঞানের অবতরণ হইতেই পারে না। বিজ্ঞানের জগতে ছোট বড় কেহই থাকে না। সেখানে জীব ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ নাই। নরদেহধারী জীবকেও যেমন মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে তেমনি চিন্ময় দেহধারী দেবতাদিগকেও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। বিজ্ঞানের আলোকে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সকলেই তখন শিশু। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর, পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধমণ্ডলী, সাধারণ জীবগণ—সকলেই তখন সেই মহাবিজ্ঞানময় জগতে অখণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের সন্তান। সকলেই মনুষ্যত্বের প্রভাবে কর্ম্মের পূর্ণতা-নিবন্ধন বিজ্ঞানময় স্বরূপে অবস্থিত। মহাপ্রাণের সঙ্গে মহা-মনের মিলন হইয়াছে এবং কালের অবসান বশতঃ মহাকায়ের যোগও তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র প্রাণ, মন ও কায়ের বৈষম্য তিরোহিত হইয়া একের সঙ্গে অন্যের ভেদভাব অস্তমিত হইয়াছে, অথচ অভেদের মধ্যেই অনন্ত বৈচিত্র্য প্রকাশমান।

বিশুদ্ধ সত্তার আবির্ভাব উর্দ্ধলোকে হওয়ার পর একটি বিশিষ্ট নরদেহকে আশ্রয় করিয়া আংশিকরূপে মর্ত্ত্যলোকে উহার অবতরণ এবং তদনন্তর ব্যষ্টি মনের সমষ্টিভাব সাধনের জন্য ত্রিবিধ শক্তির ত্রিবিধ কর্ম্ম যথাবিধি সম্পাদন, ক্ষণ-ধারণ ও মহাশক্তি মায়ের সেবা—ইহাই মনুষ্যত্বের অবতরণের মূল। মনুষ্যত্ব অবতীর্ণ হইলে অর্থাৎ ধরাতলে জ্ঞানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন প্রতি আধারে বোধের উদয় হইয়া স্বভাবের কর্ম্ম আরম্ভ হইবে তখনই সাক্ষাদ্‌ভাবে বিশুদ্ধ সত্তার দায়িত্ব পূর্ণ হইল মনে করা যাইতে পারে। উর্দ্ধলোকে জ্ঞানের রাজ্য বিশুদ্ধ সত্তা হইতেই হইয়াছে এবং ভূতলে উহার অবতরণও ঐ সত্তা হইতেই হইবে। ইহার পর মনুষ্যত্ব-প্রাপ্ত অমরদেহ-সম্পন্ন বিবেকবান্ কর্ম্মিসকলের দায়িত্ব আরম্ভ হইবে। যতক্ষণ বিজ্ঞান অবতীর্ণ না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের কার্য্য পূর্ণ হইল বলা চলে না। মনুষ্যত্ব জ্ঞান-রাজ্যের ঐশ্বর্য্য। ইহা মনোময়। কিন্তু বিজ্ঞান-রাজ্যের সম্পৎ ইহার অতীত, তাহা প্রাণময়। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে আর মনুষ্যের কোনও কর্ম্ম বাকী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিবে না। তখনই পরিপূর্ণস্বরূপা অখণ্ড মাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ক্ষণের গুহ্য রহস্য তখনই উদ্‌ঘাটিত হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। ক্ষণটি যে কি বস্তু তাহা ভাষার সাহায্যে বুঝাইয়া বলিবার উপায় নাই। ইহা আলোকে নাই, অন্ধকারে নাই, 'ম' তেও নাই, বস্তুতঃ 'মা'তেও নাই, ইহা কিছুতেই নাই ; ইহা সাকার নয়, নিরাকারও নয় ; তবুও ইহা আছে। 'আছে' বলিলেও ইহাকে ধরা যায় না, অথচ 'নাই' বলিয়াও অস্বীকার করা যায় না। যিনি বিজ্ঞানবিৎ একমাত্র তিনিই ক্ষণের কর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন, অন্য কেহ পারিবে না। বিজ্ঞান পর্য্যন্ত আয়ত্ত না হইলে ক্ষণের অস্তিত্ব মহাযোগীরও ধারণায় আসিতে পারে না।

এখন প্রধান কর্ত্তব্য 'মা' বলিয়া ডাকা। বলা বাহুল্য, মনুষ্যত্ব লাভের পরেও 'মা' বলিয়া ডাকার প্রয়োজন থাকিবে। কারণ উহাই তখনকার কর্ম্ম হইবে। বিশ্ব-সংসারে সকলকেই এক সময় 'মা' বলিয়া ডাকিতেই হইবে এবং মনুষ্যের মহামণ্ডলীতে (Federation of Mankind) এই মহাকর্ম্মে যোগ দিতেই হইবে। বিশ্ব পূর্ণত্ব লাভের পথে চলিয়াছে, তাহার গতি-রোধ করা কাহারও সাধ্য নহে। এই মহাকর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। বিজ্ঞানের অবতরণ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্ব-হৃদয়ের প্রতি কেন্দ্র হইতে মানব আধারে 'মা'-ডাক উত্থিত হইবেই হইবে। স্বেচ্ছায় 'মা' ডাকিতে পারিলে, যে ডাকিবে তাহার পক্ষে এবং গুরুর কর্ম্মের পক্ষে, উভয়ত্রই মঙ্গল। নতুবা কিঞ্চিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালক্ষেপের সম্ভাবনা। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার গতি-রোধ কখনই হইতে পারে না।

যিনি যে সম্প্রদায়েই থাকুন, তিনি সেইখানে থাকিয়াই 'মা' ডাকিতে পারেন। কোনও প্রকার উপাসনার ধারার সহিত অখণ্ড মাতৃসত্তার বিরোধ নাই। শাক্ত খণ্ডশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। রুচি ও অধিকার-ভেদে বিভিন্ন নাম ও রূপ সহকারে মাতৃ-ভাবে যে কোনও দেবীর উপাসনা করা হউক তাহা খণ্ড মাতা, অখণ্ড মা নহেন। খণ্ড মাকে ডাকিলে অখণ্ড মাকে ডাকার ফল লাভ হইতে পারে না। খণ্ড মা শক্তিরূপা, কিন্তু অখণ্ড মা ত শক্তি নহেন। বস্তুতঃ তিনি শক্তি নহেন, শিবও নহেন, পুরুষ নহেন, প্রকৃতিও নহেন, তিনি শুধু মা। খণ্ড দেবতা মাত্রেই এই একই নিয়ম বুঝিতে হইবে। শিব, বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি দেবতা খণ্ড-ভাবের দ্যোতক। অখণ্ড মাতৃভাবের সহিত কোনও দেবতার বিরোধ হইতে পারে না। যিনি যে কোন দেবতার উপাসনা করুন তাঁহাকেই অখণ্ড মাতৃভাবে যোজনা করিতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে, অখণ্ড মাতৃভাব ব্রহ্মভাবেরও অতীত। চেতন ও অবচেতন দ্বিবিধ সত্তাই ইহার অন্তর্গত। কল্পনা অথবা ভাবনার দ্বারা অখণ্ড মায়ের মূর্ত্তি গঠনের প্রয়োজন নাই। কল্পনার অতীত বস্তু কল্পনাতে প্রকাশিত হইতে পারে না। শিশুর পক্ষে একমাত্র 'মা'-ডাকই মাকে নিকটে পাইবার মূলমন্ত্র। ইহাতে শৌচ, অশৌচ, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা অথবা একাগ্রতা, নিয়ম-বন্ধন এবং বিধিনিষেধ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুরই আবশ্যকতা নাই। সন্তান সন্তানত্বের দাবীতেই মায়ের কোলে উঠিতে পারে। তাহার জন্য নিজের যোগ্যতার বিচার আবশ্যক হয় না। যদি অশুচি বা অপবিত্র ভাব থাকে তাহার সংশোধনের ভার মায়ের উপর। অন্য কোনও ভাবে অগ্রসর হইতে হইলে নিজের মধ্যে কোন না কোন প্রকার যোগ্যতার আবশ্যকতা থাকে। যিনি যাঁহাকেই উপাসনা করুন, অখণ্ড মাকে ডাকার ফলে অমরত্ব লাভের সময় তাঁহাকেই নিজের সঙ্গি-রূপে প্রাপ্ত হইবেন। অখণ্ড মা জীবের মা, শিবেরও মা; পুরুষের মা, পুরুষোত্তমেরও মা; দীন দরিদ্রের মা এবং অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় পরমেশ্বরেরও মা। সুতরাং তাঁহাকে ডাকিতে কোনও সাধকেরই সঙ্কুচিত হইবার কারণ নাই। শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধ এই স্থলে উদিত হইতে পারে না।

'মা'-ডাক ভিন্ন অন্য ডাকে জীবের কলঙ্ক মুক্ত হইতে পারে না। জন্মের পর শিশু সর্ব্বপ্রথম মাতৃ-ভাবের সহিত পরিচিত হয়। অন্যান্য সকল ভাব জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হইতে থাকে। সকল ভাবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। কারণ ভাব যে প্রকারই হউক, জ্ঞানের উদয় যখন হইয়াছে তখন উহাকে পরীক্ষার দ্বারা নির্ম্মল ও শুদ্ধরূপে প্রাপ্ত হইতে হয়। অভিমানের প্রবলতাবশতঃ জীবের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। নিজের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি বিদ্যমান থাকিলে বাহিরেও বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু শিশু জ্ঞানহীন, নির্ব্বিচার। সেজন্য তাহার উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচারকের দৃষ্টি পতিত হয় না। শিশুর পরীক্ষা নাই। শিশু একমাত্র মাকেই চেনে। সে জগতের অন্য কিছুকেই চেনে না। পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, এমন কি নিজের অভাব-অভিযোগ, কিছুই বোঝে না। একমাত্র মায়ের চিন্তাতেই সে বিভোর থাকে। মায়ের স্বরূপ সে জানে না। তবুও সে অনুভব করে, মা-ই তাহার সর্ব্বস্ব। সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র মায়ের মুখের দিকেই সে তাকাইয়া থাকে। তাহার সমস্ত জীবনের কল্যাণ-বিধানের দায়িত্ব একমাত্র মায়ের উপর। মা প্রয়োজন অনুসারে তাহার যাবতীয় অভাব দূর করিয়া থাকেন। শিশুর অপ্রকাশিত ব্যথাও মায়ের হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলে।

অখণ্ড মা ঠিক তাহাই চান। কর্ত্তা সাজিয়া কর্ত্তৃত্বের অভিনয় করিয়া জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী প্রভৃতি বেশে জীব বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছে। কিন্তু এই সকল অভিনয়ের ফলে সে শান্তি অথবা আনন্দলাভ করিতে ত পারেই নাই, এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে বসিয়াছে। মনুষ্য-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে মনুষ্যত্বের লাভ তাহার অধিকার-প্রাপ্ত, আজ তাহা হইতেও সে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। ঐহিক মান, মর্য্যাদা, ধন, জন, যশ, প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি অলীক স্বপ্নমাত্ররূপে প্রতীত হইয়াছে। কারণ সবই মৃত্যুর করাল গ্রাসে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। মরণান্তে স্বর্গ অথবা বিভিন্ন প্রকার উর্দ্ধ লোকে গতি ও অবস্থান—তাহার কোনও মূল্য নাই। কোনও স্থানে তাহার বোধের উদয় হয় না। নির্ব্বাণ, কৈবল্য, মুক্তি প্রভৃতি প্রকৃত পূর্ণত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। কারণ উহাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে মনুষ্যত্বের সার্ব্বভৌম বিকাশ আবশ্যক। আজ পর্য্যন্ত জগতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। তাই পূর্ণতা-লাভের পথে কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। খণ্ডজ্ঞানের পথে জগৎ চলিতেছে। অখণ্ড ভাব কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ সেই পথে বহুকে বাদ দিয়া একের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

তাই আজ পর্য্যন্ত কালের অবসান হইল না। পূর্ণ বস্তু যতক্ষণ জগতে আত্মপ্রকাশ না করে ততক্ষণ সর্ব্বজীবের পক্ষে পরিপূর্ণ হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

আর সময় নাই। বিশ্বব্যাপী সংহার আসন্ন হইয়া সম্মুখে আসিয়াছে। কর্ম্ম আর অবশিষ্ট নাই, তাই আর কাল থাকিতে পারে না। জীবের কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই কাল বর্ত্তমান থাকে এবং কর্ম্ম-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কালের প্রবলতা হয়। কিন্তু কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাই কালেরও প্রভাব অস্তমিত হইবার সময় আসিয়াছে। একমাত্র শিশুই এই সংহারকে রোধ করিতে পারে। যে 'মা' বলিয়া ডাকে, সেই প্রকৃত শিশু। সুতরাং যত ব্যাপক ভাবে 'মা'-ডাকের বিস্তার হইবে ততই সংহার-শক্তির তীব্রতা মন্দীভূত হইয়া যাইবে। ডাকের প্রয়োজন প্রত্যেকেই স্পষ্টভাবে সময় আসিলে বুঝিতে পারিবে। যে ডাকিবে—যে ভাবেই ডাকুক, শুচি, অশুচি, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, বিশ্বাস সংশয় প্রভৃতি যে কোন ভাব লইয়াই ডাকুক—সেই মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তখন রক্তময় স্থূলদেহ স্থায়ী হইয়া যাইবে এবং খণ্ড মন অখণ্ড প্রাণের সহিত যুক্ত হইয়া, মরভূমি ও অমরভূমি সম্মিলিত হইয়া, মররূপী মানুষের মনুষ্যত্বরূপ পরম বস্তু উদিত হইবে।

শ্রীগুরুর বড় সাধ অখণ্ড ব্রহ্ম-রাজ্য স্থাপন করা। তাই তিনি 'ম'কে 'আ'-কার দিয়া মাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নিরাকার 'ম' হইতে কালের উদ্ভব হইয়াছে, সাকার 'মা' হইতে কালের বিনাশ হইবে। হইবে, কিন্তু কখন? যখন জীব শিশু হইয়া মাকে ডাকিতে শিখিবে। মা তৈয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালের স্বতন্ত্রতা লুপ্ত হইয়াছে, কাল বশে আসিয়াছে। কিন্তু এখনও কাল সরিয়া যায় নাই এবং নষ্টও হয় নাই। যখন সেই শুভ সময় আসিবে, তখন এই দেহরূপ মরভূমি চৈতন্যময়ের সহিত যুক্ত হইবে। যখন সকলে একই প্রকার চৈতন্য লাভ করিবে, তখন অখণ্ড ব্রহ্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কালের সৃষ্টি সমাপ্ত না হইলে তাহা হইতে পারে না। আমাদের এই দেহটি কালের সৃষ্টি। স্ব-কর্ম্ম ভিন্ন কাহারও সামর্থ্য নাই ইহাকে উদ্ধার করে। জীবের পক্ষে 'মা'-ডাকই এখন স্ব-কর্ম্ম। প্রত্যেককে ইহা নিজে নিজেই করিতে হইবে। এক জনের প্রতিনিধি হইয়া অন্য কেহ ইহা করিয়া দিতে পারে না। একজনে কর্ম্ম করিয়া অন্যের আত্মার কল্যাণ সাধন করিতে পারে, কিন্তু দেহ সম্বন্ধে সে নিয়ম প্রযোজ্য নহে। দেহ নিজে যদি কিছু কর্ম্ম না করে তাহা হইলে তাহাকে রক্ষা করা যায় না। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতন অবশ্যম্ভাবী। আত্মা দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া আনন্দময় হইবে এবং স্থিরতা লাভ করিবে, ইহা সত্য। কিন্তু দেহপাত হইলে ঐ স্থানটা অন্ধকারেই থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু দেহ চৈতন্যময় হইলে সে আশঙ্কা থাকে না। তখন অখণ্ড চৈতন্য-রাজ্যটি প্রকৃতই অখণ্ড ও নিষ্কলঙ্ক হয়। প্রলয় হইতে দেহরক্ষার একমাত্র উপায় মাকে ডাকা। মাকে ডাকিলেই মার সঙ্গে যোগ হয় এবং কালের অবসান হয়।

জীবের ক্ষমতা নাই অখণ্ড ব্রহ্ম-রাজ্য স্থাপন করে। কারণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুরুষাঙ্গের সূক্ষ্ম পরদাটি ফাটিয়া যায় এবং সূক্ষ্মভাবে তখন হইতেই দেহমধ্যে কামের ক্রিয়া হইতে থাকে। অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে রক্তকে জয় করা যায় না। যে আধারের সাহায্যে এই মহাকর্ম্মটি উদ্‌যাপিত হইয়াছে তাহা জীবাধার নহে বলিয়াই অক্ষুণ্ন ব্রহ্মতেজটি রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। শ্রীগুরু বিশ্ব-কল্যাণ সাধনের জন্য লোকোত্তর সত্তা হইতে মর-ভাবের বেষ্টনীর মধ্যে এই আধারটিকে গঠন করিয়াছিলেন। জীব এখন শুধু ডাকিলেই যোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তাহার ব্রহ্মচর্য্যাদি সম্পৎ অক্ষত না থাকিলেও যোগলাভে কোনও বাধা হইবে না। কারণ যে সমষ্টি-মন গঠন করিবার জন্য কর্ম্মের সফলতার উদ্দেশ্যে অখণ্ড ব্রহ্মতেজ আবশ্যক ছিল তাহা নির্ব্বিঘ্নে গঠিত হইয়াছে। জীবকে এখন শুধু ডাকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে, না ডাকিতে পারিলে কোন প্রকারেই যোগ লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ যে ডাকিবে শুধু তাহারই বোধ থাকিবে, তাহারই মন চৈতন্যময় হইবে। ইহারই নাম মনুষ্যত্ব।

এই অখণ্ড ব্রহ্ম-রাজ্যই বিজ্ঞানময় জগৎ। ইহার নাম সূর্য্য-বিজ্ঞান, যাহার জন্য শ্রীগুরু জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কালকে সমাপ্ত না করিলে, অর্থাৎ কালের মধ্যে, ইহা হইতে পারে না। কালের রাজ্য নিয়তির অধীন। নিয়তিকে লঙ্ঘন করে এমন শক্তি কাহারও নাই। ঈশ্বর ও দেবতাগণও নিয়তির গতি-রোধ করিতে পারেন না। কিন্তু বিজ্ঞানময় জগতে নিয়তির কোনও স্থান নাই। উহা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অথবা অপ্রতিহত স্বাধীনতার রাজ্য। কাল জ্ঞান-স্বরূপ, কিন্তু বিজ্ঞান তাহার অতীত। বস্তুতঃ কালের অতীত ওঁ বা পুরুষকার, তাহার অতীত বিশ্ব-প্রকৃতি এবং সকলের ঊর্দ্ধে মা। প্রণবরূপী পুরুষকার, প্রকৃতি ও মা, এই তিনটি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানরূপে পরিণত হয়।

বিশ্ব-দর্শন কালে হয়, বিজ্ঞানেও হয়—কিন্তু প্রতীতি হয় ভিন্নরূপে। কালে যে দর্শন হয় তাহা দর্শনের আভাসমাত্র, তাহাতে সাক্ষাৎকার হয় না। কালের দর্শন ছবির মত অথবা দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বের মত—শুধু আকৃতির ছায়ামাত্র। বিজ্ঞানের দর্শন আকৃতি ও প্রকৃতি যুগপৎ উভয়েরই, অভিন্ন-ভাবে। বিজ্ঞানের দর্শনে মনের ব্যষ্টিভাব থাকে না। মন তখন সমষ্টি হইয়া নিজেই নিজেকে দর্শন করিতে পারে,—শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টা হয় না, দৃশ্যও হইয়া থাকে। দৃশ্যটি নরদেহ। দৃশ্যমান প্রাকৃতিক বস্তুতে কতকটা চেতনা আছে। উহা মনহীন চেতনা। তাই জড়-ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানে জড়-ভাবের প্রাধান্য থাকে না, তখন সমস্তই প্রকাশমান হয়, অপ্রকাশ কিছুই থাকিতে পারে না।

মানুষ বস্তুতঃ বিজ্ঞানকেই চায়, কারণ আত্মবোধই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। ইহা লাভ করিবার জন্য দেবতাকেও নরদেহ ধারণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়াও মনুষ্যোচিত দিব্য লক্ষ্যের অভাবে সারা জীবন শুধু ছবি দেখাই সার হইয়াছে। বস্তুতঃ ছবি দেখিতে দেখিতেও পূর্ণ বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা জীবিতকালেই হইয়া থাকে। রক্ত-মাংসের শরীর ত্যাগ করিয়া চিন্ময় শরীর সূর্য্যের দিকে ধাবমান হয়। বাস্তবিক পক্ষে সূর্য্যই মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বস্ব। কারণ সূর্য্য হইতেই জীব আসে, আবার সূর্য্যেই চলিয়া যায়। শুধু মধ্যাবস্থায় চন্দ্র হইতে অর্থাৎ মন হইতে সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে এখনকার ন্যায় ব্যক্তিগত বহুদেহ ছিল না। যে দেহটি রচনা হইত তাহা শেষ পর্য্যন্ত না যাইতে পারিলে সূর্য্যের সহিত যুক্ত হইতে পারিত না। এইজন্য পৃথিবীতে কোন নরদেহধারী পুরুষ মনকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

মনকে পাইতে হইলে রক্তমাংসময় মনুষ্য-দেহ আবশ্যক হয়। সকল মানুষই নিজের মনকে চায়। কিন্তু বিজ্ঞানরূপী সূর্য্য বা প্রাণকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। এই প্রাণ কালে বিনষ্ট হয় না, বরং ইহাই কালকে বিনষ্ট করে। কালকে বিনাশ করিতে হইলে কালের ভিতর হইতে কালের আয়ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। ইহার শক্তি শুধু তাহারই লাভ হয় যাহার দেহ রক্তমাংসময় নরদেহরূপে গঠিত, অথচ মরভাবে যাহা কখনই বিক্ষিপ্ত হয় নাই।

এইরূপ অক্ষত দেহ বিশুদ্ধ-সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রাণ ও মনের একীভূত অবস্থা লইয়া জীবে জীবে রেণু রেণু করিয়া ভাগ করিয়া যোগ করিবার জন্য নিজে সম্পূর্ণ শক্তি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ সত্তা তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কারণ তিনিও কাল হইতে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, যোগী হইতে হন নাই। যোগীর সৃষ্টি যুক্ত হয়, যোগী হইতে পারে না। কিন্তু কালের সৃষ্টি যোগিরূপে আবির্ভূত হয় বলিয়া ক্ষণকে প্রাপ্ত হইতে পারে।

সূর্য্যময় বিজ্ঞান-রাজ্যের পরমশক্তিই ক্ষণ। যোগী ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে বশে আনিতে পারে না। ক্ষণ এত তীব্র যে ইহা মনকেও ভেদ করিতে সমর্থ। যোগী হইয়া ক্ষণকে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহাকে সাধারণ দেহ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। একমাত্র ক্ষণের দ্বারাই ঐ প্রকার দেহের জাগরণ ঘটিতে পারে। ক্ষণকে ধারণ করিতে না পারিলে সাধনার সমাপ্তি হয় না। ক্ষণ-ধারণের অভাবে কোনও দেবতারই সাধনার সমাপ্তি হয় নাই। কেবল ক্ষণ-ধারণের প্রভাবেই কর্ম্ম-ভূমির কর্ম্ম সমাপ্ত হয়। প্রকৃতির মৃত্যুরূপ রাত্রির মধ্য-সময়টি, মহামহাক্ষণটি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি তীব্র। একলক্ষ্যে ইহাকে ধারণ করিতে পারিলে ক্ষণকে আয়ত্ত করা যায়। মন, দেহ ও কর্ম্ম, এই তিনটিকে একীভূত করিয়া কোন পদার্থে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে ক্ষণ আবির্ভূত না হইয়া পারে না। কিন্তু তাহা জীবের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা আবশ্যক হয়। কারণ মন জীবের আয়ত্ত নহে। এইজন্য মনের কর্ম্ম সমাধা করিতে পারে না। তাই জীবের অতীত ভূমি হইতে জীব-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বিশুদ্ধ সত্তা ঐ কার্য্যটি সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। মনের সাধকের স্বরূপ-চিন্তা জীব করিতে পারিবে না, তাহার প্রয়োজনও নাই। পৃথিবীর জীব 'মা'-ডাকের দ্বারা ভোগের অধিকার লাভ করিতে পারিবে এবং ভোগের পথ দিয়া ভোগ সমাপন পূর্ব্বক কর্ম্মের পূর্ণতা সাধন দ্বারা মহাবিজ্ঞান-তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারিবে।

পৃথিবীর জীব এতদিন পর্য্যন্ত বিশাল বস্তুর উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাহার ধারণা ছিল, শুধু চৈতন্যকে পাইলেই সব পাওয়া হয়, আর কিছু পাইবার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া পূর্ণ বোধের সহিত চৈতন্য-স্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করা অর্থাৎ বিজ্ঞানের উপলব্ধি করা যে কত বড় বস্তু তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। পৃথিবীর জীব হইয়া পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে না পারিলে বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে বিজ্ঞানের অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা করে সে কখনও অন্ধকার ত্যাগ করিয়া আলোকের পশ্চাতে ধাবমান হয় না। সে অন্ধকারের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তুত থাকে এবং নিজে অন্ধকারে থাকিয়াও অন্ধকারকে পূর্ণ আলোকে বিকশিত করিয়া তুলে। ইহাই মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর জীবকে ভাবী অবতরণ লক্ষ্য করিতে হইলে এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মহাবিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে হইলে এখন হইতেই মাকে ডাকিতে হইবে। শুধু ডাকই আবশ্যক। নিজে ডাকিয়া সকলকে ডাক শিক্ষা দিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যমাত্রের ইহাই একমাত্র কর্ম্ম। আশা করি, এখন সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্যের প্রতি অবহিত হইবেন। ইহার অধিক আর কিছু বলিবার নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট—"ক"

কর্ম্ম ও সেবার ইতিহাস

যে মাতৃমূর্ত্তিটির দ্বারা শ্রীগুরু সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মহাকর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সন্তান-মণ্ডলী-মধ্যে তিনিই সকলের অগ্রণী ছিলেন। তিনি সকল সন্তানের নিকট এখন 'বড়-মা' নামে পরিচিত। তাঁহার পতিও তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধানন্দের সন্তান ছিলেন। শ্রীগুরু তাঁহার প্রিয় সন্তানকে নিজের নিকট আকর্ষণ করিয়া লইলেন, এবং বড়-মাকে সাংসারিক সম্বন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে অবকাশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদুর্গামাতা নামে একটি পঞ্চবর্ষ-বয়স্কা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-কুমারীকে সেবা-শক্তিরূপে গ্রহণ করাইলেন। চৈতন্যময়ী মহাশক্তির প্রতীকরূপে কুমারী-মা থাকিলেন সেবা গ্রহণের জন্য এবং কর্ম্মের জন্য থাকিলেন বড়-মা এবং গুরু-কায়-প্রাপ্ত কয়েক জন সন্তান।

বড়-মার জাগতিক নাম ষোড়শীবালা দেবী। তিনি অদ্বিতীয় কর্ম্মনিষ্ঠ, শ্রদ্ধা-সম্পন্ন, এবং গুরু-বাক্যের প্রতি অটল বিশ্বাসযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি-গত যোগ্যতা বাহ্য জগতে কাহারও নিকট পরিজ্ঞাত না থাকিলেও সর্ব্বদর্শী শ্রীগুরুর নিকট অবিদিত ছিল না। বিশুদ্ধানন্দ আশা করিয়াছিলেন, এই উপযুক্ত আধারটিকে কর্ম্ম দ্বারা গঠন করিতে পারিলে তাঁহার চির-অভীপ্সিত বিশাল কর্ম্মের একটি প্রধান অংশ সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

১৩৪৭ সালের ১৪ই কার্ত্তিক ষোড়শীবালার ধর্ম্মনিষ্ঠ পতি রমেশচন্দ্র মৈত্র শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে ৺কাশীধামে নরদেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে প্রস্থান করেন। যে মহাকর্ম্মে বড়-মাকে নিরত হইতে হইবে নির্ব্বিঘ্নে তাহার সম্পাদন ও সফলতার জন্য তাঁহার পক্ষে সাংসারিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা আবশ্যক ছিল। এই জন্য শ্রীগুরু কৌশল-পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় সন্তানকে নিকটে টানিয়া লইলেন, এবং নানাপ্রকারে পতি-বিয়োগ-বিধুরা কন্যাকে চিত্তবিনোদন দ্বারা ও অভিনব কর্ম্মের জন্য উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক অভাবনীয় ভাবে জাগাইয়া তুলিলেন। বিশুদ্ধানন্দ স্বয়ং, গুরুমণ্ডলস্থ গুরুবর্গ ও মাতৃবর্গ নিরন্তর দর্শন দান ও উপদেশ প্রভৃতি দান দ্বারা তাঁহাকে কর্ম্মপথে নির্ব্বিচারে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্রের দেহত্যাগ সাধারণ লোকের মৃত্যুর অনুরূপ ছিল না, কারণ তিনি পূর্ব্বেই সূচনা পাইয়াছিলেন যে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে গুরুর মহাকার্য্য সম্পাদনের জন্য নরদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ করিতে হইবে। প্রাণ-বিয়োগের সময় দেহ হইতে তাঁহার নিষ্ক্রমণ একটু অলৌকিক-ভাবে হইয়াছিল। গৃহাভ্যন্তরস্থ প্রাচীরে অবলম্বিত শ্রীগুরুর চিত্রের চরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে একটি স্বর্ণময় তেজ আসিয়া তাঁহার ভ্রূ-মধ্যে যুক্ত হয় ও ঐ স্থান হইতে একটি ক্ষুদ্র নীলাভ গোল বস্তুকে বাহির করিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। শ্মশান-যাত্রার পথে ও শ্মশান-ভূমিতে শুধু বিশুদ্ধানন্দ ও জ্ঞানগঞ্জের মাতৃগণ নহে, পরলোকগত স্বয়ং রমেশচন্দ্র অভিনব বেশে সজ্জিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ দিন রাত্রে বিশুদ্ধানন্দ, জ্ঞানগঞ্জের একটি মাতৃমূর্ত্তি (উমা-মা) ও রমেশচন্দ্র বড়-মার জাগ্রৎ অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, এবং বিশুদ্ধানন্দ তাঁহাকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তিনি প্রতিদিনই দর্শন দিতেন। তাঁহার সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জের মাতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেহ না কেহ, বিশেষতঃ উমা-মা কিংবা শ্যামা-মা, উপস্থিত থাকিতেন। কখন কখন মহাযোগী ভৃগুরাম পরমহংসদেব অথবা অচলানন্দ (মহাতপা) আসিয়া উপস্থিত হইতেন। রমেশচন্দ্র প্রথম প্রথম অনেকদিন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহার পর আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায়ই আসিতেন না। আসিতেন অনেকেই, কিন্তু কোন নিয়মের বন্ধন ছিল না। কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ কোন দিনই অনুপস্থিত থাকিতেন না। কারণ তিনি বড়-মাকে নিত্য-দর্শন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বিশুদ্ধানন্দ, ভৃগুরাম, অচলানন্দ, উমা-মা, শ্যামা-মা, আদি-মা অথবা ক্ষ্যাপা-মা, গুরু-মণ্ডলীর অন্যান্য সকলে এবং অন্যান্য মাতৃকা-শক্তি—এই সকল জ্ঞান-রাজ্যের বিভূতি। একই বস্তু বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন প্রকৃতি লইয়া বড়-মার সহিত ব্যবহারের জন্য বাহ্যভেদ অবলম্বন পূর্ব্বক আবির্ভূত হইতেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপ-গত ভেদ ছিল না। আকৃতি ও প্রকৃতি-গত ভেদ ছিল, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের অনুরোধে কল্পিত ছিল। পাঞ্চরাত্রীয় বৈষ্ণবগণ যেমন ভগবানের চতুর্ব্যূহ স্বীকার করেন, খৃষ্টীয় ভক্তগণ যেমন ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার করেন, এই সকল মূর্ত্তিও তদ্রূপ শ্রীগুরুর ব্যূহরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

যখন সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধানন্দ বড়-মার কাছে আত্মপ্রকাশ করেন তখন বড়-মা দেখিলেন, তাঁহার চক্ষু-ভরা জল যেন ছল-ছল করিতেছে। বস্তুতঃ জীব-জগতের জন্য তাঁহার করুণাপূর্ণ হৃদয় সর্ব্বদাই বিগলিত থাকিত। স্ব-কর্ম্ম ব্যতিরেকে জীবকে অক্ষয় সম্পদ্ দান করা যায় না। শুধু খণ্ড কৃপার দ্বারা তাহা হইবার নহে। সমগ্র জীবের কল্যাণার্থ কর্ম্ম করিবার জন্য তিনি নিজেকে প্রথম হইতেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কারণ পৃথিবীতে তাঁহার পার্থিব দেহ ধারণ করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কর্ম্ম পূর্ণ করাইয়া কর্ম্মহীন জীবকে মনুষ্যত্বদান পূর্ব্বক পরমস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করা। কারণ সকলে কর্ম্ম-সমাপ্ত না করিতে পারিলে বিজ্ঞানের অবতরণ ও মহাযোগলাভ সম্ভবপর হয় না।

বিশুদ্ধানন্দ বড়-মাকে দেড় বৎসর পর্য্যন্ত নিত্য আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন ও উর্দ্ধ লোকের নানাস্থান দর্শন করাইতেন। বড়-মার এমন শক্তি ছিল না যে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া দেহ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গত হন এবং ইচ্ছা অথবা প্রয়োজন অনুসারে লোক-লোকান্তরের বিভিন্ন স্থান পর্য্যটন করিয়া দর্শন করেন। সৃষ্টি অনন্ত, লোকও অনন্ত। সেই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইবার জন্য বিশুদ্ধানন্দের কোনও আগ্রহ ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বড়-মাকে যথাবিধি কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা এবং নিত্য মাতৃ-সেবাতে নিযুক্ত রাখা। যে সব দৃশ্য দর্শন করিলে কর্ম্ম ও সেবার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে সেই সকল প্রদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য তিনি প্রথম প্রথম প্রায় প্রতিদিনই বড়-মাকে লইয়া জ্ঞানগঞ্জে এবং অন্যান্য ঊর্দ্ধ স্থানে গমন করিতেন। বড়-মা যোগ-বলে স্ব-কর্ম্মের প্রভাবে ঐ সকল স্থানে যাইয়া ঐখানকার দৃশ্য দর্শনের অধিকারী ছিলেন না। এই জন্য বিশুদ্ধানন্দকে কৃপাশক্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইত।

জ্ঞানগঞ্জের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর না হইলেও ঐ স্থানের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। জ্ঞানগঞ্জ চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত কোনও বিশিষ্ট লোক নহে। ইহা সাধারণ মায়িক উপাদানে রচিত স্থান নহে। ইহা বিশুদ্ধ সত্তারূপে ধরাতলে বিশুদ্ধানন্দের আত্ম-প্রকাশের পর রচিত ও প্রসিদ্ধি-প্রাপ্ত স্থান। জ্ঞানগঞ্জ বস্তুতঃ বিশুদ্ধ সত্তার মরকায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বিশুদ্ধ সত্তার অবতরণ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। বিশুদ্ধ সত্তার ভৌতিক কায় বিন্ধ্যাচলে পতিত হয়। ঐ কায়ের উপর জ্ঞানগঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশুদ্ধ সত্তার সন্তানগণ গুরুদত্ত কায়ের প্রভাবে কালের গণ্ডী ভেদ করিয়া অর্থাৎ যোগনিদ্রা-ভেদী হইয়া স্ব-কর্ম্ম পূরণ করিবার জন্য যে স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হয় তাহাই জ্ঞানগঞ্জ। এই স্থানটি নিত্য জ্যোতির্ম্ময়, এইখানে দিন-রাত্রির কোনও ভেদ নাই। উপরে আকাশ নাই, নীচে মৃত্তিকা নাই। সমস্ত ভূমিটি স্বচ্ছ স্ফটিকময়, অথচ তাহাতে বৃক্ষ-লতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুষ্পোদ্যান, মধুকরের গুঞ্জন, সর্ব্ব ঋতুর ফুল-ফল, সবই পাওয়া যাইত। বড়-মাকে অনেক সময় জ্ঞানগঞ্জে আনয়ন পূর্ব্বক উহার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন করান হইয়াছে। অচলানন্দের মন্দির স্বচ্ছ স্ফটিকে নির্ম্মিত ও ত্রিকোণাকার। ঐ মন্দিরের মধ্যস্থলে তাঁহার আসন বিন্যস্ত ছিল এবং এক পার্শ্বে মাতৃ-মণ্ডলীর উপবেশন-স্থান ছিল। ঐ স্থানগুলি সবই শূন্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যোগাশ্রম, সিদ্ধাশ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম-সাধনের ব্যবস্থা ছিল। কারাগারে পরলোকগত বিশিষ্ট আত্মার বিচার হইত ও বিচারের পর যাহার যে প্রকার কর্ম্ম-যোগ্যতা প্রকাশিত হইত তাহাকে তদনুরূপ স্তরে প্রেরণ করা হইত। জ্ঞানগঞ্জে কুমারী-আশ্রম, ভৈরবী-আশ্রম, তীর্থস্বামী ও পরমহংসদের আশ্রম এবং যতি, সন্ন্যাসী, দণ্ডী প্রভৃতির আশ্রম বড়-মার দৃষ্টিতে দর্শনীয় মনে হইয়াছিল। কর্ম্ম ও সেবা যোগমার্গে প্রধান বলিয়া জ্ঞানগঞ্জে উভয়েরই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দৃষ্ট হইত। সেবা গ্রহণ করিবার যোগ্য আধার ব্রহ্ম-বীর্য্যে উৎপন্ন কুমারী-মাতা, অন্যে নহে। সেবার পর প্রসাদ নেওয়ার বিধি। প্রসাদ ভিন্ন সেবা-জনিত সিদ্ধিলাভ হয় না। জ্ঞানগঞ্জে কুমারী-মাতাদের সেবার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিচিত্র উপায় অবলম্বিত হইত। ত্রিকোণ, চতুষ্কোণাদি নানা দলের কমলের আকার-বিশিষ্ট বিচিত্র আসনে কুমারী-মাতাদের সেবা হইত।* কখনও কখনও অচলানন্দ নিজে মাতৃ-সেবা করিয়া বড়-মাকে দেখাইয়া দিতেন, মায়ের সেবা কি প্রকারে করিতে হয়। বিশুদ্ধানন্দও বিভিন্ন সময়ে বড়-মাকে ঐখানকার সেবা প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে নিত্যসেবা গ্রহণ করিতে প্রণোদিত করিতেন। যোগ-পথ সেবার দ্বারা

* প্রত্যেক দলে এক একটি মা বসিতেন। মাতাদের বয়স অনুসারে বিভিন্ন স্তরে উপবেশনের স্থান ছিল। যে কোনও প্রকার আসনই হউক না কেন, তাহার মধ্য-বিন্দুতে বসিতেন পরমগুরুদেবের আরাধ্যা শ্রীশ্রী আদি-মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিষ্কৃত হয়। সেবা না থাকিলে যোগ-মার্গে যে সকল অবশ্যম্ভাবী ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তাহাদের সংশোধন সম্ভবপর হয় না। মাকে নিত্য-সেবার দ্বারা বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক। বড়-মা জ্ঞানগঞ্জের বিভিন্নস্থানে কর্ম্মীদিগকে কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছেন। ওখানে কর্ম্ম ভিন্ন আর কোন বিষয়ে চর্চ্চাই হয় না। যে সকল সন্তান কর্ম্মে শিথিল, বড়-মা দেখিতেন তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইত। জ্ঞানগঞ্জের অন্তর্গত নিত্যধাম অথবা উমা-মায়ের সংসার অথবা ঐ প্রকার অন্যান্য স্থান বড়-মাকে প্রদর্শন করান হইয়াছিল। উমা-মার সংসার মাতৃ-সেবার আদর্শ স্থান।

এইভাবে দীর্ঘকাল নানাপ্রকার দৃশ্যের মধ্যে সেবা ও কর্ম্মের মাহাত্ম্য-সূচক নিদর্শন স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বড়-মা যাবজ্জীবনের জন্য নিত্য-সেবা ধরিয়াছিলেন এবং গুরুর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞানগঞ্জের মধ্যে অবস্থিত গুরু-রাজ্য নামে একটি বিশাল প্রদেশ ভৃগুরাম বড়-মাকে দেখাইয়াছিলেন। উহাতে নীলবর্ণ কর্ম্মনদী, রক্তবর্ণ মায়ানদী ও শুক্লবর্ণ অমৃতনদী বা অমৃত-সরোবর তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-গণের অদ্ভুত সাধন-প্রণালী ও কঠোর তপস্যা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ঐ স্থানের প্রত্যেকটি কর্ম্মীকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে হইত। পরমহংস, ভৈরবী, কুমারী, তীর্থস্বামী প্রভৃতির পরীক্ষা বিভিন্ন প্রকারে গৃহীত হইত।

বিশুদ্ধানন্দের বিশেষ অনুরোধে বড়-মা মহানিশার কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহানিশার ক্ষণটি আয়ত্ত করিতে না পারিলে কালকে বিনাশ করা সম্ভবপর হয় না। বিজ্ঞানময় জগৎ করিতে হইলে কালের বিনাশ একান্তই আবশ্যক। কালের গতিকে রোধ করিলে ব্যক্তিগত ভাবে সাময়িক উৎকর্ষ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে গুরুর মহাকর্ম্মের কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহায্য হয় না। কালকে স্তম্ভিত না করিয়া তাহাকে ধ্বংস করাই আবশ্যক।

নিত্য-সেবা গ্রহণ করার কিছুদিন পরেই বড়-মা গুরুর প্রেরণায় মহানিশার কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হন। তিনি নিত্যসেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে, কিন্তু মহানিশার কর্ম্ম গ্রহণ করেন এক বৎসর পর। নিত্য-সেবা বলিতে প্রতিদিন করণীয় দক্ষিণা-সহিত কুমারী-মাতার যথাবিধি সেবা বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-কুলে উদ্ভূত অক্ষত কুমারীই সেবার যোগ্য। কারণ তাঁহারই প্রসাদ নিতে পারা যায়। কুমারী-মাতার সেবা করিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এ যাবৎকাল, অর্থাৎ বিশুদ্ধানন্দের এ জগতে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কুমারী-মাতার প্রসাদ প্রসাদ-বোধে কেহ গ্রহণ করেন নাই। এই প্রসাদ-লঙ্ঘনের ফলে এতদিন পর্য্যন্ত মহাপথ রুদ্ধ ছিল। এতদিন পর্য্যন্ত চিন্ময়ী মহামায়ার পূজা ঠিক ভাবে হয় নাই। কারণ পূজক মাকে আহ্বান করিয়া বিসর্জ্জন করিত। ইহার ফলে শব-অবস্থা আসিত, প্রকৃত পূজা হইত না। অক্ষত কুমারী-রূপা প্রকৃতি কর্ম্ম-শক্তি। ইহাঁতে চৈতন্য স্বভাব-সিদ্ধ-ভাবে নিহিত থাকে। ইঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে নিজের মধ্যেও অনায়াসে চৈতন্য-শক্তির সঞ্চার হয়। এই সরল সত্যটি গ্রহণ করিতে না পারার দরুণ জগৎ রহস্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। নিজ তেজের বৃদ্ধি হইতেছে না। বৃদ্ধি হইতেছে ভূমির বা মৃত্তিকার তেজের, কর্ম্ম-ভূমির নহে। এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা একমাত্র মর-ভূমিতেই সম্ভবপর। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র কর্ম্মী আছে, কিন্তু কর্ম্ম নাই। কর্ম্ম আছে একমাত্র দেহরূপী এই মর-ভূমিতে। প্রসাদ-গ্রহণের অভাববশতঃই অণুপুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে। যে স্থান প্রসাদযুক্ত সেই স্থানে অণু নাই, কিন্তু পরমাণু রহিয়াছে। অণুর সৃষ্টি হইতেই কালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধানন্দ বড়-মাকে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন কুমারী মহামায়ার অংশস্বরূপ। কিন্তু মহানিশার কর্ম্মরূপ যে মহাব্রতে তাঁহাকে (বড়-মাকে) ব্রতী করাইয়াছিলেন তাহার জন্য প্রবল শক্তি আবশ্যক। আংশিক শক্তি অপর্য্যাপ্ত। প্রতি ব্রাহ্মণ-কন্যাতে এক কলা শক্তি প্রকট থাকে। কিন্তু শ্রীদুর্গামাতা নামে পঞ্চবর্ষীয়া কুমারী-মাতাটিতে পূর্ণ শক্তি বিরাজমান ছিল। এই মহাকর্ম্মের উদ্‌যাপনের জন্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই নিত্য-সেবার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বলা হইয়াছিল। তিনি এক হইয়াও নানা অংশে সমষ্টিরূপা। এইজন্য প্রয়োজন অনুসারে বহুসংখ্যক মাতৃসেবা করা আবশ্যক হইলে ঐ এক আধারকে আশ্রয় করিয়াই তাহা চলিতে পারিত। বাস্তবিকপক্ষে পরবর্ত্তী সময়ে শুধু সতরটি মায়ের সেবা নহে, বহু সতর মায়ের সেবাও ঐ একই আধারে সম্পন্ন হইয়াছে। দক্ষিণা দিবার সময় সঙ্কল্পিত সংখ্যা অনুসারে দিতে হইয়াছে। নতুবা ভোগ-রাগাদি বিষয়ে সংখ্যা-জনিত কোনও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় নাই। দৈনন্দিন মাতৃ-সেবা গুরুর আদেশানুসারে মহানিশাতেই হইত। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মহানিশার কর্ম্ম সমাধা করিয়া লইতে হইত। একদিন বিশুদ্ধানন্দ বড়-মার ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকে জ্ঞানগঞ্জে লইয়া যাইয়া মায়ের সেবা দর্শন করাইয়াছিলেন। সেখানে বহু সংখ্যক মাতৃমূর্ত্তি উপস্থিত থাকিলেও মূলভূতা একটি মাতাকে সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে কি প্রকারে সকলেরই সেবা করা হইয়াছিল তাহা দেখাইয়াছিলেন। অচলানন্দের আরাধ্যা ক্ষ্যাপা-মা বা আদি-মাই সেই মূলস্বরূপা মাতৃমূর্ত্তি। তাঁহাকে মালা দেওয়াতে দেখা গেল, সকল মা-ই মালা পাইয়াছেন। তাঁহাকে সেবা করাইবার সময় দেখা গেল, একই সময়ে সকল মায়েরই সেবা হইতেছে। এই প্রকার বহু উপায়ে বিশুদ্ধানন্দ বড়-মাকে বুঝাইয়াছিলেন যে একেই অনন্ত, অনন্তেই এক। ক্রমশঃ তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম সম্বন্ধেও ঐ একই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। প্রথমতঃ যদিও তিনি প্রতি মূর্ত্তিকে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিতেন, তথাপি পরে গুরুর আদেশে পৃথক্ প্রণাম আর করিতেন না, এক স্থানেই প্রণাম করিতেন। তাহাতেই সকলকে প্রণাম করা হইত।

কুমারী-তত্ত্ব অতি নিগূঢ়। ইনিই সকল শক্তির মূল শক্তি। ইনিই কালকে প্রসব করিয়াছিলেন। ইঁহার কোনও আকার নাই। যে সকল আকার জগতে পরিচিত তাঁহারা কেহই আদি-কুমারীর স্বরূপ নহেন। তাঁহারা কুমারী-রূপা মহামায়ার আকার। এই মূল কুমারীকেই বলা হয় 'মা'। নাদরূপী প্রণব জ্যোতিঃ-স্বরূপ। নাদের যেটি শ্রুতি তাহারই নাম শব্দ অর্থাৎ দুর্গা। শ্রুতি অক্ষররূপা, নিরক্ষরা নহেন। এই অক্ষর-রূপা অখণ্ড কুমারীই দুর্গা। ইহা শব্দাতীত শব্দ। ইহাঁর স্বরূপ মায়াতীত। কাল-প্রসবিত্রী কুমারী সর্ব্ব-মূল। মহামায়া প্রভৃতি কাল হইতে জাত। অচলানন্দের আরাধ্যা আদি-মা আদি-কুমারীর আধার-স্বরূপা। আদি-কুমারী স্বভাবতঃ নিরাধার। লৌকিক কুমারী মহামায়ার অংশরূপা এক কলা। আদি-কুমারীর আত্ম-প্রকাশ এতদিন হয় নাই। যখন হইবে সেদিন সমাগত প্রায়, তখন সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ তাহার জন্যই এই মহাকর্ম্মের আয়োজন।

মায়ের সেবা করিবার অধিকার-লাভ ত দূরের কথা, সেবা-দর্শনের অধিকারও কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। বড়-মা জ্ঞানগঞ্জে এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধানন্দের আশ্রিত ও তাঁহার পরিচিত যে সকল লোক ইতিপূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই বড়-মা জ্ঞানগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাইয়াছিলেন। কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে সকলের স্থিতি একপ্রকার ছিল না, এবং সকলের যোগ্যতাও একপ্রকার ছিল না। এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা মায়ের সেবা দর্শন করিতে আসিতেই পাইতেন না, ততটা যোগ্যতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের তখনও হয় নাই। কেহ কেহ দর্শন করিতে আসিতে পাইতেন বটে, তবে তাঁহারা শুধু দর্শন করিতেই পারিতেন, নিজে সেবার আয়োজন-সংক্রান্ত কোনও সাহায্য করিতে পাইতেন না। আবার কেহ কেহ অবান্তরভাবে মাতৃসেবার কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতেও অধিকারী হইয়াছিলেন। সাক্ষাৎ সেবা অতি উচ্চ অধিকারের কথা। মাতৃ-সেবার মাহাত্ম্য ইহা হইতেই অনুমিত হইবে।

বিশুদ্ধানন্দ দেহে থাকিতে বড়-মাকে একটি মালা দিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য বড়-মা তৎপূর্ব্বে তাঁহার নিকট মালা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধানন্দ বলিয়াছিলেন, "সময় হইলে দিব।" এতদিন সময় হয় নাই, তাই তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াও মালা দিতে পারেন নাই। এখন মালা-জপের সময় আসিয়াছে জানিয়া এক ছড়া জপের মালা বড়-মার জন্য তাম্রকুণ্ডের উপর রাখিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, উহা যেন উঠাইয়া লইয়া যথাবিধি জপ করেন। বড়-মা উহা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু উহাতে জপ করিলেন না। মালাটি ছিল পঞ্চাশ দানার রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একশত আট দানার মালাতে জপ করিতে হয়। তাহাতে সংখ্যা রাখার সুবিধা হয়। তাঁহার মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য পরদিন বিশুদ্ধানন্দ বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার দেওয়া মালাতে অনুলোমে পঞ্চাশ এবং বিলোমে পঞ্চাশ জপ করিলেই একশত জপ করা হইবে ও তাহার পর আট বার জপ করিলেই একশত আট সংখ্যা পূর্ণ হইবে।

মহানিশার কর্ম্ম গ্রহণের পর প্রথম পাঁচদিন বড়-মা আসনে বসিয়া জপ করিতে পারিয়াছিলেন। ষষ্ঠ দিন হইতে তাঁহার অবস্থান্তর হয়। তিনি আসনে বসিয়া ও আচমন করিয়া জপের জন্য কর ধরার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সকল দৃশ্য লুপ্ত হইয়া যাইত, চক্ষু খোলা থাকিলেও কিছু দেখিতে পাইতেন না, বাহিরের জ্ঞান থাকিত না ও চক্ষু পলকশূন্য হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িত। পাঁচদিন কর্ম্মের পর বিশুদ্ধানন্দ বড়-মাকে তাঁহার দীক্ষাকালীন মন্ত্রের শেষদিকে কিছু যোগ করিয়া দেন ও আদেশ করেন যে, এই বর্দ্ধিত আকারে মন্ত্রটি যেন জপ করা হয়। বড়-মা তাহার পর ঐ পরিবর্ত্তিত মন্ত্রটি জপ করিতে থাকেন ও তাহার ফলে ঐ প্রকার অবস্থান্তর লাভ করেন। ঐদিন হইতেই আসনে বসিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ও দর্শন লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিত। ইহার নাম 'আসন-ভুল'। তখন ভিতরে একটি স্বচ্ছ দৃষ্টি খুলিয়া যাইত এবং সজাগ ভাবটি বেশ থাকিত। চারিদিকে একটি অস্ফুট আলোকের আভা দেখিতে পাইতেন, কিন্তু বুঝা যাইত তাহাতে কিঞ্চিৎ অন্ধকারও আছে। বলা বাহুল্য, ইহা যুক্ত-অবস্থার নামান্তর। প্রতিদিন শয়ান অবস্থায় বিশুদ্ধানন্দের, মাতৃগণের অথবা জ্ঞানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের যে দর্শনাদি লাভ করিতেন তাহাও যুক্ত-অবস্থা। স্বপ্ন অথবা তন্দ্রাজাতীয় কোনও অবস্থার সহিত ইহার তুলনা চলে না।

প্রথম দিন বড়-মা দেখিতে পাইলেন, সম্মুখের দিকে বহু দূরে কুয়াশার মধ্যে একটি অস্পষ্ট মাতৃ-মূর্ত্তি। মনে হইল যেন মূর্ত্তিটি পদ্মাসনে আসীন। মূর্ত্তিটির দৃষ্টির সহিত বড়-মার দৃষ্টি যেন এক সূত্রে গাঁথা ছিল। ঐ দৃষ্টিতে পলক ছিল না। যখন নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যা জপ শেষ হইত তখন বড়-মার বাহ্য-জ্ঞানের বিকাশ হইত। ঐ সময় প্রথম প্রথম ঠিকভাবে কর্ম্ম হইল কিনা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য থাকিত। তিনি জ্ঞানতঃ ত' কিছুই করিতেন না। আসনে বসিয়া, আচমন করিয়া, মালা হাতে জপ আরম্ভ করিতেন মাত্র। ইহার পর যাহা কিছু হইত তাহার সংবাদ তাঁহার বাহ্য মন রাখিতে পারিত না। কিন্তু কর্ম্ম-সমাপ্তির পর তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইতেন যে, মালাতে তাঁহার কর ধরা আছে সত্য, কিন্তু সুমেরু হইতে আটটি দানার পর। ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেন যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ শেষ করিয়া আট সংখ্যা পূর্ণ করার পর তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বোক্ত বিস্মৃতি-অবস্থার নিবৃত্তি হইয়াছে। যখন জপ-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল, তখনও এইরূপই হইত।

১৩৪৮ সালের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বড়-মা জ্ঞানগঞ্জে অচলানন্দের মন্দিরে বিশুদ্ধানন্দ, ভৃগুরাম, অচলানন্দ ও মাতৃ-গণের সমক্ষে মহানিশার কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। জীবদেহের পক্ষে এই কর্ম্ম-সম্পাদন অতি কঠিন। তবে পূর্ব্বে বড়-মা নিত্য-সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল না। তাঁহাতে যে সারবস্তু আছে তাহা পরম গুরু অচলানন্দ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ কর্ম্ম গ্রহণ কালে পরম গুরু ও তাঁহার আরাধ্যা আদি-মা স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে হয়, ইহাও তখন বড়-মাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রথমতঃ সতর মাসের জন্য, পরে আরও দুই সতর মাসের জন্য, এই কর্ম্ম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। এই সময়ে কর্ম্মশক্তিরূপা শ্যামা-মার সঙ্গে, ও পরে জ্ঞানশক্তিরূপা উমা-মা এবং ভাবশক্তিরূপা আদি-মার সঙ্গে, তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। যে মাতৃশক্তির সহিত কর্ম্ম করিতে হয় তাঁহার সহিত যুক্ত-ভাবেই কর্ম্ম চলিতে থাকে। যতদিন কর্ম্ম-উদ্‌যাপন না হয় ততদিন তাঁহাকে ছাড়িবার কোনও উপায় নাই। তাই ইহাকে 'বন্দী-কর্ম্ম' বলে। বড়-মা পূর্ণিমার দিন জ্ঞানগঞ্জে কর্ম্ম করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদেরই আদেশে পরবর্ত্তী শুক্লাষ্টমী হইতে স্ব-স্থানে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কর্ম্ম 'যুক্ত-কর্ম্ম' বলিয়া প্রসিদ্ধ। বড়-মা ছিলেন নিমিত্ত বা উপলক্ষ্যমাত্র। গুরু ভৃগুরাম বলিয়াছিলেন যে, ঐ দিন হইতে তিনি কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিবেন এবং উপলক্ষ্যের নরদেহ আশ্রয় করিয়া সমস্ত নির্ব্বাহ করিবেন। তাঁহার স্ব-দেহ চৈতন্যময়, উহা কর্ম্ম করার অনুপযুক্ত। উপযুক্ত নিমিত্তকে আশ্রয় না করিয়া চৈতন্যময় পুরুষ কর্ম্ম করিতে পারেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। বস্তুতঃ ইহা গুরুরই কর্ম্ম, ইহা মনে রাখিতে হইবে। এই কর্ম্ম অন্ধকার ঘরে করিতে হইত। কর্ম্ম-কালে গৃহে আলো রাখা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আলো না রাখিলেও অন্ধকার ঘর কর্ম্ম-প্রভাবে আলোকিত হইয়া উঠিত। কর্ম্মীর দেহ হইতে আলোক নির্গত হইত। তখন কৃত্রিম আলোকের আবশ্যকতা থাকিত না। শ্যামা-মা কর্ম্মশক্তি। কর্ম্ম কাল-রূপ। তাঁহার সঙ্গে কর্ম্ম করিতে হইলে নানাপ্রকার বিভীষিকা দর্শন করিয়া ভীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই বড়-মা আশঙ্কা করিতেছিলেন এবং শ্রীগুরুকে তাঁহার রক্ষকরূপে ক্রিয়া-গৃহে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদিও তিনি বড়-মাকে নিত্যই দর্শন দিবেন, তথাপি কর্ম্মের সময় সশরীরে উপস্থিত থাকিবেন না। কারণ কর্ম্মকালে গুরু-সাক্ষাৎকার হইলে কর্ম্ম থাকে না। তবে সেজন্য ভীত হইবার কোনও কারণ ছিল না। বড়-মা যেন কোন অবস্থাতেই আসন ত্যাগ না করেন। আসন ত্যাগ না করিলে যতই ভয়ের কারণ আসুক কিছুতেই তাঁহার ভয় নাই, কেহই তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

বন্দী-কর্ম্ম ধরাইবার পূর্ব্বে শ্রীগুরুকে বহুদিন পর্য্যন্ত বড়-মার নিকট উহার করণীয়তা সম্বন্ধে নানাপ্রকারে উপদেশ দিতে হইয়াছিল। একদিন কর্ম্মের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"মা, বন্দী-কর্ম্ম ঠিক একটি মালার মতন জানিবে। মালা পূর্ণ হলে সুমেরু বাকী থাকে। সুমেরু পেলেই জানবে মা নিজের কর্ম্ম পূর্ণ হল। কিন্তু পূর্ণ হলেও পূর্ণ নয়। তবে পাবে।" তিনি আরও বুঝাইয়াছিলেন, "সূত্র একটি মাত্র থাকে, ইহাই আমি (গুরু)। দানাগুলি তোমরা ভাই ভগিনী সকলে। সুমেরুটি পূর্ণ-কর্ম্ম।" উক্ত বাক্য-দানের পর পুনরায় বলিয়াছিলেন, "মা, সেবা শ্রেষ্ঠ। সেবাতে পথ পরিষ্কার হয়। যোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপণ হয় না, দাতাই থাকে। ছোট-বড় কোন বস্তুই সে ত্যাগ করে না। তাহার সমস্তই আবশ্যক হয়। যোগ-মার্গে কিছুই ত্যাগ করতে নাই। মা, কাউকে যেন আলাদা করে ফেলে রেখো না। সকলকেই তুমি আমার ন্যায় ভালবাসবে।"

বড়-মা পূর্ব্বে যে মহানিশার কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বন্দী-কর্ম্ম তাহারই উত্তরাঙ্গ মাত্র। চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমী তিথি হইতে বড়-মা বন্দী-কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। মহানিশার কর্ম্ম সমাধা করিয়া মহানিশাতেই নিত্য মাতৃসেবা তিন সতর মাস পর্য্যন্ত করিবার আদেশ ছিল। বন্দী-কর্ম্ম নেওয়ার পর তিনি দেখিতে পাইলেন, যে মাতৃমূর্ত্তিটি দূরদেশে কুহেলিকার মধ্যে অস্পষ্টভাবে যোগাসনে আসীন লক্ষিত হইত ঐ দিন হইতে উহা আরও স্পষ্ট হইতে লাগিল। এই স্পষ্টতা কর্ম্মপথে চলিতে চলিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মূর্ত্তিটি চৈতন্যময়ী মায়ের রূপ। মনে হইত যেন উহা শূন্যদেশে উপবিষ্ট হইয়া মালাজপে নিরত আছে।

ইহার পর বড়-মা তাঁহার পরিচিত ও অপরিচিত শ্রীগুরুর সকল সন্তানকে যথাসম্ভব এই কর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য যেন উৎসাহিত করেন, এইরূপ ইচ্ছা শ্রীগুরু তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। বড়-মা নিজের অসামর্থ্য নিবেদন করা সত্ত্বেও তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ঐরূপ করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীগুরু বলিয়াছিলেন, তিনি সাক্ষাদ্ভাবে বিভিন্ন সন্তানের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ দিতে পারেন না। প্রথমতঃ, সকলের নিকট তাঁহার পক্ষে আবির্ভূত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কারণ সকলের আধার সমভাবে তাঁহাকে দর্শনের উপযোগী নহে। আর এক কথা। যদি কোনও কারণে তাঁহাদের মনে অবিশ্বাসের অঙ্কুর উৎপন্ন হইত, অর্থাৎ যদি তাহারা তাঁহার আদেশ-বাক্যটি স্বপ্ন-দর্শন মনে করিয়া উপেক্ষা করিত, তাহা হইলে গুরু-বাক্য লঙ্ঘনের জন্য তাহাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোরতর অপরাধ হইত। এইজন্য তিনি বড়-মাকে পরদারূপে রাখিয়া তাহার আড়াল হইতে যাহাকে যাহা বলিতে হইবে তাহা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এইভাবে গুরু-বাক্য শ্রবণ করিয়া বড়-মা শ্রীগুরুর কয়েকটি সন্তানকে শ্রীগুরুর আদেশ জানাইয়াছিলেন। তাহার ফলে কেহ কেহ সরল বিশ্বাসে বড়-মার বাক্যকে গুরু-বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলের পক্ষে ঐ ভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই। সকলে ঠিকভাবে ঐ বাক্যকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা সত্য যে, ক্রমশঃ কেহ কেহ মহানিশার কর্ম্মে ও নিত্য সেবাতে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ১৩৪৯ সালের প্রথম ভাগের কথা।

ঐ সালের শ্রাবণ মাসে গুরু-পূর্ণিমার দিন আমি শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম ও সেবা গ্রহণ করি। তাঁহার প্রত্যক্ষ আদেশ ও উপদেশের সহিত কোনও প্রকার বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দেখিতে না পাইয়া আমি নিঃসঙ্কোচে উক্ত কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। মাতৃ-সেবা শ্রীগুরুর চির-আচরিত প্রথা। তিনি স্বয়ং নিত্য মাতৃ-সেবা করিতেন। মহানিশাতে যে সেবা করিতেন তাহাই তাঁহার প্রকৃত সেবা। তদ্ভিন্ন লোক-শিক্ষার জন্য বাহ্যভাবেও সেবার অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং নিত্য-সেবাতে কোনও প্রকারের বিরোধের আশঙ্কাই ছিল না। মহানিশার কর্ম্মও তাহাই। কারণ উহাও শ্রীগুরু স্বয়ং প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে করিতেন। মহানিশার কর্ম্মের প্রশংসা প্রসঙ্গতঃ তাঁহার স্ব-রচিত কোনও কোনও সঙ্গীতে প্রকাশিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ মহানিশাতে কর্ম্ম করিবার জন্য তাঁহার আদেশ না হইলেও উপদেশ অনেক সময়েই পাইয়াছি। তিনি মহানিশার কর্ম্মের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। ১৩৩৫ সালের ১২ই মাঘ মহানিশায় করণীয় একটি বিশিষ্ট কর্ম্মও তাঁহার নিকট হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ঐ কর্ম্ম প্রথমে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য করিতে হইত। তাঁহার আদেশও সেই রূপই ছিল। পরে কেহ কেহ উহাকে স্থায়ী করিয়া লইয়াছিল। মহানিশাতে করণীয় হইলেও উহা বর্ত্তমান মহানিশার কর্ম্ম হইতে ভিন্ন জাতীয় কর্ম্ম ছিল। যাহাই হউক, আমি কর্ম্ম ও সেবা কোনটিতেই বিরোধ না পাইয়া বড়-মার বাক্যকে তাঁহার আদেশরূপে গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

এই দুইটি কর্ম্মই অখণ্ডভাবে যাবজ্জীবন করিবার নিয়ম। ইহা জানিয়াই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। মহানিশার কর্ম্ম-গ্রহণের প্রণালী সম্বন্ধে এখানে কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে শ্রীশ্রীদুর্গামাতাকে আদি-মা-রূপে গ্রহণ করিয়া এই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। আদি-মা-রূপেই তাঁহার সেবার বিধান রহিয়াছে, সাধারণ কুমারীরূপে নহে। কারণ খণ্ড শক্তির সহিত মহানিশার কর্ম্ম অথবা নিত্য-সেবার কোনও সম্বন্ধ নাই। সতর কলায় মাকে পূর্ণ মানিয়া লইয়া একাধারে সতরটি মায়ের সেবাদি প্রথম দিনের জন্য বিহিত রহিয়াছে।

এই কর্ম্মের তিনটি মুখ্য অঙ্গ। প্রথমটি ক্রিয়া, দ্বিতীয়টি জপ এবং তৃতীয়টি সেবা। ক্রিয়াটি এক-লক্ষ্যের উন্মেষ ও স্থিরতার সাধন। এই অবস্থায় গৃহে অর্থাৎ ক্রিয়া-স্থানে কৃত্রিম আলোকের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্গ, জপের সংখ্যা। ইহা প্রথমে অস্থায়িরূপে শ্রীগুরু নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। পরে ইহা তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে ক্রমশঃ বাড়াইতে হইত। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা হইতে কম অথবা অধিক করা নিষিদ্ধ ছিল। "জপাৎ সিদ্ধিঃ"। সিদ্ধি এবং পূর্ণতা-লাভই জপের উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ কর্ম্ম বলিতে জপকেই লক্ষ্য করা হয়। আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে এই কর্ম্মই একমাত্র উপায়। উচিত-পরিমাণ আহার না করিলে যেমন দেহের পুষ্টি না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া ক্ষয় হয়, তদ্রূপ যথাবিধি কর্ম্ম ব্যতিরেকে গুরুদত্ত কায়ের উৎকর্ষ-লাভ হইতে পারে না। কর্ম্মই উক্ত দেহের খাদ্য। যোগ্যতা-বৃদ্ধির সহিত কর্ম্মের আধিক্য শ্রীগুরুই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাতে নিজেকে আবদ্ধ রাখা উচিত। নির্ব্বিচারে শ্রীগুরুর আদেশ পালন করিতে পারিলে, অর্থাৎ চিত্তকে সরল শিশুর ন্যায় রক্ষা করিতে পারিলে, গুরুর প্রসন্নতা লাভ হয় এবং তাহার প্রভাবে অল্প কর্ম্মে অধিক ফলের প্রাপ্তি ঘটে। তৃতীয় অঙ্গ মাতৃ-সেবার কথা পূর্ব্বেই অল্প-বিস্তর বলা হইয়াছে। অন্য সময় অপেক্ষা মহানিশায় কৃত সেবার মাহাত্ম্য অধিক। নিত্য-সেবা ব্যতীত অমাবস্যা, পূর্ণিমা, কৃষ্ণাষ্টমী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট তিথিতেও সেবার ব্যবস্থা আছে। ইহাও এক জাতীয় নিত্য-সেবা, কারণ প্রতি মাসে ইহার আবর্ত্তন হয়। তবে ইহা নৈমিত্তিকও হইতে পারে। সেবার প্রয়োজন পথ পরিষ্কার রাখা। মাতৃ-সেবার ফলে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কর্ম্ম-পথে যে সকল ত্রুটি ঘটিয়া থাকে তাহার সংশোধন হয়।

অতএব ক্রিয়ার দ্বারা লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কর্ম্মের দ্বারা পথে অগ্রসর হইতে হয় এবং সেবার দ্বারা প্রতিবন্ধক অপসারণ করিয়া পথ পরিষ্কার রাখিতে হয়। মহানিশার কর্ম্মীর পক্ষে সেবার ন্যায় নিত্য-দানও একটি অত্যাবশ্যক অতিরিক্ত অঙ্গ। বেশী না হউক, নিয়মিত-রূপে অন্ততঃ একটি আধলাও প্রতিদিন গরীব দুঃখীকে দান করা আবশ্যক। এক সঙ্গে বহু দান করা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নিত্য দান অধিক ফলপ্রদ।

কর্ম্মের আলোচনা পূর্ণ করিতে হইলে কাল ও ক্ষণের আলোচনা আবশ্যক। কারণ কর্ম্মের জন্য কাল নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট কাল লঙ্ঘন করা কর্ম্মের পক্ষে ঘাতক। কালের নানা প্রকার বিভাগ আছে। ত্রি-কাল, অষ্ট-কাল প্রভৃতি কাল-ভেদের রহস্য এস্থলে আলোচ্য নহে। কালের ন্যায় ক্ষণের জ্ঞানও আবশ্যক। মহানিশার ক্ষণ অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামহাক্ষণ হইতেই যোগীর দিবসের সূচনা হইয়া থাকে। এই জন্ম মহামহাক্ষণকে ধারণ করা পূর্ণতার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। গুরুর মহাকর্ম্ম ক্ষণ ধারণ না করিতে পারিলে সিদ্ধ হয় না।

এখনও জগতে কোথাও স্পষ্টভাবে ক্ষণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয় নাই। ক্ষণের অপূর্ব্ব প্রভাব শ্রীগুরু অবগত ছিলেন এবং এই জগতে একমাত্র তিনিই ক্ষণ ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লৌকিক ব্যবহারে রাত্রির কর্ম্ম হইলেও মহানিশার কর্ম্ম যোগ-দৃষ্টিতে প্রাতঃকালের কর্ম্ম। সূর্য্যাস্তকালীন ক্ষণটিকে ধারণ করিতে পারিলে সন্ধ্যাকালের কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। মহানিশার কর্ম্মের সঙ্গে মার ও সন্ধ্যার কর্ম্মের সঙ্গে গুরুর সম্বন্ধ বিদ্যমান। মহানিশাতে রচনা হইয়া সন্ধ্যা-কালে গুরুর নিকট কর্ম্ম অর্পিত হয়। তৃতীয় একটি সময় আছে, উহা কর্ম্ম গ্রহণের সময়। যথাশক্তি ক্ষণ ধরিয়াই কর্ম্ম করা আবশ্যক। ক্ষণের সাহায্য না পাইলে ক্ষীণজীবী মনুষ্যের পক্ষে এই মহাকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে অষ্ট ক্ষণের পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইতেছে—

১। মহামহাক্ষণ—রাত্রি ১১॥টা হইতে রাত্রি ১২টা।

২। মহাক্ষণ—রাত্রি ১২টা হইতে রাত্রি ৩টা।

৩। ব্রাহ্মক্ষণ—রাত্রি ৩টা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত।

৪। মায়াক্ষণ—সূর্য্যোদয় হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত।

৫। মোহমায়াক্ষণ—বেলা ৮টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত।

৬। অভিশপ্ত ক্ষণ—মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে অপরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত।

৭। দগ্ধক্ষণ—অপরাহ্ন ৩টা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

৮। সন্ধিক্ষণ—ঠিক সন্ধ্যাবেলায় সূর্য্যাস্তের সময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যার পর হইতে ত্রিকালের কার্য্য জানিতে হইবে। 'ত্রিকাল' শব্দের অর্থ—কাল, অকাল ও কালাকাল, এই তিনটি :—

১। কাল—সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত।

২। অকাল—রাত্রি ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত।

৩। কালাকাল—রাত্রি ১০টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত।

এই তিনটি মিলিত হইয়া যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহার নাম ত্রিকাল-শক্তি। ইহাকে আস্থা বলে। ইহার পর রাত্রি ১১॥০টাকে আধার বলে। কালাকালের অবস্থায় যখন আধার উৎপন্ন হয় তখন ক্ষণ আসিয়া যুক্ত হইলে যাহা আবির্ভূত হয় তাহার নাম মহামহাক্ষণ।

নরদেহের পক্ষে পূর্ণতা লাভের জন্য যোগ-লক্ষ্য স্থাপন, নিত্যকর্ম্ম ও ক্ষণের আনুগত্য স্বীকার আবশ্যক। নিজেকে সরল শিশুর ন্যায় ভালমন্দ বিচার না করিয়া খুলিয়া রাখাই যোগ-লক্ষ্য স্থাপন। ইহার জন্য কর্ম্ম আবশ্যক। প্রথম অবস্থায় ক্ষণের চিন্তা রাখিতে পারিলে যুক্তাবস্থায় আর চিন্তার প্রয়োজন থাকে না। তখন ক্ষণই কর্ম্মীকে টানিয়া নিয়া যায়। ঐ অবস্থায় কর্ম্মীর যোগ-লক্ষ্য স্থাপন হইল বলা চলে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মুখ্য কর্ম্মটি সংখ্যাবদ্ধ। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যানুসারে কর্ম্ম পূরণ করিতে হয়। সংখ্যা-নির্দ্দেশ গুরুই করিয়া থাকেন। মহানিশার পর শ্রীগুরু হইতে কর্ম্ম-সংখ্যা-নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া বড়-মা পরদিন অপরাহ্ণ-কালে উহা কর্ম্মীর নিকট প্রকাশ করিতেন। সাধারণতঃ পূর্ণিমা, অমাবস্যা, অথবা অষ্টমীতে কর্ম্মদানের ব্যবস্থা ছিল। সকলের জন্যই যে একই সময়ে কর্ম্মদান হইত তাহা নহে। কর্ম্মীর যোগ্যতার সহিত কর্ম্মদানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষিত হইত। কর্ম্মদান একটি রহস্য ব্যাপার। শ্রীগুরু কর্ম্মদান-কালে নিজ স্বরূপে প্রকট হইতেন, পূর্ব্ব পরিচিত পার্থিব-রূপের অনুকরণে নহে। গুরুর অপ্রাকৃত চিদানন্দময় স্বরূপ নিত্য-নব-যৌবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ভাসিত। গুরু কখনও বৃদ্ধ হন না। কিন্তু নিত্য দর্শন দানের সময় তিনি পরিচিতরূপেই আবির্ভূত হইতেন। কর্ম্মদানের পূর্ব্বে দানযোগ্য কর্ম্ম আপনা হইতেই গুরুর নিকট প্রকট হইত। গুরুর অধীনে প্রকৃতির ভাণ্ডারে সকলেরই কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, কিন্তু লীনভাবে থাকে। যে সন্তান যথাবিধি কর্ম্ম করিয়া যে পরিমাণ যোগ্যতা লাভ করে সে ততটা কর্ম্ম পাইবার অধিকারী হয়। গুরু-আজ্ঞা অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে আধার তৈয়ার হইতে থাকে। আধারের ধারণ-যোগ্যতা অনুসারে নূতন কর্ম্ম দান করা হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান ভাল না হইলে এই জন্যই দ্বিতীয়বার কর্ম্ম পাইতে বিলম্ব হইত। অপুষ্ট আধারে তেজস্কর বস্তু ঢালিলে তাহাতে আধারেরও ক্ষতি হয় এবং বস্তুও নষ্ট হইয়া যায়। সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া গুরুর নিকট কর্ম্ম প্রকট হইত এবং গুরুও শিষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া উহা দান করিতেন। তবে সাক্ষাদ্‌ভাবে না করিয়া মধ্যস্থ সত্তাকে আশ্রয় করিয়া করিতেন। বড়-মা গুরু-দত্ত কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহাকে গচ্ছিত ধনের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিতেন ও যথাসময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে অর্পণ করিয়া ভার-মুক্ত হইতেন। কর্ম্মের মাত্রা ও পরিমাণগত ভেদ ত' ছিলই, অনেক সময় গুণগত ভেদও থাকিত। কর্ম্ম ধারণ করিবার সময় বড়-মা এই ভেদটি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেন। কোন কর্ম্ম তাঁহার নিকট হাল্কা মনে হইত, ধারণ করিতে কষ্ট হইত না। আবার এমন কর্ম্মও ছিল যাহার গুরুত্ব তাঁহাকে পীড়ন করিত। কর্ম্মের গুণগত ভেদ বশতঃ সকল কর্ম্ম শরীরের একই অঙ্গে ধারণ করা সম্ভবপর হইত না। গুরু যে কর্ম্ম দান করিতেন তাহাতেও বৈচিত্র্য থাকিত। বাস্তবিক পক্ষে কর্ম্মই শক্তি। ইহা প্রকৃতির অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে সঞ্চিত থাকে ও আধার যোগ্য হইলে তাহাতে পতিত হইতে উন্মুখ হয়। ঐ সময় গুরুর প্রেরণায় সাক্ষাদ্‌ভাবেই হউক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা পরম্পরাক্রমেই হউক, নির্দ্দিষ্ট আধারে যথাস্থানে সঞ্চারিত হয়। ইহার পর সন্তান কর্ষণ দ্বারা কর্ম্মের বিকাশ সম্পাদন করিয়া থাকে। কর্ষণই আধ্যাত্মিক অনুশীলন বা অভ্যাস। ক্ষেত্র-নিহিত বীজ যেমন পুনঃপুনঃ জল-সেকের দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া অঙ্কুর উদ্‌গম করে সেই প্রকার গুরু-দত্ত কর্ম্ম সন্তানের কর্ষণের প্রভাবে বল-রূপে পরিণত হয় এবং আধারের সামর্থ্য বর্দ্ধিত করে। এই সামর্থ্যের উপরে প্রাপ্তি অথবা ফল লাভ নির্ভর করে। যাহাতে এই বল গাঢ়ভাবে নিজ সত্তার সহিত মিলিত হইতে পারে তাহার জন্য শক্তি আবশ্যক হয়। শক্তি-সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ উপায় মাতৃ-সেবা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট—"খ"

সর্ব্বমুক্তির মহাস্বপ্ন

যোগ্যতা-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবের মুক্তিলাভ অথবা আবশ্যক হইলে যোগ্যতা সম্পাদন জন্য জীব মাত্রের জন্য মুক্তির ব্যবস্থা—ইহা একটি মহান্ আদর্শ। ইহা সম্ভবপর অথবা সম্ভবপর নহে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু এই আদর্শের মহনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন কালে যে সকল মহাত্মা সর্ব্বভূতের হিত সাধনকে একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে এই বিরাট্ আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইতেন। গুরুবাদ, খৃষ্টীয় জীবোদ্ধার-বিষয়ক সিদ্ধান্ত এবং বৌদ্ধগণের বোধিসত্ত্ববাদ এই মহান্ আদর্শেরই আংশিক বিকাশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধিসত্ত্ব যখন বোধিচিত্ত গ্রহণ করেন তখন তাঁহাকে স্ব-কৃত পাপের নির্দ্দেশানন্তর পুণ্যের অনুমোদন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিশ্ব-কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতি দান পূর্ব্বক বুদ্ধবর্গকে প্রার্থনা করিতে হয়। জীব-সেবার আদর্শ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। প্রার্থনার ভাব এই-"আমার যাহা কিছু সঞ্চিত পুণ্য আছে তাহার প্রভাবে আমি যেন সর্ব্বজীবের সকল প্রকার দুঃখের উপশম করিতে সমর্থ হই। রুগ্ন ও ব্যাধি-পীড়িতের পক্ষে আমি যেন রোগ-নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদ্য, ঔষধ এবং পরিচারক হইতে পারি। অন্ন এবং পান বর্ষণ করিয়া আমি যেন ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্তের ব্যথা দূর করিতে পারি। দুর্ভিক্ষ-কালে আমি যেন পান-ভোজনরূপে সকলের নিকট উপস্থিত হইতে পারি। দরিদ্র জীবগণের নিকট আমি যেন অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার হইতে পারি এবং নানা প্রকার উপকরণের দ্বারা তাহাদের সেবা করিতে সমর্থ হই। সর্ব্বজীবের কল্যাণের জন্য আমি নিষ্কামভাবে সমস্ত ভোগ ও ত্রৈকালিক শুভ ত্যাগ করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বত্যাগের নাম নির্ব্বাণ—আমার মন নির্ব্বাণ-প্রার্থী। যখন সব কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে, তখন উহা জীব সকলকে অর্পণ করা হউক। আমি যেন অনাথগণের নাথ, যাত্রিগণের সার্থবহ, পারার্থীর নৌকা, দীপার্থীর দীপ, শয্যার্থীর শয্যা এবং দাসার্থীর দাস হইতে পারি। আমি যেন জীবের পক্ষে চিন্তামণি, ভদ্রঘট, সিদ্ধবিদ্যা, মহৌষধ, কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনু হইতে পারি। পৃথিব্যাদি ভূত অনন্ত আকাশবাসী জীবগণের যেমন নানা প্রকার ভোগ্য বস্তুরূপে পরিণত হয় সেই প্রকার যতদিন সকল জীব সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত না হইতেছে, ততদিন আমি যেন সকলের সেবক হইতে পারি। ইত্যাদি।"* এই যে সর্ব্ব জীবের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ইহা এখন পর্য্যন্ত পূর্ণ হয় নাই। অখণ্ড মহাযোগে ইহা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রাচীন কালে অনেকেই সর্ব্বমুক্তি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু সকলের যুক্তি এক প্রকার নহে। অনেকে জীব-সংখ্যা পরিমিত মনে করিয়া সর্ব্বমুক্তি হইলে জগৎ শূন্য হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন। অনেকে জীব-সংখ্যা অপরিমিত মনে করিয়া এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, আদি-সৃষ্টিতে ক্রম-বিকাশের ক্ষেত্রে আগত জীব সকল কোন দিন মুক্ত হইয়া গেলেও অতীত ভূমিতে যে অনন্ত জীব সুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহারা সৃষ্টির নূতন আবর্ত্তে দেহ পরিগ্রহ করিবে। পর পর এইরূপ চলিবে বলিয়া সর্ব্বমুক্তি হইতে পারে না। মুক্তির কাল-নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে বলিয়াও সর্ব্বমুক্তি অনেকে যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করেন। অনেকের মতে একটি মাত্র জীবকে মুক্ত হইতে হইলে অনেক সময় একটি কল্প বা মহাকল্প অথবা তাহারও অধিককালব্যাপী ক্রমিক সাধনা আবশ্যক হয়। সকল জীবের মুক্তি কখন হইবে? ভগবানের তটস্থ শক্তিরূপে জীবশক্তি স্বীকার করিলে নূতন জীব সৃষ্টির সম্ভাবনীয়তা

* দ্রষ্টব্য-শান্তিদেবকৃত বোধিচর্য্যাবতার, তৃতীয় অধ্যায়, ৬-২৩ পৃষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। কোন কোন আচার্য্যের মতে সকল জীবের মুক্ত হইবার যোগ্যতাই নাই। এমনও কত জীব আছে যাহাদের মুক্তি কখনই হইবে না—হয় তাহারা অন্ধ কারাগারে অবস্থান করিবে অথবা নিত্য সংসারী হইয়া ভ্রমণ করিবে। বৈষ্ণব ভক্তগণের 'বরণ-বাদ' ও খৃষ্টীয় ভক্তগণের 'Doctrine of Election' একটি সত্য। পরমাত্মা যে জীবকে আপন রূপে বরণ করেন একমাত্র সেই তাঁহাকে পাইতে পারে, অন্যের পক্ষে তাঁহাকে পাওয়া অসম্ভব। উপনিষদ্ এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে এই জাতীয় মত দেখিতে পাওয়া যায়। Elect ও reprobate soul এর কথা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। কেহ কেহ সর্ব্বমুক্তি যথাকথঞ্চিৎ স্বীকার করিলেও ক্রমিক ভাবে স্বীকার করেন, যুগপৎ সর্ব্বমুক্তি স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বমুক্তি ত দূরের কথা, আজ পর্য্যন্ত একজনেরও মুক্তি হইয়াছে কি না তাহারও প্রমাণ নাই। শুক অথবা বামদেবও মুক্ত হইয়াছেন কি না সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকে গোত্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তদনুসারে কে মুক্তি পাইবে ও কে পাইবে না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহাদের কুশল-মূল নাই তাহারা কিসের বলে মুক্তি লাভ করিবে? জৈন মতে ভব্য ও অভব্য আত্মার ভেদ এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। কেহ মনে করেন মহাপ্রলয়ে সকলের মুক্তি হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাও হয় না। এক ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশকে মহাপ্রলয় বলিলে অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড থাকে বলিয়া সর্ব্বমুক্তি হইতে পারে না। এক ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশেও শুধু ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী হিরণ্যগর্ভের এবং তাহার সহিত যোগযুক্ত আত্মার মুক্তি মানা যাইতে পারে, ব্রহ্মাণ্ড-স্থিত অন্য জীবের মুক্তি স্বীকার করা চলে না। পৌরাণিক মহাপ্রলয় অপেক্ষা আগম-প্রসিদ্ধ মহাপ্রলয় আরও ব্যাপক, কিন্তু তাহাতেও সর্ব্বমুক্তির সম্ভাবনা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা সর্ব্বমুক্তি স্বীকার করেন তাঁহারা বলেন, মুক্তির যোগ্যতা সকল জীবেরই আছে। তবে উহার মাত্রাগত তারতম্য আছে। উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে শক্তির আবশ্যকতা হয়। শক্তিই চৈতন্য। শক্তির বিকাশের তারতম্য অনুসারে এই যোগ্যতার সফলতা নির্ণীত হয়। কিঞ্চিন্মাত্র যোগ্যতা থাকিলেও চৈতন্যশক্তির উন্মীলন অধিক পরিমাণে থাকিলে ঐ যোগ্যতা উহার প্রভাবে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। যদি সকল সুপ্ত জীবকেই নির্ব্বিচারে জাগাইয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে একমাত্র পূর্ণতম চৈতন্যদ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়। যদি কখনও ঐ প্রকার চৈতন্যের অভিব্যক্তি ধরাতলে সম্ভবপর হয় তাহা হইলে মুক্তির অযোগ্য কোথাও কেহও থাকিবে না। এইজন্য অখণ্ড চৈতন্য ভিন্ন খণ্ড গুরুদ্বারা সর্ব্বজীবের উদ্ধার সম্ভবপর নহে। কুশল-মূল সর্ব্বত্রই আছে। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন তাহা কেহ দেখিতে পায় না এবং দৃষ্টিক্ষেত্রে না আসিলে তাহার উপর জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া হয় না। এই জন্যই উত্তরকালীন মহাযান বৌদ্ধমতেও গোত্রভেদ স্বীকৃত হয় নাই। কারণ একই ধর্ম্মধাতু হইতে সকলেই উদ্ভূত বলিয়া কাহাকেও অনধিকারী বলা চলে না।

বেদান্তের এক-জীববাদের সঙ্গে সর্ব্বমুক্তির সম্বন্ধ আছে। বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত এক-জীববাদ। একই আত্মা চিদেকরস ও সর্ব্ব-সংকল্পের অধিষ্ঠান। এই এক আত্মা অকল্পিত, অন্য সব জীব তাহারই অবিদ্যা দ্বারা স্বপ্নবৎ কল্পিত। যাহারা মুক্ত হইয়াছে, যাহারা মুক্তি-উন্মুখ এবং যাহারা ভবিষ্যতে মুক্ত হইবে—সবই কল্পিত। এই এক জীবকেই প্ররোচনা করার জন্য অথবা ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার জন্য বামদেব-বিষয়ক শ্রুতি প্রকট হইয়াছে। এই অবস্থায় ঐ এক জীবের সংসার বা মোক্ষ দশায় 'কাহার সংসার' বা 'কাহার মোক্ষ' এ সন্দেহের কোন স্থান নাই। এই ভাবে প্রত্যেকে তত্তৎ-পুরুষ-দৃষ্টিতে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা—গুরু ও শাস্ত্র হইতে যখন এইরূপ বোধ জন্মে, তখন সন্দেহ উৎপন্ন হইবার কারণ থাকে না।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে যে সর্ব্বমুক্তির কথা বলা হইতেছে তাহার সহিত ইহার অনেকটা পার্থক্য আছে। জীবের নানাত্ব স্বীকার করিয়া যে সর্ব্বমুক্তি তাহাই অখণ্ড মহাযোগের সিদ্ধান্তের অনুকূল আপাতগ্রাহ্য মত। জীব এক হইয়াও নানা, নানা হইয়াও এক। এই এক মুক্ত না হইলে সর্ব্বমুক্তি হইতে পারে না। বহু জীবের মুক্তি হইতে পারে। ক্রমশঃ বহু জীবের মুক্তি হইতে থাকিবে, ইহা হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বমুক্তি হইতে পারে না। জীব দেহাভিমানী। দেহ ব্যষ্টি, সমষ্টি ও মহাসমষ্টি ভেদে তিন প্রকার। ব্যষ্টি দেহ ও তদভিমানী জীব সংখ্যাতীত, সমষ্টি দেহ ও তদভিমানী জীব সংখ্যা-লঘু হইলেও অসংখ্যেয়, কিন্তু মহাসমষ্টি দেহ এক বলিয়া তদভিমানী জীবও এক ও অভিন্ন। মহাসমষ্টি জীবের মুক্তিই কাহারও কাহারও মতে যাবতীয় সমষ্টি ও দেহাভিমানী জীবের মুক্তির নামান্তর*।

সর্ব্বমুক্তির মহাস্বপ্ন অনেক মহাজনই দেখিয়াছেন। ইহাকে মহাস্বপ্ন বলিলাম, কারণ সাধারণ লৌকিক বুদ্ধি ইহার ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু মহাজনগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে

---

* বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে। কারণ অংশাংশিভাব দেহে আছে, কিন্তু জীবে মানিবার প্রয়োজন নাই। সেইজন্য অভাবাত্মক মুক্তি অর্থাৎ দেহাভিমান-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি নিজ নিজ অধিকারের অনুরূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টির পৃথক্ পৃথক্ হইতে পারে। অর্থাৎ ব্যষ্টির মুক্তি পূর্ব্বে হইতে পারে অথচ তৎসমষ্টির মুক্তি তখন না-ও হইতে পারে। পক্ষান্তরে, সমষ্টির মুক্তি হইতে পারে, ব্যষ্টির না-ও হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রকৃত মুক্তি নহে। অহন্তার বিকাশ যদি লক্ষ্য হয় তাহা হইলে মহাসমষ্টিরূপেই সকল জীবের মুক্তি সম্ভবপর। মহাসমষ্টি এক হইয়াও অনন্ত ব্যষ্টির সহিত অভিন্ন। কেন্দ্র এক বিন্দু অথচ অনন্ত ব্যাসার্দ্ধের অন্ত্যবিন্দুরূপে অনন্ত বিন্দু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানব জাতির ভবিষ্যৎ চিত্ররূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন। একটি প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী আছে—"The last enemy to be conquered is Death, and then the Kingdom of God shall be established on earth as it is now in Heaven"—অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করিতে পারিলেই রিপু-জয়ের অবসান হয়। মৃত্যুজয়ের পরে এখন যেমন দিব্যধামে ভগবানের রাজ্য অর্থাৎ সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত আছে তদ্রূপ পৃথিবীতে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতবর্ষে যে সকল অতীত মহাজন মানবের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ফরিদপুর নিবাসী প্রভু জগদ্বন্ধুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রভু জগদ্বন্ধু প্রায় আটাশ বৎসর পূর্ব্বে মরজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাহারও বহুপূর্ব্বে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একটি বিরাট্ সংহার-লীলার অভিনয় হইবে, তাহার পর এই পৃথিবীতে একটি নিত্য আনন্দময় লীলার সূচনা হইবে, যাহাতে জগতের প্রতি জীবই সমভাবে অধিকার লাভ করিবে—এইরূপ একটি আভাস তিনি বহুস্থানে দিয়া গিয়াছেন। 'মহাপ্রলয় এল', 'কলিসংখ্যা পূর্ণ বটে', 'কালতরঙ্গভঙ্গ,' 'কালাম্বুদগর্জ্জন' প্রভৃতি শব্দদ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে একটি ঘোরতর সংহারের ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার 'ত্রিকাল' গ্রন্থ ও 'হরিকথা' ১৩০৬ সালে—৪৯ বৎসর পূর্ব্বে—প্রকাশিত হয়। ঐ সময় তিনি স্পষ্ট ভাষায় যে আভাস দিয়াছিলেন তাহা এখন আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পরমাত্মা পরব্রহ্মগণ ও চরাচরের মহাভবিষ্যতের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। আমরা যাহাকে অখণ্ড মহাযোগ বলি তাহার কোন কোন অংশ প্রভুর বর্ণিত 'মহা-উদ্ধারণ' ব্যাপার হইতে অভিন্ন। অনন্ত অক্ষৌহিণী ব্রহ্মাণ্ডের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধারণই মহা-উদ্ধারণ। সকল ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করিবে তাহা নহে। সর্ব্বত্র অনন্ত নিত্য ব্রজধামের উদয় হইবে ও পৃথিবীতে নিত্য রাস হইবে। মহা-উদ্ধারণই সর্ব্ব জীবের উদ্ধার। সত্য ভিন্ন তিন কালই ত্রিকাল। এই ত্রিকালের মায়া কাটিয়া যাইবে, ইহার নাম 'ত্রিকালমোক্ষণ'। সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে ও এই মায়াপট অচিরেই অপসারিত হইবে, এই কথা তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, নিত্য বৃন্দাবনে সখা-সখী কেহ নাই, নিত্য পুরুষ একেলা আছেন। সেই নিত্য পুরুষ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন। প্রাকৃত কাল তখন থাকিবে না, তাহার পূর্ব্বেই ভয়ঙ্কর প্রলয় হইয়া উহার সমাপ্তি হইয়া যাইবে। সত্যের পর হইতেই অন্ধকার সঞ্চিত হইতেছে। ত্রিকালের এই অন্ধকার দূর হইয়া গেলে ধরাধামে নিত্য ব্রজধাম আবির্ভূত হইবে। সর্ব্বত্র অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রেমামৃতের প্লাবন বহিয়া যাইবে। ত্রিকালের সঞ্চিত পাপরাশি হইতেই মহাপ্রলয়ের উদয় হইবে। সৃষ্টির পাপ হইতেই সৃষ্টির ধ্বংসলীলা আরম্ভ হইবে। অনন্ত জগতের মহাপাপ আত্মদেহে আকর্ষণ করিয়া সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে পারেন একমাত্র তিনি, যিনি সকলের অধীশ্বর। এই উদ্ধারণের উপায় সমষ্টিভাবে উচ্চারণ অর্থাৎ মহাভাবাবেশ হইতে মহাজাগরণের জন্য পঞ্চভাব-সমন্বিত ভক্তগণের বিরহ-শোকের তাপে উচ্চারিত সম্মিলিত ধ্বনি। ব্রজ-পরিকরগণের পাঁচটি ভাবের প্রত্যেকটি ভাবই উদ্ধারণ। ভক্তগণের সম্মিলিত শক্তিই পূর্ণ উদ্ধারণ।

প্রভুর বাণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, উদ্ধারণ হইতে মহা-উদ্ধারণের বৈশিষ্ট্য আছে। সর্ব্ব জীবের উদ্ধারই মহা-উদ্ধারণ। জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া তাহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহার পূর্ব্বে একটি মহাসংহার-লীলার অভিনয় আবশ্যক। তখন এই পৃথিবীই পরমানন্দময় ব্রজধামে পরিণত হইবে। 'হরিকথা'র বহুস্থানে প্রলয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগমনের সূচনা দেওয়া হইয়াছে ও জীবকে নামাশ্রয় গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। শ্রীবন্ধুগোবিন্দদাস বলিয়াছেন যে একটি ভাবী মহালীলার আভাস ব্রজলীলায় ও গৌরাঙ্গলীলায় পাওয়া যায়। 'সে লীলার নাম মহা উদ্ধারণ লীলা, রূপ তাহার মহাসম্মেলন, কাল মহাপ্রলয় যুগ, দেশ চারিটি মহাদেশ, পাত্র প্রতি অণু-পরমাণু।' পুরুষার্থটি জ্ঞানের ফল। ইহা ব্রহ্মের সাযুজ্য, পরব্রহ্মের নহে। প্রভুর মতে ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয়ই অনিত্য, কারণ স্বর্গাদির ন্যায় পরব্রহ্মও মহাপ্রলয়ে থাকিবেন না। এইমতে পরব্রহ্ম পরমাত্মারই নামান্তর, যাহা হইতে সমগ্র জীবজগৎ উৎপন্ন হয় ও যাহাতে ইহা লীন হয়। এই জন্য পরমাত্মাকে স্রষ্টা বলা হয়। কিন্তু জীব জগতের স্রষ্টা হইলেও পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম নিজেও সৃষ্ট। তাই মহাপ্রলয়ে প্রাকৃত জগতের সহিত পরমাত্মাও লীন হইয়া যাইবেন। প্রভুর মতে ত্রিকালের ঊর্দ্ধে সিদ্ধলোক অথবা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম। বৈকুণ্ঠ ধাম ইহারও ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ব্রজধামাদি উদ্ধারণ বৈকুণ্ঠেরও অতীত। মহাপ্রলয়ের পর যখন নবীন সৃষ্টির উদয় হইবে তখন এই সর্ব্বোচ্চ ভগবদ্ধাম এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবে।

বামাক্ষেপা একজন সিদ্ধ তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন। তিনিও একটি প্রসিদ্ধ লেখকের সহিত বার্ত্তালাপ প্রসঙ্গে মানব-জাতির এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগত কুণ্ডলিনীর ন্যায় সমষ্টিগত কুণ্ডলিনীও আছে। ইহার নাম বিশ্ব-কুণ্ডলিনী। তাঁহার মতে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব-কুণ্ডলিনী জাগ্রৎ হইবার সময় আসিতেছে। তখন সমগ্র জগৎ মহাচৈতন্যের দ্বারা ব্যাপ্ত হইবে।

সন্তগণ বলেন যে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে অন্যান্য যুগ অপেক্ষা কলিযুগ শ্রেষ্ঠ। কারণ এই যুগে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে শুদ্ধ চৈতন্য-রাজ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ হয়। তখন দুঃখ, কষ্ট, পাপ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। পীড়িত জন ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করে। অন্যের ততটা না হইলেও কাহারও কাহারও বৈরাগ্য আসে। এইভাবে আত্মার পরিবর্ত্তন ঘটে। সৃষ্টিতে তখন ভাঁটার সময়। আধ্যাত্মিক পিপাসা ঊর্দ্ধ আকর্ষণের ফল। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মশঙ্করজী বা হুজুর মহারাজ বলিয়াছেন—

"In accordance with our theory the spiritual current from the purely spiritual region will at no distant date become predominant in this world, when the central phase of the conjunction with the first grand division of creation takes place. All the troubles that we are now undergoing will disappear and a condition more ameliorating, joyous and blissful than that of Satyayuga will supervene. Spiritual powers which are now so hidden will be more manifest then, and without much trouble or difficulty success will be attained in spiritual training, and the spiritual and internal experiences of the devotee will be so many and so frequent that he will have positive proof, during his life on this earth, of his true emancipation and of his location in the spiritual region. When the spiritual regeneration and elevation have been effected thus in the third grand division of creation the time for the great dissolution will come. By the time of its occurrence a very large number of entities will reach the region of pure spirituality and would become immortal for ever. The remaining entities and the creation of Brahmanda

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and the third grand division will also be greatly benefited by the dissolution. A new cycle of creation will commence and the spiritual interest and the benefit of the two grand divisions of creation will again be guarded as in the previous cycle."*

---

* Discourses on Radhasoami Faith—by Swami Brahmasankar, 2nd Edition, pp. 284-286.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট—"গ"

সন্তমতে কাল-রাজ্য হইতে আত্মার উদ্ধার

কবীরপন্থী মহাজনগণ এবং সন্তবর্গ কাল-রাজ্য হইতে জীবাত্মার উদ্ধার সম্বন্ধে প্রায় একই প্রকার মত পোষণ করেন। ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন মহাজনের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সামান্য মতভেদ থাকিলেও, মোটের উপর তাঁহাদের সকলের সাধারণ সিদ্ধান্ত প্রায় একই প্রকার।

এই মতে সৃষ্টির আদিতে পরম পুরুষ আপনাতে আপনি একাকী বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার চিন্ময় সনাতন লোকের প্রকাশ-চৈতন্য-আকাশে পড়িয়াছিল। ইহার নাম সমষ্টি-জীব। পরম পুরুষের নিজ ধামকে সন্তগণ অযোধ্যা অথবা সাকেত-ধাম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহার নামান্তর সত্যলোক। চৈতন্য-আকাশে ছিল সমষ্টি-জীব, কিন্তু পরম পুরুষের স্ব-ধামে তাঁহারই অনুরূপ নিত্য সখা-স্বরূপ আর এক জাতীয় জীব বাস করেন। তাঁহাদিগকে পার্ষদ-জীব বলা হয়। পরমধামের প্রকাশটি জাগতিক ভাষাতে 'ব্রহ্ম' নামে পরিচিত। দয়াল পরম পুরুষ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মস্থিত জ্ঞানহীন সমষ্টি-জীবকে শব্দ দ্বারা চেতন করিয়া নিজের দিকে টানিতে ইচ্ছা করিলেন। সমষ্টি-জীবকে চৈতন্য সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মদান করা হইল (সুরতি)। অর্থাৎ যে অনাদি মহাসুষুপ্তিতে ঐ সকল জীব মগ্ন ছিল তাহাতে তাহাদিগের মধ্যে অহংভাবের স্ফুরণ ছিল না। ইহাই সুপ্ত-ভাব। নাদের প্রভাবে সমষ্টি-জীব অহং-বোধ লইয়া জাগিয়া উঠিল। এই চৈতন্য-দানের এক-মাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, জীব জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিবে। জীবের একটি স্বরূপ-দেহ আছে, তাহাকে হংস-দেহ বলে। জীব সুপ্ত ছিল বলিয়া স্বরূপ-দেহ হইতে কার্য্যতঃ বঞ্চিত ছিল। পরম পুরুষের ইচ্ছা ছিল জীবকে জাগাইলে সে যখন তাঁহাকে জানিতে পারিবে তখন ঐ জ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সঙ্গে হংস-দেহ প্রাপ্ত হইয়া পরমধামে পরম পুরুষের পার্ষদরূপে স্থান লাভ করিবে। ঐ ধামে মন, মায়া ও কালের গতি নাই। সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে জীব আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ অনুভব করিতে পারিবে। পরমপুরুষকে জানিবার জন্যই সুপ্ত জীবকে জাগাইয়া তাহার মধ্যে অহং-বোধ ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল।

জীব কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া ভগবানের দিকে ফিরিল না। বরং অন্য-দিকে অর্থাৎ কালের দিকে গমন করিতে লাগিল।

চৈতন্য দানের পর পরমপুরুষ নানা হইতে ইচ্ছা করিলেন। ইহার ফলে ক্রমশঃ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এবং 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার অনুভব উদিত হইল। ইহাই বন্ধনের প্রথম সূচনা। তিনি সমষ্টি-জীবকে সার শব্দের উপদেশ দ্বারা জাগাইয়াছিলেন। কিন্তু জীব জাগ্রৎ হইয়া মনে করিল পরা বা আদ্যাশক্তিই মূল। সমষ্টি-জীবে কারণরূপা ইচ্ছা ছিল। উহা জগতের দিকে অভিমুখ হইল। পরা বা আদ্যাশক্তিস্বরূপে আর একটি ইচ্ছা ছিল, তাহার নাম যোগমায়া। এই দুইটি হইতে অক্ষর ব্রহ্মের আবির্ভাব হইল। কিন্তু এই দুইটি মৌলিক ইচ্ছা গুপ্ত বা অদৃশ্য থাকিল। 'আমি অনুভবগম্য ব্রহ্ম,' এই বাক্য সমষ্টি-জীবের শ্বাস হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, যাহার ফলে অষ্টসিদ্ধির বিকাশ হয়।

ব্রহ্মকে 'আমি' মনে করিয়া সমষ্টি-জীব শুদ্ধ হইতে অশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই অনুভবে ব্রহ্ম ও মায়া মিশ্র। বস্তুতঃ ইহা হইতেই জীব ও জগৎ উভয়ের সৃষ্টি। এক অহংএর বহু হইবার ইচ্ছাতে এক হইতে অনেকের সৃষ্টি। সৎ হইতে বহুত্ব বা সৃষ্টি হয় না, কারণ সৎ-ব্রহ্ম মন-বাক্যের অতীত ও বিকার-হীন। সবিকার না হইলে এক হইতে বহু হওয়া যায় না। এইজন্য সমষ্টি-জীবই নিজে মিথ্যা ব্রহ্ম সাজিয়া মায়া-শবল হয় ও তদ্দ্বারা জগৎ উৎপাদন করে এবং স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া সমষ্টি হইতে ব্যষ্টি হয়। এইভাবে পরমপুরুষকে চিনিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। পরমপুরুষ জীবকে আত্মা দিয়াছিলেন তাঁহাতে লাগাইবার জন্য, সংসারে লাগাইবার জন্য নহে। জীব দুর্ভাগ্যক্রমে উহা সংসারেই লাগাইল।

ঐটি প্রত্যাহার করিয়া পরমপুরুষে লাগাইতে হয়। ভগবান্ তাঁহাকে সারশব্দের * উপদেশ দিয়াছিলেন। জীব তাহার ভগবন্মুখ অর্থ না করিয়া তাহাকে ব্রহ্ম কল্পনা করাতে সংসারের উৎপত্তি ও জীবের বন্ধনের কারণ হইয়াছে। সাকেতপতি দয়াল পরমপুরুষ পূর্ণ। তাঁহার অংশ বিশুদ্ধ জীব বা হংসগুরুই অণু-সমষ্টিরূপ আদি পুরুষ। ইহা গুণাতীত, চিন্মাত্র, অনন্ত ও নিত্য। ইহা পূর্ণের জ্যোতিতে অবস্থিত ছিল। পূর্ণচৈতন্য বা পরমপুরুষ নরাকার। বিশুদ্ধ জীব বা হংসও নরাকার, তবে অণুমাত্র।

হংসরূপ জীবের দেহ আদিতে পরিপক্ক পঞ্চতত্ত্বময় ছিল। ইহা চেতন ও প্রকাশরূপ। সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড ছিল—তাহাও পরিপক্ক পঞ্চতত্ত্বময়। পাকা তত্ত্ব, চৈতন্যময় ব্রহ্মাণ্ড ও চিৎপ্রকাশ হংস—সব অনাদি। হংস স্বরূপতঃ জ্ঞাতা।

এই পরিপক্ক দেহকে সন্তগণ ষষ্ঠ দেহ বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহাই বিশুদ্ধ জীবের অবস্থা বা হংসদেহ। এই অবস্থাতে জীব পূর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে এক হইয়া যায়। পূর্ণই মূল চৈতন্য। পরমপুরুষ সাকেত-পতি।

* কাল শব্দ, সন্ধি শব্দ, ঝাই শব্দ—সব ভ্রম উৎপাদক। একমাত্র সার শব্দই ভ্রম নাশক। সন্তগণের ধারাতে পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতি চারিপ্রকার বাণীর বিশিষ্ট অর্থ আছে। পরা=শূন্যাকার। অক্ষর ব্রহ্ম ও অব্যক্ত—ইহার স্থান নাভিপ্রদেশ। এই অবস্থায় অন্তঃকরণ থাকে না। পশ্যন্তী=অর্দ্ধমাত্রা। এই অবস্থায় অন্তঃকরণ উদিত হয়। ইহার স্থান হৃদয়। মধ্যমা=ষোলটি স্বরবর্ণ। ইহাদের স্থান কণ্ঠ। পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ—ইহাদের স্থান মুখ। ইহার পর চতুর্থ বাণী=অনবনী অর্থাৎ নানাপ্রকার বাণী। ইহাই চারি প্রকারে বিভক্ত। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি কালশব্দ। প্রণব বা ওঙ্কার সন্ধি শব্দ। সোহং শব্দও তাই। অলখ, অকহ, নির্ব্বাণ, নিগুর্ণ, নেতি নেতি—এইগুলি ঝাই শব্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধ জীব অণুস্বরূপ, হংসগুরু ও সৃষ্টির আদি পুরুষ। পরম পুরুষের একাংশে মায়া বা যোগমায়া আছেন। ইনি নিত্য। মায়ার অন্তর্গত পরমপুরুষের অংশই সমষ্টি-জীব বা বিশুদ্ধ জীব। মায়ার আবরণ আছে বলিয়া ঐ চৈতন্যকে জীব বলে। বিশুদ্ধ জীব অনাদি কাল হইতে যোগনিদ্রাতে :মগ্ন রহিয়াছে, ইহাতে মায়া বা গুণের কোনও সম্বন্ধ নাই। কারণ না জাগিলে কোন গুণের ক্রিয়া হয় না। ইহাই মহা-সুষুপ্তি বা আদি সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। নিত্যজাগ্রৎ পরমপুরুষের ঈক্ষণ বা প্রেমদৃষ্টি হইতে প্রথম জাগরণ হয়। নিদ্রাবস্থায় বিশুদ্ধ জীবের ষষ্ঠ দেহ ছিল। তখন শান্তি ছিল। কিন্তু সে যে পরমপুরুষের সহিত এক সে স্মৃতি ছিল না। এই বিস্মৃতির নাম সুষুপ্তি। জীব নিজসুখে আসক্ত ছিল বলিয়াই এইরূপ হইয়াছিল। বিস্মৃতি ছিল বলিয়া জীব আনন্দধাম হইতে বঞ্চিত ছিল।

জাগিয়া উঠিয়া বিবেকদৃষ্টিতে জীব পরমপুরুষের ধামের মধ্যস্থিত পাকাতত্ত্বের ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অন্তর্গত হংস দেহের প্রকাশ মিলিতভাবে দেখিতে পাইল। তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। ইহা ধামের ও স্বীয় পাকাদেহের মিলিত প্রকাশ দর্শনের আনন্দ। আনন্দে বিভোর হইল বলিয়া জাগিয়া উঠিয়া জীব পরমপুরুষে প্রবেশ করিতে পারিল না। ইহার ফল ইহাই দাঁড়াইল, এতকাল সে পরমপুরুষকে বিস্মৃত হইয়াছিল, এখন হইতে সে নিজেকেও বিস্মৃত হইল। ইহার প্রভাবে নিজে চিৎ-স্বরূপ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া জড়ভাব প্রাপ্ত হইল। পঞ্চদেহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

এই স্বরূপ-ভ্রষ্ট জীবকে অশুদ্ধ বলে। এই সময় হইতে জীবের পতন আরম্ভ হয়। প্রথমে কৈবল্য-দেহ গ্রহণ, তাহার পর ক্রমশঃ মহাকারণ, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ গ্রহণ—এইগুলি অস্বাভাবিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থা। জীবের স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া ও মনের কোনও স্পর্শ থাকে না। তবে জীবের স্বরূপ-দৃষ্টি ফোটা চাই।

সন্তগণ বলেন, জীব কৈবল্য-শরীরে সচ্চিদানন্দরূপ প্রকাশে পূর্ণ হইয়া সর্ব্বদাই থাকে। ঐ খানেই মন অঙ্কুরিত হয়। তখন তুরীয় অবস্থার স্মরণ হয়। ইহাই তাহার মহাকারণ শরীর। সুখের স্মৃতি হইতে বাসনা জন্মিলে সুযুপ্তি অবস্থাতে মগ্ন হয়—জাগিয়া সুখের স্মরণ করে। ইহা কারণ-দেহ। বাসনা সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ ধারণ করিলে স্বপ্ন-অবস্থার সুখ উদিত হয়। ইহা সূক্ষ্ম শরীর। সঙ্কল্প-বিকল্প হইতে নানা কর্ম্মের ফলে পঞ্চভূত জন্য স্থূলদেহের উদয় হয়। ইহা জাগ্রৎ অবস্থা। এইভাবে মায়া জীবকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে সংসারী সাজায়। মহাপ্রলয়ের সময় জীব ব্রহ্ম-প্রকাশে যাইয়া একরূপ হইয়া যায়। ব্রহ্মাগ্নির দ্বারা সব শরীর দগ্ধ হয়, কিন্তু একমাত্র কৈবল্য শরীর অবস্থিত থাকে। সদ্‌গুরুর কৃপায় পরমপুরুষকে জানিতে পারিলে কৈবল্য-শরীর ত্যাগ হয় ও হংস-দেহ বা স্বরূপ-দেহ গ্রহণ হয়। জীব এই স্বরূপে স্থিত হইয়া ভগবানের কাছে গমন করে। আর তাহাকে ফিরিতে হয় না।

সন্তগণের মধ্যে অনেকে সূফী সাধকদিগের অনুরূপ নাসুত, মালকুত প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভূমি সকল স্বীকার করিয়াছেন। সন্তগণ এই সকল ভূমিকে আপন আপন ভাবে রঞ্জিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা সত্য। এই সকল ভূমির ঊর্দ্ধে পরম পুরুষের স্বীয় ধাম সত্যলোক অবস্থিত। ইহার নীচে বিভিন্ন ভূমিতে বিভিন্ন পুরুষের অধিষ্ঠান স্বীকৃত হইয়াছে। সত্যলোকে সকলেই সত্যপুরুষের রূপধারী। হংস অর্থাৎ জীবের আত্মা সত্যলোক পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে কাল অথবা কাল-পুরুষের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে। সত্যপুরুষের অধীন অসংখ্য দ্বীপ রহিয়াছে—সকল দ্বীপেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হংস সকল স্বাধীনভাবে পরমানন্দে বিলাস করে। এই স্থানে স্ত্রী-পুরুষের কোন ভেদ নাই। এইখানে আসিতে পারিলে কালের ভয় আর থাকে না। কারণ সত্যলোকবাসী সকল পুরুষকেই কাল-পুরুষ নমস্কার করে।*

সন্তগণের বর্ণিত সত্যলোক অখণ্ড মহাযোগের দৃষ্টি অনুসারে আংশিক ভাবে অখণ্ড মনের অবতরণের পর আবির্ভূত জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানরাজ্যের অনুরূপ। কিন্তু জ্ঞানরাজ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত এবং পৃথিবীর রূপান্তরের ফলে আবির্ভূত। ইহার অধিবাসিবর্গ রক্তমাংসময় অমর-দেহ-সম্পন্ন এবং ইহা ক্রমশঃ সৃষ্টির অন্তর্গত সকল আত্মার বাসস্থান। কারণ এক সময় সকল আত্মাকেই ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। জ্ঞানরাজ্যের অতীত বিজ্ঞান-রাজ্যের সন্ধান সন্ত সাহিত্যের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

* দ্রষ্টব্য—কবীর মনশুর বা স্বসংবেদার্থ প্রকাশ—পরমানন্দজী কৃত ; কবীর কৃত বীজকের উপর রেবা-নরেশ বিশ্বনাথ সিংহজীর টীকা ; গুরুজ্ঞানপ্রকাশ-সাকেতানন্দজী কৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২	১২,২১	আবির্ভূত	আবির্ভূত
৩	৬	সংঘর্য	সংঘর্ষ
৪	২৩	স্ফূরণ	স্ফুরণ
৬	১৮	দিকটি	দিক্‌টি
৮	১৭	উদ্ভুত	উদ্ভূত
১৩	২	ঐ	ঐ
১৪	১৮	বিন্দূ	বিন্দু
২০	১৪,১৫	পক্ক	পক্ব
২০	১৪	অপক্ক	অপক্ব
২৩	৬	সিদ্ধকায়ে	সিদ্ধকায়
২৮	১৯	বহিয়াছে	রহিয়াছে
৫১	৬	করিরা	করিয়া
৬৮	১	কয়িয়া	করিয়া
৮১	৭	সাহায্যে	সাহায্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবসংক্রান্ত গ্রন্থ ও পুস্তিকা

১। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ—বেনারস গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ., ডি-লিট্ (অন্) প্রণীত

(ক) প্রথম ভাগ—চরিত-কথা

(খ) দ্বিতীয় ভাগ—তত্ত্ব-কথা

(গ) তৃতীয় ভাগ, পূর্ব্বার্দ্ধ—লীলা-কথা

(ঘ) ঐ উত্তরার্দ্ধ (প্রথমাংশ)—লীলা-কথা

(ঙ) ঐ উত্তরার্দ্ধ (দ্বিতীয়াংশ)—লীলা-কথা

২। অখণ্ড মহাযোগ—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত।

৩। যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দপরমহংস (যন্ত্রস্থ)—বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব লাইব্রেরিয়ন রায়সাহেব অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম. এ প্রণীত

৪। গীতরত্নাবলি—শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দপরমহংসদেব কৃত সঙ্গীত সংগ্রহ।

৫। প্রকৃতি তত্ত্ব (প্রথম ভাগ)—শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দপরমহংসদেব প্রণীত।

৬। ছয়খানি পত্র—শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi